সাবিত্রী।

(পৌরাণিক নাটক।)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৮নং বিডন রো, উইলকিন্স মেসিন প্রেসে

জে, এন, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১।

মূল্য ॥০ আট আনা।

পুরুষ।

যম।

নারদ।

মাণ্ডব্য।

সত্যবান্।

দ্যুমৎসেন	...	...	সত্যবানের পিতা।
অশ্বপতি	...	...	সাবিত্রীর পিতা।
সনাতন	...	...	অলিক্ষরার স্বামী।
তুম্বুরু	...	...	মালাকার।

কঞ্চুকী, ঋষিগণ, তাপসকুমার, কাঠুরিয়াগণ,

দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী।

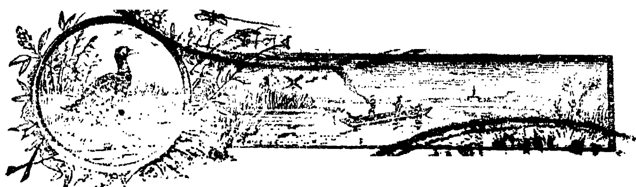
সাবিত্রী।

অলিক্ষরা	...	...	মাণ্ডব্যের পালিত কন্যা।
মালবী	...	...	সাবিত্রীর মাতা।
শৈব্যা	...	...	সত্যবানের মাতা।
মালিনী	...	...	তুম্বুরুর স্ত্রী।

সপ্ত সতী, কাঠুরিয়া-স্ত্রী ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

পরমা প্রকৃতি তুমি, সতী তুমি, গতি তুমি সার।
(তুমি) চির মধুময় সোণার স্বপন, সুধা চির পিপাসার
তুমি সংসার তুমি প্রাণ,
অনাদি জীবনে আপন গান,
তুমি স্নেহ মায়া, পতি সু[illegible] জায়া, তুমিই জননী তার।
(তুমি) আপন অঙ্গে জড়িতা রঙ্গে জলদে বিজলী হার।



সাবিত্রী



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য—নগরপ্রান্ত।

কঞ্চুকী।

কঞ্চুকী। এক এক ক'রে সমস্ত ভাট দেশে ফিরে এলো। কেউ রাজকুমারীর পাত্র আন্‌তে পার্‌লে না। এত বয়স হ'ল, এমন অদ্ভুত ব্যাপার ত কখন দেখিনি। রাজার মেয়ে,--তায় রূপে লক্ষ্মী,—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার পাত্র মিল্‌লো না! কেন? কি দৈব-বিড়ম্বনায়? কোন্ বিধাতার কি প্রহেলিকাময়ী ইচ্ছায়? কন্যার ষোল বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয় হয় হয়েছে। কন্যার চিন্তায় রাজা ও রাণী একরূপ উন্মাদ ব'ল্লেই হয়। এরূপ অবস্থায় ভাটেরা অমনি অমনি ফিরে এসেছে শুন্‌লে, তাঁরা হতাশায় জ্ঞানশূন্য হবেন। কি বলি? কেমন ক'রে বলি?

প্রতিদিন রাজা আমাকে ভাটেদের প্রত্যাগমনের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, কিন্তু কোন্ মুখে বল্‌বো—মহারাজ, এ পৃথিবীতে আপনার কন্যার পাত্র নেই। যদি কোন দেবতা মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে বিবাহ ক'র্‌তে আসেন, তবেই এ মেয়ের বিবাহ হবে, নতুবা উপায় নাই।

(তুম্বুরুর প্রবেশ।)

তুম্বুরু। যা বলে'ছো ঠাকুর!—আপনা আপনি মনের দুঃখে যা প্রকাশ ক'রে বল্‌ছো, সব ঠিক।

কঞ্চুকী। কে ও, তুম্বুরু?

তুম্বুরু। আর তুম্বুরু। বাপের বড় পুণ্যি ছিল, তাই মানে মানে যে তুম্বুরু সেই তুম্বুরু ফিরে এসেছি, নইলে জগঝম্পো হয়ে গিয়েছিলুম আর কি!

কঞ্চুকী। জগঝম্পো কিরে!

তুম্বুরু। আর কিরে!—পিঠে অনবরত বাড়ি পড়্‌লে, জগ-ঝম্পোই বা কেন—ঢাক হয়ে যেতুম। কেবল "যঃ পলাতি স জীবতি" ক'রে, পাল্‌য়ে এসে বেঁচেছি। শাস্ত্রে ব'লেছে অশ্বো ধাবতি, গৌ শব্দায়তে, আর চৌরঃ পলায়তে। ধাবতিই কর. আর শব্দায়তেই কর বাবা, চোর যে, সে চিরকাল যেমন সমভাবে পালিয়ে আস্‌ছেন, আজও পর্য্যন্ত সে নিয়মের ব্যতিক্রম ক'র্‌লেন না। তা সিঁদই দিন, আর গাঁটই কাটুন, ধরাং ন পড়তি। পালাতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে এসেছি। তোমরা হ'লে ধরা পড়েছিলে আর কি!

কঞ্চুকী। ধরতে এসেছিল কে?

তুম্বুরু। ওই ওঁরা।

কঞ্চুকী। ওরা?—ওরা কারা?

তুম্বুরু। বাব্যরা।

কঞ্চুকী। বাবারা কিরে পাগল?

তুম্বুরু। এলেই দেখ্তে পাবেন। তাঁরা সব আজই রাজ-বাটীতে আগমন ক'র্ছেন। এলে আপনার সঙ্গে কোন্ না দেখা হবে? শুন্লুম—দিদিরাণীর যে পাত্র সন্ধান ক'রে এনে দিতে পার্বে, সে অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কার পাবে। ভাবলুম—অল্প মেহনতে যদি বড় মানুষ হয়ে যাই, তা হ'লে বাজে খেটে মরি কেন? এই না ভেবে কঞ্চুকি মশায়, পাত্রের সন্ধানে ত বেরুলুম।

কঞ্চুকী। তার পর?

তুম্বুরু। তার পর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ,—সাত সমুদ্র তের নদী—কোন জায়গা খুঁজ্তে বাকি রাখ্লুম না।

কঞ্চুকী। তার পর?

তুম্বুরু। তার পর—বাবা! যেখানে যাই, সেইখানেই বাবা। একটী ক'রে মানুষ ধরি, আর তার কাছে দিদিরাণীর রূপের কথা বর্ণনা করি, অমনি একটী ক'রে বাবাজী লাভ হয়। সম্পর্কটা নতুন পাতান গেল কঞ্চুকি মশায়। দিদিরাণীর রূপের বর্ণনা শোন্বা মাত্রই তারা অমনি ভূঁয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে মা ব'লে প্রণাম করে। আর সেই সঙ্গে আমাকেও একটী। বলে—এ শুভ সংবাদ নিয়ে কে তুমি

বাবা!—কে তুমি আমাদের ছল্‌তে এসেছ বাবা? কঞ্চুকি মশায়, ব'ল্‌ব কি? দিদিরাণীর বের সম্বন্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে লাখ লাখ বাবাজী যোগাড় ক'রে এসেছি। শেষে বাবাদের জ্বালায় প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠ্‌লো। যেখানে যাই, সেইখানেই বাবা!—লোকের ঘরে ঢুকি, সেখানে শুনি না বাবা। বনে পালাই, দেখি না বাবা জঙ্গল হয়ে জমে আছে। গাছে উঠি, দেখি না বাবা ফল হয়ে ঝুল্‌ছে! জলে ডুবলুম, কঞ্চুকি মশায়, সেখানেও দেখি না এক বাবা!—তুই কে রে বাবা? আজ্ঞে আমি গাঙ্গ্‌দাড়া। তা গাঙ্গদাড়া বাপধন, তুমি এখানে কেন? তিনি অমনি ব'লে উঠলেন,—"আমি মীনবংশাবতংস। তুমি মায়ের দাস, সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।" এই কথা ব'লেই, গাঙ্গ্‌দাড়া বাপধন চোঁৎ ক'রে অগম জলে প্রবেশ ক'র্‌লেন। জল থেকে উঠে, কাণ ঝাড়তে ঝাড়তে —ব'ল্‌ব কি কঞ্চুকি মশায়!—ফড়ফড়্‌ ক'রে হাজার খানেক বাবা বেরিয়ে গেল।

কঞ্চুকী। দূর পাগল, নে পথ ছাড়্‌।

তুম্বুরু! দোহাই কঞ্চুকি মশায়, মিথ্যে নয়। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে, এক গাদা বাবা শব্দ কাণে ঢুকেছিল। ছোট কাণ, তাতে অত বাবার জায়গা কোথায়? কাজেই একটু নাড়া পড়তেই যত অতিরিক্ত বাবা ছেল, সব ফড়্‌ফড়্‌ ক'রে বেরিয়ে গেল। নানা কারণে প্রাণটা বড়ই চ'টে গেল। শেষে মনে ক'র্‌লুম—বয়স্থ পাত্র ত পাওয়া যাবেই না, অথচ পাত্র না পেলে আমার রাজ্যলাভও হচ্ছে না, এই

না ভেবে কঞ্চুকি মশায়, এক বুদ্ধি ক'রে ফেল্‌লুম। আচ্ছা ঠাকুর, আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি।

কঞ্চুকী। কিসের? তোর পাগলামীর জবাব দেবো!

তুম্বুরু। পাগলামী নয় কঞ্চুকি মশায়—পাগলামী নয়। স্বয়ং বেম্পতি ঠাকুরের টোল থেকে আমদানী করা বুদ্ধি। তুমি জবাবই দাও না। বল দেখি, পাত্রের বয়স কত হ'লে ভাল হয়?

কঞ্চুকী। এই চব্বিশ পঁচিশ।

তুম্বুরু। উঃ! তা হ'লে ভারি লোকসান ক'রে এসেছি কঞ্চুকি মশায়, ভারি লোকসান ক'রে এসেছি। হাতে পেয়ে পাত্র ফেলে দিয়েছি:

কঞ্চুকী। সে কিরকম?

তুম্বুরু। চমৎকার—চমৎকার!

কঞ্চুকী। বলিস কিরে!

তুম্বুরু। খাঁটি চব্বিশ বছর।

কঞ্চুকী। আসতে চায়?

তুম্বুরু। তার আর আসা আসি কি, ডাকলেই হ'লো।

কঞ্চুকী। দেখ্‌তে কেমন?

তুম্বুরু। পাঁচ মিশিলি—খানিকটে ফরসা, খানিকটে কাল, খানিকটে বা মেটে মেটে, খানিকটে বা চাঁপাফুলের মতন। কথা কয়—খানিকটে আধ আধ, খানিকটে ন্যাকা ন্যাকা, খানিকটে তোলা তোলা, খানিকটে বা কলকণ্ঠ। বুদ্ধি—খানিকটে নেই ব'ল্লেই হয়, খানিকটে

টন্‌টনে। খানিকটে বেম্পতি, খানিকটে তুমি, খানিকটে আমি,—এই রকম।

কঞ্চুকী। এ সব কি ব'ল্‌ছিস্?

তুম্বুরু। বুঝতে পার্‌ছ না, তবে বলি শোন। পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যখন দেখ্‌লুম, একটাও পাত্র মিল্‌লো না, তখন গোটা চেরেক ছ-বছরের ছেলে জোগাড় ক'র্‌লুম। ব'ল্‌ব কি কঞ্চুকি মশায়, যে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করি 'বে ক'র্‌বি?' সেইটেই বলে 'কর্ব্বো'। আমি মনে ক'র্‌লুম—এইবারে ঠিক হয়েছে। একেনে চব্বিশ বছর যখন পাওয়া গেল না, তখন চারটের চব্বিশ ক'রে নিয়ে যাই। এই না ভেবে চারটে ছেলেকে—একটাকে মাথায়, দুটাকে দু বগলে, আর একটাকে শিকে ক'রে গলায় ঝুলিয়ে আন্‌তে লাগলুম। বেশ আসছিলুম, চারটে ছেলেকে চুরি ক'রে বেশ গোছ-গাছ ক'রে আনছিলুম, পথে আস্‌তে আস্‌তে শিকে ছিঁড়ে গলার ছেলেটা টিপ্ ক'রে প'ড়ে গেল,—সামলাতে গিয়ে মাথার ছেলেটা টাউরি খেয়ে গড়াতে সুরু ক'র্‌লে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বগলও ফস্‌কে গেল। তখন এটা সামলাতে ওটা যায়, ওটা সামলাতে সেটা যায়। চ্যাঁ ভ্যাঁ লেগে গেল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুলস্থুল কাণ্ড! যাদের ছেলে চুরি ক'রে আনছিলুম, তারা না শব্দ শুনে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' ক'রে আমার দিকে ছুটে এলো—আমিও অমনি 'বাবারে বাবারে' ক'র্‌তে ক'র্‌তে দে ছুট।

কঞ্চুকী। বুঝতে পেরেছি—এইবারে থাম্।

তুম্বুরু। সত্যি কঞ্চুকি মশায়, রাজকুমারীর পাত্র ত চব্বিশ

বছুরে একটা পাওয়া যাবেই না—এই রকম চার পাঁচটায় চব্বিশ চাও ত, যত চাও এনে দিতে পারি। কঞ্চুকি মশায়, সরে পড়, সরে পড়—ওই এক বাবা আসছেন। উনি বরাবর আমার সঙ্গ নিয়েছেন। উনি ধাড়ী বাবা,—ওঁর সঙ্গে দু-চারিটী খুচরো বাবাও আছেন। উনি যদি করেন 'মাভৈঃ', তাঁরা করেন 'মাস্ম ভৈষীঃ'—বাপ! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! কি বিভীষিকা!

কঞ্চুকী। কোন মহাপুরুষ যেন এদিকে আস্‌ছেন না?

তুম্বুরু। নিশ্চয়—মহাপুরুষ, তাতে আর সন্দেহই নেই। তবে কি জান কঞ্চুকি মশায়, ওঁকে যে বাগিয়ে গায়ে হাত টাত বুলিয়ে, তুমি রাজকুমারীর পাত্র ক'রে বস্‌বে, আর সেই সঙ্গে মজা ক'রে অর্দ্ধেক রাজ্য মেরে দেবে, সেটী হচ্ছে না।—সে গুড়ে বালি। ওঁর কাছে গিয়ে যেমন প্রস্তাব ক'র্‌লুম যে, বুড়ো ঠাকুর, একটী কন্যা আছে,—সেটার ষোল বৎসর পার হয়ে যায়, কাজেই বাপ মার ধর্ম্ম যায়, কেউ তাকে বে ক'র্‌তে চায় না—তুমি সেটীকে বে কর না। শুনেই বুড়ো ঠাকুর ব'ল্লে 'ষোল বছরের মেয়ে?' আমি ব'ল্লুম—হাঁ দেবতা। 'কেউ বে ক'র্‌তে চায় না?' আমি বল্লু'ম—না দেবতা। তখন ঠাকুর মেয়ের রূপের কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌লে। আমি মনে ক'র্‌লুম, বুঝি ঠাকুর বাগে এলো। এই না ভেবে, দেদার রূপ বর্ণনা ক'র্‌তে লাগলুম। রূপের বর্ণনা শুন্‌তে শুন্‌তে ঠাকুরের চোক বুজে আসতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টস্‌ টস্‌

জল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে দমবন্ধ—পেট ফুলে ঢাক—গেল গেল—মনে ক'র্‌লুম বুঝি ব্রহ্মহত্যা হ'লো! কাজেই ঠেলাঠেলি ক'র্‌তে লাগলুম। অনেক ঠেলাঠেলির পর হুম্‌ ক'রে এক দীর্ঘ নিশ্বাস। তার পর না উঠেই, আমাকে একেবারে—এই যেমন সেয়াকুলে কাপড় জড়ায় —এই এমনি ক'রে (কঞ্চুকীকে বেষ্টন) জড়িয়ে ধ'র্‌লে। বল্‌লে—তুম্বুরুরে! এতদিন কোথায় ছিলিরে!

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ—করিস কি—করিস কি!

তুম্বুরু। র'স, ভাল করে বুঝিয়ে দিই।

কঞ্চুকী। আরে গেল—ছাড়্‌ ছাড়্‌।

তুম্বুরু। শেষে জড়াজড়ি থেকে গড়াগড়ি—সেটা কিরকম দেখিয়ে দেবো?

কঞ্চুকী। যা, যা,—আর দেখাতে হবে না।

তুম্বুরু। যে আজ্ঞে—ঐ ঠাকুর আসছে, তা হ'লে জড়াজড়িটে ওঁর কাছেই দেখে নিয়ো। ওঁর শুনেছি নাছোড়বান্দা পিরীত। শুনেছি—একবার উনি শূলে বসেছিলেন!

কঞ্চুকী। শূলে বসেছিলেন?

তুম্বুরু। হাঁ—তা এম্‌নি কৌশল ক'রে বসেছিলেন যে, বসবা-মাত্রই ঘুম। হাজার বৎসরে সে ঘুম ভাঙ্গেনি।

কঞ্চুকী। শূল!—তবে কি উনি মহাতপা মাণ্ডব্য?

তুম্বুরু। এই—তবে ত তুমি সব খবর রাখ। ওই গো ঠাকুর, উনি আপনাকে দেখে এই দিকেই আস্‌ছেন। তুমি ওঁর সঙ্গে আলাপ কর, আমি পলায়ন করি।

[তুম্বুরুর প্রস্থান।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। আসুন দয়াময়!—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মাণ্ডব্য। বিষ্ণবে নমঃ।—আপনি কে?

কঞ্চুকী। অধীন—রাজকঞ্চুকী।

মাণ্ডব্য। মহারাজ কি রাজধানীতে অবস্থান ক'রছেন?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে হাঁ প্রভু। কোথায় আপনার গমন হচ্ছে?

মাণ্ডব্য। তীর্থ পর্য্যটনে।

কঞ্চুকী। মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজগৃহে আপনার পদধূলি ভিক্ষা করি।

মাণ্ডব্য। পদধূলি নয় ব্রাহ্মণ,—মহারাজ অশ্বপতির ঘরই আজ আমার গন্তব্য তীর্থস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবাটী।

অশ্বপতি ও মালবী।

মালবী। মহারাজ, আর ত লোককে বুঝিয়ে রাখ্‌তে পারিনি।

অশ্ব। বিষয়টা কি মহিষি যে, লোকেরা তোমার কাছে বোঝবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়েছে?

মালবী। লোকের উদ্‌গ্রীব হবার কারণ কি, মহারাজ কি জানেন না? কন্যা যে ষোল বচ্ছর পার হয়। বাড়ীতে যে আসে, সেই জিজ্ঞাসা করে—রাজকুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তাকে পাত্রস্থা করা হচ্ছে না কেন?

অশ্ব। সে কি আমাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে না মহিষি? কিন্তু কি ক'র্‌ব, আমি ত চেষ্টার ত্রুটী ক'র্‌ছিনি। সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে সাবিত্রীর পাত্রের অনুসন্ধানে লোক না পাঠিয়েছি। নানা দেশ থেকে কত সুলক্ষণযুক্ত পাত্রও ত এলো, কিন্তু কেহই ত তোমার মেয়েকে বিবাহ ক'র্‌তে চায় না। তোমার মেয়ের অদৃষ্টে পাত্র জুটেও জুটছে না, তা আমি কি ক'র্‌ব?

মালবী। এ কথা কি লোকে বিশ্বাস করে? তারা মনে করে, আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কন্যাকে কুমারী রেখেছেন।

অশ্ব। মনে যদি করে, তা হ'লেই বা কি ক'র্‌ব? লোকের মনের উপর আধিপত্য ক'র্‌তে পার্‌ব, এমন পুণ্যই বা কি ক'রেছি। যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি মহিষি, এক সাবিত্রীর জন্য আমার এত সৌভাগ্যেও সুখ নাই। সাবিত্রীর জন্য দিবরাত্র চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি জীবন্মৃত হয়ে অবস্থান ক'র্‌ছি। মনে মনে ভাবছি যে, করলুম কি? আঠার বৎসরের কঠোর সাধনায় দেবতার দ্বারে ভিক্ষা ক'রে, অশান্তি ঘরে নিয়ে এলুম! যৌবনস্থা কন্যা, কুমারী অবস্থায় চক্ষের উপর বিচরণ ক'র্‌ছে। চক্ষের উপর যেন পিতৃপুরুষের অধোগতি দেখ্‌তে পাচ্ছি। দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বালিকাদের কন্যাকাল। মায়ের আমার সে কন্যাকাল বহুদিন উত্তীর্ণ। এখন দেখ্‌ছি কুমারী-কাল পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি নিজেই আমাকে কি ব'লে যে প্রবোধ দিব, তাই বুঝতে পার্‌ছি না; তা

তোমাকে আবার কি প্রবোধ দিব প্রাণেশ্বরি! দেবতা-আরাধনায় কন্যাপ্রাপ্তি। যদি আমার ধর্ম্মলোপই তাঁর অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে বৃথা অনুশোচনায় ক'র্‌ব কি?

মালবী। তবে কি আমার সাবিত্রীর বিবাহ হবে না?

অশ্ব। হবে কি না হবে, বিধাতাই ব'ল্‌তে পারেন। আর যদিই বিবাহ হয়, তা হ'লেই, ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে হ'লেই বা ফল কি? আমাকে ত ধর্ম্মে পতিত হ'তে হ'ল।

মালবী। হা ভগবান্, এ কি বিড়ম্বনা! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা, ধীরা, সাধ্বী—এমন ভক্তিমতী—দেখ্‌লে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ কৈলাসেশ্বরী সতী কন্যারূপে আমার ঘরে অবতীর্ণা। আমার এমন কন্যা কি না পতিভাগ্যে বঞ্চিত!

অশ্ব। সে দুঃখ আর আমার কাছে ক'রে কি ক'র্‌বে? আর আমার কাছে দুঃখ জানিয়েই বা লাভ কি? সর্ব্বসুলক্ষণা হয়েই ত মা আমাকে বিপন্ন ক'রেছেন। মা আমার শক্তিস্বরূপিণী, প্রভাতারুণবর্ণা, সকল কোমলতার আধার হয়েও তেজোময়ী। যে দেখে, তারই মনে দেবীভ্রমে ভক্তির উদ্রেক হয়। মাতৃজ্ঞানে সকলেই তার চরণ-প্রান্তে মস্তক অবনত করে। এরূপ অবস্থায় তোমার মেয়ের কেমন ক'রে বিবাহ হয়? সাবিত্রী দেবীর আরাধনায় আমি এ কন্যারত্ন লাভ ক'রেছি। জানি না, দেবীর মনে কি আছে।

মালবী। দেবীর মনে কি আছে, সে বুঝতে কি আর এতকাল যায়? কুলরক্ষার জন্য পুত্রকামনায়, আপনি আঠার বৎসর ধ'রে কঠোর তপস্যায় সাবিত্রী দেবীর অর্চ্চনা

ক'র্‌লেন, কোথা থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মা কিনা ওপর-পড়া হয়ে বর দিতে এলেন। আরে রাম রাম, দেবতারাও কিনা আমার অদৃষ্টে প্রতারক হ'ল! কুলধর্ম্ম-রক্ষার জন্ত তপস্যা—পুত্রের কামনায় যজ্ঞ,—ফল হ'ল কিনা কন্যা! তা হোক, সাবিত্রীকে পেয়ে আমি শতপুত্র-লাভের আনন্দ পেয়েছিলুম। কিন্তু মহারাজ, তাকে এ অবস্থায় দেখে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকি! চক্ষের উপর কুলনাশ কেমন ক'রে দেখি! পিতৃপুরুষের অধো-গতি স্মরণ ক'রে প্রাণ আমার বড়ই কাতর হয়ে উঠেছে। মহারাজ, হতাশ হ'লে চল্‌বে না। এখনও সময় আছে। আর একবার চেষ্টা করুন। পাত্রের সন্ধানে আর এক-বার দেশবিদেশে লোক প্রেরণ করুন। অবশ্যই সাবিত্রী দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

অশ্ব। আমি কি নিশ্চিন্তই আছি প্রাণেশ্বরি! আবার আমি দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়েছি। দেখি তারা কতদূর কি ক'রে ওঠে। তারা যখন না পার্‌বে, তখন নিজে আমি একবার পাত্রের সন্ধানে বহির্গত হব। তাতেও যদি না হয়, তখন কুলধর্ম্ম-রক্ষার জন্য শাস্ত্রের যে আদেশ, তাই পালন ক'র্‌ব।

মালবী। কি ক'র্‌বেন?

অশ্ব। কি ক'র্‌ব,—কি ক'র্‌ব—মালবি, জিজ্ঞাসা ক'রোনা। রমণী তুমি—কোমলা। তুমি সে কঠোর বাক্য শোন্‌বার যোগ্য নও।

মালবী। তবু শুনি।

অশ্ব। সে বাক্যের একটী একটী অক্ষর, সহস্র বজ্রের বলে তোমার কোমল বক্ষে আঘাত ক'র্‌বে। মালবি, তুমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না।

মালবী। যখন সে কার্য্য ক'র্‌বেন, তখন যদি সহ্য ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে এখন শুনে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না কেন?

অশ্ব। শাস্ত্রে ব'লেছে—কুলরক্ষার জন্য যদি লোক পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে লোক পরিত্যাগ ক'র্‌বে। গ্রামের জন্য কুল ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, কুলত্যাগ ক'র্‌বে। দেশের জন্য যদি গ্রাম ত্যাগ প্রয়োজনীয় হয়, ত গ্রাম ত্যাগ ক'র্‌বে। আর আত্মার জন্য যদি পৃথিবী পরিত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহ'লে যে দণ্ডে আত্মার বিভীষিকা উপস্থিত হবে, সেই দণ্ডেই এই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবে না। রাণি, সাবিত্রীর জন্য যদি কুলধর্ম্মনাশের সম্ভাবনা দেখি, তাহ'লে অমন সোণার মেয়েকেও আমাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে!

মালবী। হা ভগবান্, এই কি স্বামীর আমার কঠোর তপস্যার পরিণাম! মহারাজ, সমগ্র রাজ্য যৌতুক দেবার ঘোষণা দিয়ে পাত্রের সন্ধানকরুন না কেন?

অশ্ব। রাণি, সাবিত্রীকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্ত্তে সমর্থ, সে কি তুচ্ছ রাজ্যের ভিখারী।

(দূতের প্রবেশ।)

অশ্ব। কি সংবাদ?

দূত। সংবাদ শুভ নয়। সমস্ত দূত বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছে।

মালবী। সমস্ত ভারতের মধ্যেও আমার কন্যার একটা পাত্র মিল্‌ল না?

দূত। রাজপুত্রদের উন্মত্ততার সংবাদ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে? কোন রাজপুত্র রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় না। কোন রাজাও আপন সন্তানকে মদ্র-দেশে পাঠাতে চায় না।

অশ্ব। তাহ'লে কন্যার বিবাহের আশা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি।

দূত। তাই ত কার্য্যতঃ দেখ্‌ছি মহারাজ! এত বয়স হ'ল, এরূপ বিচিত্র ব্যাপার ত কখন দেখিনি! ভাটেরা ব'ল্লে—মায়ের নাম শোন্‌বামাত্রই লোকে সেই দূরদেশ থেকে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করে। কেউ কি তাহাদের কাণে কাণে ব'লে দেয় যে, দেবী আমাদের ঘরে কন্যারূপে অবস্থান ক'র্‌ছেন?

মালবী। তা হ'লে কি হবে? মহারাজ, কি হবে? মহারাজ, দাসীর প্রতি দয়া করুন। মায়ের প্রাণ—অভাগিনীর মায়ের প্রাণের দিকে একবার দয়া করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

অশ্ব। দারুণ কর্ত্তব্য—প্রজারঞ্জন, লৌকিকতা-ধর্ম্ম-রক্ষা। বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার জীবনের সমস্ত সাধ আকর্ষণ ক'রে, অকূল দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'র্‌বার জন্য, আমার কামনার শাস্তি দিতেই যেন বিধাতা আমার গৃহে এ কন্যা পাঠিয়েছেন।—সোৎসুক নয়নে সমস্ত প্রজা আমার পানে চেয়ে আছে। আজ আমা হ'তে যদি সমাজ-ধর্ম্মনাশ হয়, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে। মানুষ একে

স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। সুতরাং তারা যদি একবার আমার আচার দেখে প্রশ্রয় পায়, তা'হলে অল্পদিনের মধ্যে কুলস্ত্রীগণ আপন আপন মর্য্যাদার হানি ক'র্‌বে। বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়ে পাপের প্রখর স্রোতে চক্ষের নিমেষে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

মালবী। মহারাজ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণও ত আপনার সহায় আছেন। এ দারুণ-বিপত্তি-সময়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হো'ন না কেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। মহারাজ, মহাতপা মাণ্ডব্য ঋষি আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছেন।

অশ্ব। মালবি, সত্বর ঋষিরাজের জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো। মা জগদীশ্বরী এতদিন পরে সন্তানের প্রতি কৃপা-কটাক্ষে চেয়েছেন। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

[প্রস্থান।

মালবী। নারায়ণি! মা! এ কুলক্ষয়রূপ মহাপাতক হ'তে স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য—অলিন্দ্য।

মাণ্ডব্য।

মাণ্ডব্য। তাইত ভাবি, এ কি বিচিত্র ঘটনা! প্রতি প্রভাতে যথারীতি স্নানান্তে আহ্নিক করি, তথাপি প্রাণে তৃপ্তি পাই না কেন? আমি নিজেই কি যথারীতি দেবার্চ্চনা

ক'র্‌তে অসমর্থ হয়েছি ; না নিত্য নিত্য এ তৃপ্তি আমার, কেন নিশাচর কিংবা নিশাচরী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে। প্রতিদিন চিন্তা ক'রেছি, কিন্তু কোন উপায়েই এতদিন আমার এ ভাবনার মীমাংসা হয় নি। ধ্যানান্তে উন্মীলিত চক্ষে ভগবতী গায়ত্রীর চিদাভাস দেখতে আকাশ পানে চেয়েছি, দেখি আকাশস্থল ম্লান !—প্রাণের আবেগে নবোদিত অরুণের অভ্যন্তর অনুসন্ধান ক'রেছি, দেখি আদিত্য-হৃদয়ে জবাকুসুমসঙ্কাশা দ্যুতিময়ী ভুবনোজ্জ্বলকরী কুমারীশ্রীর কিরণময় সিংহাসন শূন্য ! প্রাণের যাতনায়, মায়ের অনুসন্ধানে আমি ভুবন প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি, সমস্ত পরিশ্রম নিস্ফল। মা যে আমার ধ্যানের সীমান্তে অবস্থান ক'র্‌ছেন, তা কেমন ক'রে জানবো ? কিরণমালিনি ! বেদরূপা জননি ! অধম সন্তানকে লুকিয়ে ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে তুমি যে মদ্ররাজগৃহে অবস্থান ক'র্‌ছ, তা ত জান্‌তুম্ না মা ! কিরণময়ী আজ পতিব্রতা মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য মানবী-মূর্ত্তিতে ধরায় অবতীর্ণা। মা, মা, ইষ্টদেবি সাবিত্রি ! অধম সন্তান আজ তোর মানবী মূর্ত্তি দেখ্‌তে এসেছে। দেখা দিবি কি মা ? কন্যা হয়ে মদ্ররাজের ঘর কেমন ক'রে আলো ক'রে আছ, দেখ্‌বার জন্য প্রাণে আমার বড়ই অস্থিরতা। মা ! দেখা দে, দেখা দে।

(অশ্বপতির প্রবেশ)

অশ্ব। আসুন দয়াময়, আসুন, এ দাসের গৃহ পবিত্র করুন।

[প্রণাম।

মাণ্ডব্য। জয়োঽস্তু মহারাজ!

(মালবীর প্রবেশ ও পত্র পুষ্প মাণ্ডব্য-চরণে প্রদান।)

সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হো'ক মা, চিরায়ুষ্মতী হও।

মালবী। প্রভু, আসনে উপবেশন করুন।

মাণ্ডব্য। এই যে বস্‌ছি মা, তার জন্য ব্যস্ত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি মা, ত্রিলোক-বিশ্রুতা ধর্ম্মরতা। তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ, অতিথির বহুভাগ্যের কথা। মহারাজ! আমি বহুদেশ, বহুরাজ্য, বহুতীর্থ পর্য্যটন ক'রে এই পথ দিয়ে পুণ্যতীর্থ কাশী গমন ক'র্‌ছিলুম। পথে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লুম—তোমার গৃহে পবিত্রা ভক্তিময়ী, সদনুষ্ঠানচারিণী, ষোড়শী কুমারী অবস্থান ক'র্‌ছেন। শুনেই বুঝ্‌লুম, মা অন্নপূর্ণা যখন নিকটেই, তখন তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে আবার অতদূরে যাবার প্রয়োজন কি?

অশ্ব। বলেন কি প্রভু!

মাণ্ডব্য। শাস্ত্রসম্মতা কুমারী যদি ষোড়শী হন, তিনি স্বয়ং অম্বিকা। তিনি পার্থিব জীবনে, নারীদেহে মাতৃ-মূর্ত্তি। সর্ব্বজীবের—সর্ব্ব মানবের—এমন কি, সর্ব্বদেবতারও নমস্যা। এমন কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন, তিনি নরদেহে উমাপতি। মহারাজ! আপনি গিরিপতি হিমালয় তুল্য ভাগ্যবান্। মা মদ্ররাণি! তুমিও উমা-জননী মেনকার ন্যায় মহাভাগ্যবতী।

অশ্ব। বলেন কি প্রভু, এ সব কি কথা! আমি যে আপনার এ অদ্ভুত লোমহর্ষণকর বাক্যে জ্ঞানশূন্য।

মাণ্ডব্য। আমি শাস্ত্র-কথাই ব'ল্‌ছি মহারাজ।

মালবী। আপনার কোন্ শাস্ত্র মান্‌বো দেবতা? আপনি এখন দেবী দর্শন ক'র্‌তে কাশী যাওয়া বন্ধ ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা কিন্তু যে দেবীর জ্বালায় যাই!

মাণ্ডব্য। সে কি রকম মা? মা কি আমার চঞ্চলা?

মালবী। চঞ্চলা হ'লেও দুঃখ ছিল না। মা যদি আমার যথার্থই দেবী হন, তা হ'লে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধ'রে এলেও, আমি বুকের ধন বুকে তুলে নিতুম। যদি মা আমার এ অভাগিনীর ঘরে আস্‌বার সময়ে দয়া ক'রে তাঁর দেবাটাকেও তাঁর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেন! আপনার দেবী যে এখন আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ ক'র্‌তে ব'সেছেন।

মাণ্ডব্য। এসব কি ব'ল্‌ছ মা, আমি যে সম্যক্ প্রণিধান ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

অশ্ব। ঠাকুর, কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে প'ড়েছি।

মালবী। ঠাকুর, শত চেষ্টা ক'রেও, সাবিত্রীর আমার বর জুট্‌লো না! কি হবে দেবতা? কি ক'রে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। কি ক'রে লোকনিন্দার হাত থেকে নিস্তার পাই!

মাণ্ডব্য। বর জুট্‌লো না! মা কি আমার কুৎসিতা?

মালবী। বড় কুৎসিতা ঠাকুর, বড় কুৎসিতা। আপনাদের শচী, লক্ষ্মী, সরস্বতীই বা কি কুৎসিতা!—আপনাদের

উমারাণীই বা কত কুৎসিতা? অন্তর্য্যামী ঠাকুর, প্রাণের যাতনায় কাতর হয়ে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম, আপনিও কিনা সময় বুঝে রহস্য কর্ত্তে এলেন। মা আমার কুৎসিতা? ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য মা আমার ক্ষুদ্র দেহে আয়ত্ত ক'রেছে—সে মা আমার কুৎসিতা?

মাণ্ডব্য। ভাল, মাকে একবার আন দেখি। দেখে শুনে বুঝে দেখি, ব্যাপার খানা কি!

অশ্ব। যাও মহিষি, শীঘ্র সাবিত্রীকে এখানে নিয়ে এস।

মালবী। ও সব ব্যাপার বোঝাবুঝি আমি বুঝি না। যখন কৃপা ক'রে আপনার দাসদাসীর গৃহে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন আমাদের একটা গতি না ক'রে পায়ে ঠেলে যে চ'লে যাবেন, সেটি হচ্ছে না।

অশ্ব। ভাল, আগে সাবিত্রীকে নিয়েই এস, তার পর যা বল্‌বার ব'লো।

[মালবীর প্রস্থান।

মাণ্ডব্য। (স্বগত) মায়ের আগমনবার্ত্তা জানবার জন্য প্রাণে বড়ই কৌতূহল জেগে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী—সাবিত্রী—কি সুন্দর নাম! এ নাম কোথা পেলে মহারাজ?

অশ্ব। সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ক'রে মাকে পেয়েছি, তাই সাবিত্রীর প্রসাদস্বরূপ কন্যার নাম রেখেছি সাবিত্রী।

মাণ্ডব্য। যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে ঘটনাটা জানতে পারি কি?

অশ্ব। আপনি গুরু; আপনার কাছে ব'ল্‌তে বাধা কি?

পুত্রকামনায় আমি কুলদেবতা সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করি। আঠার বৎসরের তপস্থায় দেবী দাসের প্রতি প্রসন্না হন। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আমাকে বর গ্রহণ ক'র্‌তে আদেশ করেন। আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ মায়ের কাছে কুলোজ্জ্বল পুত্র কামনা করি। দেবী সেই কথা শুনে ব'লেছিলেন—"তোমার অভিপ্রায় পূর্ব্ব হ'তেই অবগত হ'য়ে আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট তোমার জন্য পুত্র প্রার্থনা করি। তিনি তোমাকে একটী কন্যা দান ক'রতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। মহারাজ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তুমি একটী তেজোময়ী কন্যা লাভ কর। দ্বিরুক্তি না ক'রে এই মুহূর্ত্তেই তুমি গৃহে প্রতিগমন কর।" এই কথা ব'লেই দেবী দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্তর্দ্ধান ক'র্‌লেন। গৃহে ফিরে এলুম। মায়ের আশীর্ব্বাদের ফলে অচিরেই এক কন্যারত্ন লাভ ক'র্‌লুম। বল্‌ব কি দেবতা! জগতের সকল সৌন্দর্য্য একত্র হয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার গৃহে নয়নানন্দকরী নব তিলোত্তমারূপে প্রস্ফু-টিত হ'লেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি বল্‌ব প্রভু! ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হ'তে চল্‌লো, তথাপি আজও পর্য্যন্ত মাকে পাত্রস্থ ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

মাণ্ডব্য। এমন কন্যার পাত্র মিল্‌ল না!

অশ্ব। বহুপাত্রের সন্ধান ক'রেছি, বহু সুলক্ষণযুক্ত যুবাকে কন্যা দান কর্‌বার জন্য গৃহে এনেছি; কিন্তু লজ্জাভার-নমিতাঙ্গী কুমারীকে আজও পর্য্যন্ত কোনও পুরুষ প্রেমচক্ষে

দেখ্‌তে সাহস করেনি। অদ্যাবধি যত রাজপুত্র বিবাহার্থী হয়ে এসেছে, সকলেই আমার কন্যাকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তিসহকারে দূর থেকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করে।

মাণ্ডব্য। পাত্র মেলেনি ব'লে, গৌরী কিনা আজও পর্য্যন্ত কুমারী! তা মহারাজ, এতদিন চেষ্টা ক'রেও তোমরা নিজে যখন কিছু ক'র্‌তে পারনি, তখন মাকে নিজের ওপর পতি-নির্ব্বাচনের ভার প্রদান কর নি কেন?

অশ্ব। তাই ত প্রভু! একথা ত এক সময়ের জন্যও আমার মনে উদয় হয়নি।

মাণ্ডব্য। শুভদিন শুভক্ষণ দেখে, যত শীঘ্র পার, মাকে পতি-অন্বেষণে প্রেরণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, মহারাজ, আপনার গৃহে শান্তি ও ধর্ম্ম চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হো'ক।

(মালবী ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। (স্বগত) আসছিস্ মা আনন্দময়ি! সন্তানের আকুল আগ্রহের কাতর স্বর তোর কাণে কি পৌঁছাল মা! মহেশবদনোৎপন্না, বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা, বেদপ্রসবিত্রী গায়ত্রী! দিবাকরের হৃদয়-আসন শূন্য ক'রে—মদ্ররাজগৃহে প্রচ্ছন্ন-বেশে—অবলা-বালিকাসুলভ কোমলতায় কার প্রাণ গলাতে এসেছ মা? মা! দূর হ'তে অধম সন্তান তোমার চরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণাম করে। তুমিই না হয় কন্যারূপিণী—পিতা মাতার মমতাজালে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বিস্মৃত হ'য়েছ। তাতে আমার কি জননি! আমি তোমার সঙ্গে আত্মবিস্মৃত হ'তে

যাব কেন? মা, আবার—আবার—বারবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মালবী। এই নিন প্রভু, আপনার দাসী। মা, ঠাকুরকে প্রণাম কর। প্রণাম ক'রে পদধূলি মাথায় নিয়ে, ঠাকুরের কাছে স্বামি-সৌভাগ্য প্রার্থনা কর। বল— যেন মনোমত পতিলাভ করি, যেন আমা হ'তে মদ্র-বংশের কুলধর্ম্ম রক্ষা হয়। (সাবিত্রীর প্রণাম)

মাণ্ডব্য। বেটী! চুপ ক'রে থাক্‌বে মনে ক'রেছো? কল্যাণ-রূপিণি! শুধু কি নয়নেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতায় আত্মার তৃপ্তি হয়! যে বিম্বোষ্ঠের ঈষৎকম্পনে চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি হয়েছে, অক্ষরময়ি! সেই তুমি, আমার পিপাসু আত্মার সমীপস্থ হয়ে নীরব থাকবে! দেখি বেটী, সন্তানকে ছলনা ক'রে কতক্ষণ থাক্‌তে পার!

মালবী। কি মা, ঠাকুরের কাছে বর প্রার্থনা না ক'রে নীরব রইলি যে?

মাণ্ডব্য। নীরব কি সাধে থাকে! মহারাজ, এখন বুঝতে পেরেছি যে, এ কন্যার বিবাহ হয় না কেন। বোবা মেয়েকে কে বে ক'র্‌বে!

মালবী। ও সাবিত্রি, কথা কওনা মা!

অশ্ব। মা, দেবতার কাছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। প্রভু শাস্ত্রে শুনেছি—কামনা ত্যাগ ক'রে ভগবানের আরাধনাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। যদিই বা কামনা করতে হয়, তা হ'লে অগ্রে দেবতার যথাশক্তি আরাধনা করা প্রয়োজন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে যদি দেবতা

স্বেচ্ছায় বর প্রদান করেন, তা হ'লে সেই আরাধনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাম্যধর্ম্ম। নতুবা ভিক্ষা দেবতার কাছেও নিন্দনীয়। তবে এও শুনেছি—জনক জননীর বাক্য বেদস্বরূপ; আজ্ঞা, শাস্ত্রের আদেশের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। যে পিতা মাতার আদেশ লঙ্ঘন করে, সে দেবাসনে উপবিষ্ট হ'লেও ধর্ম্মে পতিত হয়। তাই আজ জননী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমা হ'তে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম নষ্ট না হয়।

মাণ্ডব্য। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের উপর আশীর্ব্বাদের যেটুকু অধিকার দেছেন, তাইতে বলি, মা তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হোক।

মালবী। আরাধনা ক'র্‌তে পাওনি ব'লে দুঃখু? তার জন্য দুঃখু কি মা! তুমিই না হয় আজকে এই অতিথি সেবার ভার গ্রহণ কর।

অশ্ব। সাবিত্রি, কাল পর্ব্বাহে তুমি উপবাসিনী ছিলে; সুতরাং আজ এই দেব অতিথির সৎকার ক'রে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ কর। আর শোন—তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা ক'র্‌ছেন না। অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণসদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হবেন, আমার কাছে তাঁর কথা নিবেদন ক'রো; পরে আমি বিবেচনা ক'রে তোমাকে সম্প্রদান ক'র্‌ব। কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে যে বচন পাঠ ক'র্‌তে শুনেছি, তা তোমাকে ব'ল্‌ছি শোন—যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে সংসারী বিবাহ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন; আর যে

পুত্র স্বামিহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দা-ভাজন হয়ে থাকে। তুমি আমার এই কথা শুনে, যত শীঘ্র পার, স্বামীর অন্বেষণ কর। যাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাই কর। আজই শুভদিন। আমি তোমার যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ক'র্‌তে আদেশ প্রদান করি।

সাবিত্রী। কোথায় যেতে আদেশ করেন?

অশ্ব। তোমার ধর্ম্ম যেখানে তোমায় আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাবে। ফল কথা, স্বামীর সংবাদ না গ্রহণ ক'রে তুমি আর ঘরে ফিরো না। যদি অকৃতকার্য্য হও, তা হ'লে মদ্রবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

(পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত।)

তবে যাও তবে যাও আসিতে।
একা চ'লে সরলে যুগলে ফিরিতে ॥
বাঁধি গলে গলে বাহুলতা-হারে,
অচেনা দেশ হ'তে আন ধ'রে তারে,
সে প্রিয় মোহন মন মোহিতে ঃ—
সুখ-বারিদ-প্লাবিত সরে ভাসিতে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য—পথ।

তুম্বুরু ও মালিনী।

তুম্বুরু। দেখ্ দেখি বউ, কি ক'র্‌লি! রাজকুমারী বনবাসে চ'লেছে ব'লে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এলি, এখন কোথায় এসে পড়্‌লি বল্ দেখি। আর পথ চিন্তে পার্‌ছিনি।

মালিনী। কি ক'র্‌ব? আমি স্ত্রীলোক, চ'লেও না হয় এসেছি; তুই পুরুষ মানুষ, তুই পথ ঘাট চিন্‌বিনি—তা আমি কি ক'র্‌ব?

তুম্বুরু। বেশ, আয় তবে পথের মাঝখানে দু'জনে হাত পা মেলিয়ে মরি।

মালিনী। দিদিরাণী যে দণ্ড থেকে আমাদের ত্যাগ ক'রে এসেছে, সে দণ্ড থেকে আমরা কি বেঁচে আছি! তা আর মরণের ভয় দেখাচ্ছিস্ কি? ভয় হোগ্‌গে তোর। আমি ত তোকে রেখে মর্‌তে পার্‌লে বেঁচে যাই।

তুম্বুরু। ভারি সুবিধের কথাটাই কইলি! ক্ষিদেয় নাড়ী ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌ছে—তেষ্টায় প্রাণ টা টা ক'র্‌ছে,—তার ওপর অর্দ্ধেক রাজ্যটা পেতুম, সেটা হ'লো না ব'লে মন খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে। নিজে নিজেকে নিয়েই নড়্‌তে পার্‌ছিনি, এমন সময়

তুমি মলে এই সারা পথটা তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে বেড়াই। ভারি সুখের কথাই কইলি বউ!

মালিনী। বলিস্ কি মিন্‌সে, এত দয়া!

তুম্বুরু। না বউ, মর্‌বার কথা বলিস্‌নি। অনেক দিন তোর মিষ্টি মিষ্টি গালাগালি খাইনি। গালাগালের সাধ এখনও আমার মেটেনি। আগে দিদিরাণীকে খুঁজে বা'র করি, তার পর মর্‌তে হয় দুজনেই এক সঙ্গে মরা যাবে। এখন ক্ষিধেয় মরি তার কি? সঙ্গে ক'রে কতকগুলো চিঁড়ে এনেছিলি, দে না।

মালিনী। শুধু চিঁড়ে কেন হাড়ের মতন চিবিয়ে থাবি, একটু অপেক্ষা কর্—পথের ধারে আস্‌তে আস্‌তে একটা গরু চর্‌তে দেখে এলুম—রোস্ সেইটেকে টেনে এনে দিই।

তুম্বুরু। যা, তা হ'লে আর দেরি করিস্‌নি। (মালিনীর প্রস্থান) না বাবা, আর নয়, চেষ্টার চূড়ান্ত হয়েছে। রাজা রাজকুমারীকে এক রকম বনবাসেই দিয়েছে। বর মেলে ত দিদিরাণী দেশে ফির্‌বে, নইলে আর তাকে দেখ্‌তে পাব না। বউ তা হ'লে আমার আর দেশে ফির্‌ছে না। সে নিত্যি নিত্যি রাজকুমারীর শিবপুজোর ফুল যুগিয়ে এসেছে। তার এতদিনের ফুল যোগান বৃথা হ'লো। দিদিরাণীকে দেখ্‌তে না পেলে সে কি বাচ্‌বে! —অমনিতেই ত সে আধমরা হ'য়ে আছে। আর অমন বউ গেলে কি ছাই আমিও আর বাঁচ্‌ব! আহা বউ ত নয় —যেন পৈতৃক বউ! দরদ কি!—মায়া কি!—যাক্ বাবা, ভাব্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। কাজেই বউ যত-

ক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এই চিঁড়ে কটার সাহায্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাই। ও বাবা—আবার সেই মাভৈঃ এদিকে আসছে যে! লুকুবো এমন জায়গাও ত নেই, কি করি? ও বাবা! এসে পড়্‌লো যে। তা হ'লে কি করি? দূর ছাই, কি আর ক'র্‌ব, তা হ'লে এই করি—(চিঁড়ে ভক্ষণ)।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)।

মাণ্ডব্য। মা আমার শুভক্ষণে পতি-অন্বেষণে গৃহ থেকে যাত্রা ক'রেছেন। মায়ের স্বামি-সম্মিলন যতক্ষণ না দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। একি! কে তুমি? পথের ধারে—গাছের তলায়—আধ আঁধারের ভেতর ব'সে, কে তুমি?

তুম্বুরু। ধ'রেছে, ঠিক ধ'রেছে। সুমুখে পেছনে চোক, ওর হাত এড়িয়ে যাবার যো কি!

মাণ্ডব্য। কে তুমি? কথা কচ্ছনা কেন?

তুম্বুরু। আমি।

মাণ্ডব্য। আমি কে?

তুম্বুরু। চিনে নাও।

মাণ্ডব্য। নাম কি?

তুম্বুরু। রাস্তা বন্ধ—গলা দিয়ে নাম বেরুবার পথ নেই।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, খাওয়া' চল্‌ছে দেখে, কথাগুলো আস্‌বার সুবিধে পাচ্ছে না।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে এতগুলো কথা এলো কি ক'রে ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, কতকগুলো পিছলে এসেছে, আর কতকগুলো ঠোঁটের ডগায় এসে ব'সেছিল, ঠোঁট নাড়তেই বেরিয়ে প'ড়েছে।

মাণ্ডব্য। আর কেও—তুম্বুরু !

তুম্বুরু। আজ্ঞে, আর তুম্বুরু নেই, এখন ডুগ্‌ডুগি।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, প্রাণের তার ছিঁড়ে এখন বেসুরো মেরে গেছি দেবতা।

মাণ্ডব্য। তুমি ত রাজকুমারীর বরের সন্ধানে গিয়েছিলে ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে গিয়েছিলুম।

মাণ্ডব্য। তার পর ?

তুম্বুরু। তার পর এই চিঁড়ে খাচ্ছি।

মাণ্ডব্য। চিঁড়ে খাচ্ছ কি ! পাত্রের সন্ধান পেলে না ?

তুম্বুরু। পাব না কেন, হাজার হাজার।

মাণ্ডব্য। তবে অমনি অমনি ফির্‌ছ কেন ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে দেবতা, চিঁড়ের পক্ষে ধামিই ভাল, চিট্‌কে পাত্রে বড় সুবিধে হয় না।

মাণ্ডব্য। পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে, শেষে কি এই চিঁড়ে নিয়ে এসে উপস্থিত ক'র্‌লে।

তুম্বুরু। আর কি করি দেবতা ? রাজকুমারীর বরাতে বর নেই ব'লে কি আমাদের খিধেও থাক্‌বে না !

মাণ্ডব্য। তা এখন যাচ্ছ কোথায় ?

তুম্বুরু। যেখানে দু চোক যায়।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে বল বৈরাগ্য। কেন তোমার সংসারে কি কেউ নেই?

তুম্বুরু। সেকি দেবতা, থাক্‌বে না কেন! আমার সংসারে কেবল আমিই নেই।

মাণ্ডব্য। স্ত্রী পুত্র নেই?

তুম্বুরু। স্ত্রী! সধবা না বিধবা?

মাণ্ডব্য। স্ত্রী—বিধবা!

তুম্বুরু। আজ্ঞে হাঁ দেবতা, আমার এক বিধবা স্ত্রী আছে।

মাণ্ডব্য। বিধবা স্ত্রীলোক বল।

তুম্বুরু। আজ্ঞে না দেবতা,—স্ত্রী। যে দিন থেকে তাকে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই তার গুণে মরে আছি। স্বোয়ামী ম'রে গেলেই ত স্ত্রী বিধবা হয় দেবতা।

মাণ্ডব্য। তা হয়। কিন্তু অমন স্ত্রীকে যে একাকিনী ফেলে আসতে নেই। তাতে যে পাপ হয়।

তুম্বুরু। বল কি দেবতা!

মাণ্ডব্য। স্ত্রী হ'চ্ছেন গৃহ-দেবতা—বংশজননী। তাঁকে পরিত্যাগ আর জননী পরিত্যাগ দুইই সমান।

তুম্বুরু। বল কি দেবতা। স্ত্রী জননী?

মাণ্ডব্য। বংশজননী—কুলরক্ষয়িত্রী দেবী; জননীও যে ব'ল্‌তে না পারা যায়, এমন নয়। শাস্ত্রে ব'লেছে—

পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরং।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে॥

তুম্বুরু। আর বল্‌তে হবে না দেবতা। শোনবামাত্রেই প্রাণে আমার ভক্তি-রস পাক মেরে উঠ্‌ছে।

মাণ্ডব্য। দেখ তুম্বুরু, তোমার কাছেই আমি মায়ের সন্ধান পেয়েছি। তোমার এ মহোপকার আমি জীবনে বিস্মৃত হব না। তুম্বুরু, যদি গৃহত্যাগেই তোমার অভিরুচি হয়, তা হ'লে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার আশ্রমে চল। আমার বিশ্বাস, সেখানে তুমি রাজকুমারীকে দেখ্‌তে পাবে।

তুম্বুরু। পাব দেবতা—দিদিরাণীকে দেখ্‌তে পাব?

মাণ্ডব্য। দিদিরাণীকেও পাবে, আর তার বরকেও পাবে।

তুম্বুরু। বল কি দেবতা!

মাণ্ডব্য। শীঘ্র যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস।

তুম্বুরু। দেখাও দেবতা—দিদিরাণীকে দেখাও। রাজ্যলোভে দিদিরাণীর বর খুঁজ্‌তে গিয়ে বরও হারিয়েছি, দিদি-রাণীকেও হারিয়েছি। বরের লোভে গেলে বরও পেতুম দিদিরাণীকেও হারাতুম না। দেখাও দেবতা,—স্বামী স্ত্রীতে তোমার দোরে হত্যা মেরে প'ড়ে থাক্‌বো।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না।

[প্রস্থান।

তুম্বুরু। ও বউ, বউরে! বউ আমার গর্ভভূত্বেহ মাতরং! ও বাবা, শাস্ত্র দেবতায় লিখেছে; ওতে কি আর ভুল হবার যো আছে। (মালিনীর প্রবেশ) আস্‌ছ বউ—আস্‌ছ? ও বউ, বউরে!

মালিনী। কি হ'ল—কি হ'ল?

তুম্বুরু। বড় কি নয় বউ—বড় কি নয়। ইতিমধ্যে ভারি কাণ্ডকারখানা হয়ে গেছে। তোর বড় উঁচু পায়া বউ—বড় উঁচু পায়া। তুই আমার মহাগুরু। ম এ আকার।

(গীত)

তোমায় কি বলে ডাকব বউ।
তুমি নাই যার নাই তার কেউ ॥
আঁটির ভিতরে তালের শাঁস,
তার ভেতরে জল—
তার ভেতরে তোমার বাস,
কল কল কল জলে ঢেও ॥
(তুমি) বিরহ-কাননে মধুর ডাক—
(কিন্তু) ঘরের ভিতরে ঘুঘুর ডাক,
ধরা গলায় তুমি বিম্মিশাক, ভরা পেটে তুমি হেউ ॥

মালিনী। ও মা, এ বলে কি! ক্ষেপে গেলে নাকি?

তুম্বুরু। একবার দাঁড়া বউ, তোকে একটা প্রণাম ক'রে নিই।

মালিনী। ও মা, এ মিন্‌সে করে কিগো!

তুম্বুরু। শাস্ত্র ব'লেছে বউ,—দেবতায় ব'লেছে।

মালিনী। শাস্ত্রে কি ব'লেছে?

তুম্বুরু। শাস্ত্রে বলে—তুই আমার মএ আকার।

মালিনী। এমন পোড়া কপালে শাস্ত্র কোথায় পেলি?

তুম্বুরু। দেবতায় ব'লে দিয়েছে। বলে—তুই গর্ভ ভূত্বেহ মাতরং। দশমে মাসী জায়তে। অর্থাৎ এখন আছিস মএ আকার, আর দশ মাস পরেই হবি মাসী।

মালিনী। শাস্ত্রে ব'লেছে?

তুম্বুরু। মিথ্যা নয় বউ—শাস্ত্রে ব'লেছে।

মালিনী। তাই ত ভাবি, জানা নেই শোনা নেই—পরের ছেলে—তার ওপরে এত মায়া হয় কেন? শাস্ত্রে ব'লেছে!

নাও আর কষ্ট ক'র্‌তে হবে না। আর পথের ধারে থাক্‌তে হবে না। নীলমণি আমার ঘরে চল। শাস্ত্রে ব'লেছে, তবে আর কি! আমার এতদিনের সাধ মিটে গেল। আঁটকুড়ী নাগ খণ্ডন হয়ে গেল। একাধারে পতি-পুত্র! নাও—দুধ এনেছি খাও।

তুম্বুরু। ভক্তি-রস খেয়েই পেট ভরে গেছে বউ—আর দুধ খেতে হবে না। নে এখন চল্‌। যে বাবা ঠাকুর তোকে আমায় চিনিয়ে দিয়েছে, তার ঘরে যাই চল্‌। সেখানে দিদিরাণীকেও দেখ্‌তে পাবি, তার বরকেও দেখ্‌তে পাবি।

মালিনী। বলিস্‌ কি?

তুম্বুরু। আর বলাবলি কি? পতি পেলি, পুত্র পেলি, আজ তোকে একবারে চোদ্দ পুরুষ পাইয়ে দেব। চ'লে চল্‌—চ'লে চল্‌।

(গীত)

তুম্বুরু। শোন্‌লো প্রেমের খনি।
তুমিলো আমার ম এতে আকার, আমিলো বাছনি॥

মালিনী। আগেই বুঝেছি তা, থামো থামো বাছু,
বল্‌তে হবে ন, এন চলি পা পা পা।

তুম্বুরু। তবে খাব আমি ক্ষীর ননী,
গেছে চিঁড়ে খেয়ে ছিঁড়ে মুখখানি।

মালিনী। তবে, আঁচল ধ'রে এস যাদু ঘরে,
এস ধীরে চোরা নীলমণি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—কাননপথ।

কঞ্চুকী ও সাবিত্রী।

কঞ্চুকী। এ কি ক'র্‌লে রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমার সঙ্গে যান বাহন, ধন রত্ন, অসংখ্য অনুচর পাঠিয়ে দিলেন, তুমি সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে, এই দুঃখিনীর বেশে, পৃথিবী ভ্রমণ ক'র্‌তে চ'ল্‌লে?

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণ, আপনি মদ্রবংশের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী; আমার বর্ত্তমান অবস্থা ত আপনি সবই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। কি কর্ত্তব্য, আপনিই আমাকে বুঝিয়ে বলুন না কেন।

কঞ্চুকী। তুমি বুদ্ধিমতী—শাস্ত্রদর্শিনী, তোমাকে আমি কি বোঝাব মা? তবে তোমার এ অবস্থা দেখে, আমি প্রাণে কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরি!

সাবিত্রী। সপ্তাহ পরে আমার কি অবস্থা হ'তে পারে, তা কি বুঝ্‌তে পেরেছেন ব্রাহ্মণ?

কঞ্চুকী। ভবিষ্যতে কার কি অবস্থা হ'তে পারে, কেইবা ব'ল্‌তে পারে রাজকুমারি! অতি দূর ভবিষ্যৎ কেন, কাল্‌কের কথা আজকে ব'ল্‌তে পারে, এমন ভবিষ্যদ্দর্শীই বা কে আছে?

সাবিত্রী। ব'ল্‌তে পারুক আর নাই পারুক, সকলেরই ভবিষ্যতের অস্তিত্বে একটা না একটা বিশ্বাস আছে। আর সেই বিশ্বাসে আত্মনির্ভর ক'রে মানুষে চিরদিনই কার্য্য ক'রে আস্‌ছে। 'ভবিষ্যতে জ্ঞানী ব'লে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে ব'লে, লোকে বিদ্যা অর্জ্জন করে। বংশরক্ষার

জন্য পুত্র কামনা করে। দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য অর্থসঞ্চয় ক'রে রাখে। ভবিষ্যতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাক্‌লে সংসারের পথে মানুষ কখনও এক পাও চ'ল্‌তে পার্‌ত না।

কঞ্চুকী। তবে কি মা তোমাকে সন্ন্যাসিনীর বেশেই থাক্‌তে হবে, তোমার বিশ্বাস হয়েছে?

সাবিত্রী। আমাকে বিবাহিতা দেখ্‌বার জন্য পিতা সমগ্র ভারতে পাত্রানুসন্ধান ক'রেছেন, তথাপি পাত্র মেলেনি। রাজরাজেশ্বরের সন্তানগণের ভেতরে এমন কেউ নেই যে, আমাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করে। কাজেই যোগিনী-বেশ ধারণ ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। যদি স্বামী পাই, নিশ্চয় তিনি বনবাসী—সন্ন্যাসী। যদিই না পাই—যদি কুমারী অবস্থাতেই আমার ষোড়শবর্ষ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, তাহ'লে মদ্রবংশের সঙ্গে আমার এ জন্মের মত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ।

কঞ্চুকী। সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ!— সে কি! এ কি কেউ কখনও স্বপ্নেও মনে স্থান দেয়? তুমি রাজা ও রাণীর নয়নস্বরূপা—জনপদবাসীর প্রাণ—ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রস্বরূপ। বাৎসল্যে—মায়ায়—ধর্ম্মে,—তুমি যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে ব'সে আছ, স্বয়ং বিধাতাও যে তোমাকে সে সিংহাসন থেকে বিচ্যুত ক'র্‌তে পারে না!

সাবিত্রী। কিন্তু ঠাকুর, সর্পদষ্ট অঙ্গুলি লোকে হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হ'তে সপ্তাহমাত্র অবশিষ্ট। এই সময়ের মধ্যে, স্বামীর শ্রীপাদ দর্শন যদি আমার ভাগ্যে না থাকে, তা হ'লে মদ্রবংশের

কুলধর্ম্ম-রক্ষার্থ আমিও পিতা মাতার কাছে এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না,—পিতা মাতাও কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে পার্‌বেন না। বিধাতার ইচ্ছায় আমি বনবাসিনী। বনবাসিনীর আবার যান-বাহনাদি ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? ওই সম্মুখে উপবন। ফলমূলাশী ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিগণ ওই উপবনে অবস্থান করেন। ব্রহ্মৈশ্বর্য্যে তাঁরা ধনী। সেখানে অকিঞ্চিৎকর রাজৈশ্বর্য্যের অভিমান নিয়ে যাওয়া কেন? তরুলতাশ্রিতা, বনজলতা কুসুম-ভূষণা ঋষিকন্যা-গণের চরণরেণু-স্পর্শে ওই স্থান পবিত্র। ওরূপ স্থানে পদব্রজে ভক্তি-সহকারে প্রবেশই শাস্ত্রসঙ্গত। ব্রাহ্মণ, অনুমতি করুন। আপনি অনুমতি না ক'র্‌লে ত আমি এস্থান ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না। আপনি পিতৃস্থলাভি-ষিক্ত। আপনার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ত আমি এস্থান ত্যাগ ক'রতে পার্‌ব না। ক'র্‌লে ধর্ম্মে পতিত হব।

কঞ্চুকী। হা ভগবান্, এই ক'রতেই কি বাড়ীথেকে বরাবর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলুম?

সাবিত্রী। প্রভু, চিন্তার সময় নেই। দুঃখ ক'রে ফল নেই।

কঞ্চুকী। এ তুমি কি ব'ল্‌ছ সাবিত্রি? আমি যে বাল্যকাল থেকে তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রে এসেছি।

সাবিত্রী। মায়া—মায়া—জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! মায়া পরিত্যাগ করুন। সমস্ত সংসার একমাত্র ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মায়া সেখানে অদৃষ্ট-আকাশে, মানুষের তীব্র ভোগবাসনা-স্বরূপ ঘনঘোরা কাদম্বিনীর গায়, চঞ্চল চপলার হাসিমাত্র।

জ্ঞানে নিবে নায়, অজ্ঞানতায় ঘন ঘন নূতন শ্রী ধারণ ক'রে মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে। মায়া—মায়া—বড় প্রলোভন—মানুষকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ফেলবার জন্য মুহুর্মুহুঃ কম্পিতা বিজলী। ব্রাহ্মণ! মায়া পরিত্যাগ করুন, আমাকে পরিত্যাগ করুন, মদ্রবংশের একমাত্র ভিত্তি—ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করুন।

কঞ্চুকী। তবে আর আমি কি ব'ল্‌ব মা!—হৃদয়ে একটা পর্ব্বতের ভার নিয়ে ফিরে চল্‌লুম।

সাবিত্রী। অশীর্ব্বাদ করুন, ফিরে আপনাদের যেন চরণ দর্শন ক'র্‌তে পারি।

কঞ্চুকী। একান্ত মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, পিতার মর্য্যাদা রাখতে—বংশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে—শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখ্‌তে—তুমি যেমন এই অতুল স্বার্থত্যাগ দেখালে,—কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—মর্য্যাদা-ময়ি! তোমা হ'তে যেন সমগ্র নারীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা হয়। তা হ'লে আসি মা! তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় কাননের প্রান্তভাগে আমি এই সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত যানাদি নিয়ে অবস্থান করি।

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। পিতার আদেশ শুনেই চ'লে এসেছি। কোথায় যাব, কি ক'র্‌ব—কিছুমাত্র বিচার কর্‌বার অবকাশ পাইনি। এইবার বিষম পরীক্ষা! সম্মুখে গভীর বন—বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত কর্‌বার জন্যই যেন, চারিদিকে প্রকাণ্ড বাহু বিস্তার ক'রে অর্দ্ধগগনভেদী

মস্তক সঞ্চালনে, আমার গন্তব্যপথের মহাবিঘ্ন-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সূর্য্যকিরণ প্রতিহত—সমস্ত পথ অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন হয়েছে। এই পথে এখন আমায় একা চ'ল্‌তে হবে! সঙ্গে চিরহিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁকেও পর্য্যন্ত নিরস্ত করলেম। দেবতাকে দেখ্‌তে হ'লে ঐকান্তিকতার প্রয়োজন। সঙ্গরহিত না হ'তে পার্‌লে সে একাগ্রতা আসে না। দেবতা দর্শনোদ্দেশে পথ চ'লেছি,—শাস্ত্রাদেশে নিঃসঙ্গ হয়েছি। তবে মন, আজ তুমি এত চিন্তাকাতর কেন? প্রফুল্ল হও—ইষ্টদেবতার স্মরণ কর। পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ—দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ—বর্ম্মস্বরূপ হ'য়ে তোমার অঙ্গের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক'রে আছে। মা মন্ত্র-কুলের ইষ্টদেবী সাবিত্রি! তুমি স্বয়ং এই নির্জ্জন বনপথে আমার পথপ্রদর্শিকা হও।

(গীত।)

ভীষণ ঘন আঁধিয়ার।
জানিনা কোথায় চলি, আলো কি আঁধার
চলিতে এসেছি চলেছি তাই,
নিরাশে কি ভাসি কূল কি পাই,
জানিতে নাই মা অধিকার ;—
শুধু চলিতে এসেছি চলিয়া যাই অভয় চরণ করিয়া সার

(অলিক্ষরার প্রবেশ)

। পিতা · বল্‌লেন—নবোদিত অরুণের কিরণমালা পুঞ্জীকৃতা হ'য়ে জীবনময়ী পুত্তলিকামূর্ত্তিতে এই বনপ্রান্তে

বিচরণ ক'র্‌ছে। কিন্তু কই—কোথায়? এখনও যে আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি। আহা কি সুন্দর— কি সুন্দর। বনবিলাসিনি! এই দরিদ্রা ভগিনীর প্রতি কৃপা ক'র্‌তে এসে, দ্বারসমীপস্থা হ'য়ে বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন? অদূরে এই গভীর বনাভ্যন্তরে আমার পিতা মহাতপা মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম। এস, তোমাকে সে স্থানে নিয়ে যাই।

সাবিত্রী। আশ্রয়-রূপিণী কল্যাণি! আমি অশ্রয়দান-যোগ্যা কি না, আপনি বিবেচনা করুন।

অলি। তুমি র‍্যাজ্যেশ্বরীই হও, কি ভিখারিনীই হও—দেবীই হও কিংবা মানবীই হও—ব্রাহ্মণকন্যাই হও, কি চণ্ডাল-কুমারীই হও,—আমার আশ্রমসমীপে যখন নিরাশ্রয়ার মত বিচরণ ক'র্‌ছ, তখন তুমি আমার ইষ্টদেবী।

সাবিত্রী। দেবী—

অলি। ভগিনী—দেবী কেন?—এই ত তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ, প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌লুম্। তবে সাংসারিক জীবনের যদি একটু মধুর আস্বাদ অনুভব ক'র্‌তে আমাকে অনুমতি কর, তা হ'লে তুমিও আমার দেবী নও, আমিও তোমার দেবী নই। আমরা দুটী ভগিনী। আমি ব্রাহ্মণকন্যা—আর তুমি—

সাবিত্রী। ক্ষত্রিয়নন্দিনী।

অলি। সুতরাং আমি জ্যেষ্ঠা—আর তুমি কনিষ্ঠা। এস বোন্‌টী আমার! কোন্ স্বপ্নরাজ্যের—কোন্ স্বপ্নময় গগনের সোণার ফুল! ভূতলাবতীর্ণ হ'য়ে কৃপা ক'রে

তোমার দুঃখিনী ভগিনীটীকে দেখা দিতে এসেছ! তোমায় কি আর আমি ছাড়্‌তে পারি। এস, সঙ্গে এস।

সাবিত্রী। ভগিনী! এ প্রাণ যদি তোমাকে দান ক'র্‌বার আমার অধিকার থাক্‌ত, তা হ'লে এখনি তোমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে, চিরজীবনের জন্য তোমার দাসীত্ব গ্রহণ ক'র্‌তুম। এরূপ আনন্দ আমি জীবনে কখনও অনুভব করিনি। কি ব'ল্‌ব, আমি সঙ্কল্প ক'রে ইষ্ট-দেবের মন্দিরে আমার এ প্রাণ-পুষ্প উপহার দিতে চ'লেছি।

অলি। ভাল, আগে উৎসর্গ হোক্‌, তার পর আমি না হয় দেবতার দ্বারে এ পবিত্র নির্ম্মাল্যটী ভিক্ষা ক'রে নেবো। এখন ত সঙ্গে চল।

(গীত।)

পথহারা শুকতারা তুমি মধু-যামিনী-ফুল।
মধু-বাতাসে এসেছ ভেসে ক'রেছ আকুল।
(প্রাণ মন ক'রেছ আকুল)
মুখ দেখে কাঁদে প্রাণ, জাগে অতীতের গান,
দূর তটিনীর সেই ছায়া ভরা কূল।
(এস) বেঁধে আঁচলে, নে যাই চ'লে, জীবন ভরা ভুল।

তৃতীয় দৃশ্য—তপোবন-সান্নিধ্য।

তাপস-কুমারগণ।

১ম তা, কু। দেখ ভাই, অদ্য অনধ্যয়নের দিন। সুতরাং যখন আচার্য্যগৃহে পাঠ নাই, তখন সকলে মিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফল সংগ্রহ করা যাক। যেহেতু শাস্ত্রে ব'লেছে—ব্যাকরণের সূত্রাদি দ্বারা ক্ষুধারূপ দুস্তর সাগর পার হওয়া যায় না।

২য় তা, কু। তাতে কিঞ্চিৎ হস্তপদ সঞ্চালনে বৃক্ষারোহণ ক'র্‌তে হয়! আর পক্ক হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী দাড়িম্ব ইত্যাদি ফল—বদন ব্যাদন করত তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত ক'র্‌তে হয়। তার পর একটী বার কোনও প্রকারে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লেই—

সকলে। দুস্তরা ক্ষুধা-সাগর পার।

১ম তা, কু। হাঁ হাঁ—ক'র্‌লে কি—ক'র্‌লে কি! একটা ব্যাকরণদুষ্টা কথা কয়ে ফেল্‌লে!—সাগরকে দুস্তরা ব'লে ফেল্‌লে!

২য় তা, কু। সর্ব্বনাশ! ব্যাকরণ-দোষ? ব্যাকরণ-দোষে সর্ব্ব নষ্ট—কাব্য নষ্ট, বিজ্ঞান নষ্ট, ক্ষুধা নষ্ট। ব্যাকরণ দুষ্টা রসনা দিয়ে ফল আস্বাদন ক'র্‌লেই অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাধ্মান, বিসূচিকা—

১ম তা, কু। এমনকি, সূতিকা পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

সকলে। বেশ! তবে আমরা দুস্তর ক্ষুধা-সাগরের এপার।

২য় তা, কু। ওহে ভাই, তা হ'লে কিং কর্ত্তব্যং?

১ম তা, কু। কোন বনে প্রবেষ্টব্য।

২য় তা, কু। আমি বলি কি, আজ আর বনে প্রবেষ্টব্য নয়। আজকে চল কোন প্রতিবাসীর আশ্রম-বৃক্ষে।

১ম তা, কু। সে কি! তাতে যে অপহরণ করা হবে।

২য় তা, কু। আগে হ'লে অপহরণ হ'ত। এখন গুরুগৃহে যে শিক্ষালাভ ক'রেছি, তাতে অপহরণ আর হ'তেই পারে না।

১ম তা, কু। কি শিক্ষা লাভ ক'রেছ বল।

২য় তা, কু। শাস্ত্রশিক্ষা।

১ম তা, কু। বল—বল, এমন শাস্ত্রকথা শুন্‌লে সদ্য ফললাভ করা যায়।

সকলে। শুধু ফল? ফলানি। যথা—ফলম্ ফলে ফলানি। ইতি বিদ্যাসাগরঃ।

২য় তা, কু। তবে বলি শোন, শাস্ত্রটা গুরুমুখেই শ্রবণ করা হয়েছে।—এক দিন আমার আচার্য্য পথে যেতে যেতে একটী বৃক্ষে একটী সুন্দর কাঁটাল ফল পক্কাবস্থায় দেখ্‌তে পান। যেমন সেই পক্ক ফল দর্শন, অমনি তাঁর রসনায় জল সঞ্চরণ। আমাকে আদেশ ক'র্‌লেন—বৎস, ক্ষুধা প্রবলা, জঠর-জ্বালা নিবারণ ক'র্‌তে তুমি সত্বর ঐ বৃক্ষারোহণ ক'রে কণ্টাল ফলটী আনয়ন কর। আমি বল্‌লুম —প্রভু ওটী যে পরের সামগ্রী। এই কথা না শুনেই প্রভু ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হয়ে, রোষ-কষায়িত-লোচনে আমাকে ব'ল্‌লেন—ওরে মূর্খ! এ সংসারে সব আপনার,

পর কে ? তুই যদি সত্বর ঐ ফল না পেড়ে নিয়ে আসিস, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ তোকে ভস্মীভূত ক'র্‌ব। কি করি, ভয়ে ভয়ে কাঁটালটী পেড়ে আনয়ন ক'র্‌লেম। প্রভুও অমনি ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে সেই কাঁটালটী—কোষ, ভুতুড়ি, মায় আটীগুলি পর্য্যন্ত—সর্ব্বসমেত উদরস্থ ক'রে ফেল্‌লেন, আর বল্‌তে লাগ্‌লেন—"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাং।" এ আমার, ও, পর ; এসব লঘুচিত্ত লোকেই ব'লে থাকে। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।" যে সব লোক উদার, তাদের পৃথিবী-শুদ্ধ লোক কুটুম্ব। সেই অবধি তাঁর প্রিয় শিষ্যও যৎ-সামান্য উদারচরিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছেন। আজ কয়দিন ধ'রে বড়কুটুম্বদের উদ্যান থেকে কাঁটাল, পেয়ারা, রসাল—এইগুলো দিয়েই উদরের জ্বালা নিবারণ ক'রে আসছেন।

সকলে। সাধু—সাধু—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

১ম তা, কু। এস আমরা সবাই মিলে আজ সেই পথই অবলম্বন করি।

২য় তা, কু। ওহে ভাই! দেখ দেখ, এক দম্পতী এদিকে আগমন ক'র্‌ছেন।

১ম তা, কু। সত্যই ত হে—এক জায়াপতী—জম্পতী বা দম্পতী।

সকলে। ইতি নিপাতনাৎ সাধু।

২য় তা, কু। সুতরাং ওঁরা যখন নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই সাধু।

সকলে। সাধু—সাধু—

১ম তা, কু। তবে এস আমরা সসম্ভ্রম ও সলজ্জ হ'য়ে দণ্ডায়মান হই।

(তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ)

তুম্বুরু। বুঝ্‌তে পেরেছিস্ বউ, আমারা কোথায় এসেছি? এই হ'চ্ছে সেই দেবতার আশ্রম।

মালিনী। প্রণাম কর। বল—বাবা আশ্রম! আমি মা ষষ্ঠীর দাস, আমায় বাঁচিয়ে রাখো। ওগো কারা সব ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখনা। ঐ বুঝি দেবতারা গো!

তুম্বুরু। দেবতার বাচ্ছা! ভয় নেই, এগিয়ে চল্। হাঁ দেবতা, বাবা ঠাকুরের আশ্রম এখান থেকে কতদূর?

১ম তা, কু। বাবা ঠাকুর! তাঁর আশ্রম!

২য় তা, কু। বাবা ঠাকুর! তিনি ত চিরকালই গাছের তলায় বাস করেন।

সকলে। বেল-তলায় সন্ধান কর।

মালিনী। ওগো এই যে বেশ সুপাত্র রয়েছে! এদের ভেতর থেকে এক জনকে জিজ্ঞেসা কর না। দেখ না, যদি দিদিরাণীর বর এর ভেতর থেকে মেলে।

তুম্বুরু। ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছিস্ বউ। জিজ্ঞেসা কর্—জিজ্ঞেসা কর্।

মালিনী। আমি যে লজ্জাশীলা। ও বাবা, আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব!

তুম্বুরু। ভয় নেই—ভয় নেই—আমি তোকে নির্লজ্জা ক'রে

দিচ্ছি। দেবতা, অধীনের একটা নিবেদন আছে। এই যে আমার সঙ্গে মেয়েটী দেখ্ছেন—আমি এটীর বর।

১ম, তা, কু। আর ওটী তোমার কন্যা ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে সেটা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব দেবতা! আমি মুরুক্ষু—শাস্তর জানি না। শাস্তরে যদি বলে, তবে তাই।

১ম, তা, কু। অবশ্য—ব্যাকরণ শাস্ত্র এ বিষয়ে তন্ন তন্ন ক'রে ব'লেছে।

২য়, তা, কু। যথা—পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী—বর কন্যা।

সকলে। আজা আই, বলদ গাই।

১ম, তা, কু। তা যা হোক, হাঁ সাধ্বী!

মালিনী। আজ্ঞে দেবতা, আমি সাধ্বী নই—মালিনী। সাধ্বী আমার পিস্ শাশুড়ী।

২য়, তা, কু। বেশ্ বেশ! তা আপনার এ পথে কোথা গন্তব্য।

তুম্বুরু। কোন বিশেষ জায়গায় যে গন্তব্যা, তা নয়।

১ম, তা, কু। তা হ'লে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীলা!

সকলে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া।

তুম্বুরু। হাঁ দেবতা, আপনাদের একটা কথা নিবেদন ক'রব ?

সকলে। কর।

তুম্বুরু। আপনারা কি বিবাহ করেননি দেবতা ?

১ম, তা, কু। কি! আমরা বিবাহ করিনি!

২য়, তা, কু। বিবাহ! কোন্ বিবাহ ? বি পূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঞ্ ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে ঘং কি ঘড়্ ঘড়্, তা জানিনা। তবে—বিবাহ

১ম, তা, কু। আমরা বিবাহ করিনি!

সকলে। অষ্ট প্রহরই বিবাহ কর্‌ছি। আমরা বিবাহ করিনি!

২য়, তা, কু। গুরুগৃহে যা পাচ্ছি, তাই বিবাহ কর্‌ছি।

১ম, তা, কু। সাত দিন ধ'রে বৃদ্ধা পিতামহীকে বিবাহ ক'র্‌ছি। এই ত তোমার ভার্য্যা পথভ্রান্তা। তুমি বল, এখনি আমরা সবাই মিলে ওঁকে বিবাহ ক'রে, ওঁকে আশ্রমে নিয়ে চ'লে যাই।

মালিনী। ওরে মিন্‌সে!

তুম্বুরু। হাঁ হাঁ—বুঝেছি, আর কেন?

সকলে। তাই ভাল, এস সকলে আজ পুণ্য সঞ্চয় করি। এস সকলে মিলে এঁকে বিবাহ ক'রে ফেলি। ধর ধর।

মালিনী। ও মিন্‌সে! এ কোথায় এনে ফেল্লি?

তুম্বুরু। রক্ষা কর বাবারা—আমি নিজে আবার বিবাহ ক'র্‌ছি। আয় বউ, পালিয়ে আয়।

সকলে। সলজ্জা ভীতা চকিতনয়না পলাতিকা।

[সকলের প্রস্থান।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

মাণ্ডব্য। মায়ের অন্বেষণে যেমন আমি অস্থির হ'য়ে সমস্ত সংসার পরিভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছি, তেম্‌নি মা আমার পতি-দেবতার অন্বেষণে অস্থির হ'য়ে সন্তানের আশ্রমে ছুটে এসেছেন। পাছে ব্যথা লাগে ব'লে, যে পায়ে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত জবা-কুসুম অতি সাবধানতার সহিত অঞ্জলি দিয়েছি, সেই চরণ আজ আশ্রমপথকণ্টকে ক্ষত

বিক্ষত! শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কোমল শয্যায় শয়ন ক'রেও যে মায়ের অঙ্গ নিষ্পীড়িত হয়েছে, তিনি আজ পর্য্যটনশ্রমে কাতর হ'য়ে তরুতলে ধূলি শয্যায় শয়ন ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছেন! বেশ হয়েছে—বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। হবে না—কষ্ট হবে না! শ্রীচরণের দর্শন দিতে তুমি যেমন সন্তানগণকে অনন্ত কাল ধ'রে কষ্ট দিয়ে আস্‌ছ, তার ফল পাবে না! ইষ্টদেবতার অনুসন্ধানে মানুষকে কত কষ্ট পেতে হয়, তা একবার বোঝ। কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আজীবন ধ্যান ক'রে, অনাহারে, দেহকে শুষ্ক—এমন কি, বল্মীকস্তূপে পরিণত ক'রেও তোমার দর্শন পায় না। নরদেহ-ধারিণি! দেহীর সে দারুণ কষ্ট একটু হৃদয়ঙ্গম কর। দেখে একটু সমবেদনার আনন্দ অনুভব করি।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। প্রভু! ব'ল্‌তে পারেন—এ স্থানে বিশ্রামযোগ্য স্থান কোথায় পাই? এ কি! আপনি! প্রভু! (প্রণাম)

মাণ্ডব্য। কেও—মা মদ্ররাজনন্দিনী!

সাবিত্রী। হাঁ প্রভু!

মাণ্ডব্য। স্বামী-অন্বেষণার্থে এই স্থানেই এসে উপস্থিত হয়েছ?

সাবিত্রী। দেবতার অবস্থানযোগ্য আর স্থান কই?

মাণ্ডব্য। স্বামি-দর্শনলাভ ঘটেছে?

সাবিত্রী। সত্বরেই ঘট্‌বে, বিশ্বাস। এ দাসী সতীর আশ্বাস ও আশ্রয় পেয়েছে।

মাণ্ডব্য। এত বিশ্বাস ?

সাবিত্রী। সতী-ধর্ম্মেও যদি বিশ্বাস স্থাপন না ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাস করি প্রভু! তা হ'লে কোথায় দেবতা—কোথায় শাস্ত্র ? ধর্ম্মনাশ কে করে ? অধার্ম্মিকের শাস্তি কে দেয় ? তা হ'লে কুলধর্ম্ম-নাশভয়ে পিতাই বা আমাকে ত্যাগ ক'র্‌বেন কেন ? আমিই বা পিতা মাতার মমতা ছিন্ন ক'রে ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের লীলাস্থল রাজপ্রাসাদ পশ্চাতে ফেলে, বনে প্রবেশ ক'রব কেন ?

ম্যণ্ডব্য। মা! চির-কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বী সংসারী আমি। সতী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা আমি কি বুঝ্‌ব, তবে অনুমানে এটা বুঝ্‌তে পারি—যার রোষরঞ্জিত কমললোচনের কটাক্ষে, যিনি বিধাতা—সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা—সর্ব্ব-শক্তিমান্—সেই ব্রহ্মার পুত্র যজ্ঞ-সভাস্থলে—সর্ব্বদেবতার সম্মুখে ছাগমুণ্ড লাভ ক'রেছিলেন,—তাঁর কৃপায় তাঁর আশ্বাসে কি না সাধিত হ'তে পারে ? তাঁর অতিক্ষুদ্র প্রাণহীন কোমল অঙ্গের ভার এক দিন ধরিত্রীরও অসহ্য হয়েছিল। তাই জগৎরক্ষার জন্য স্বয়ং নারায়ণ স্বহস্তে সুদর্শন চক্রে সেই অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রেছিলেন। সেই এক একটী ছিন্ন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভারত বর্ষে একপঞ্চাশৎ পীঠের সৃষ্টি ক'রেছে। ধরণীর যে যে স্থান সতী-দেহ স্পর্শ ক'রেছে, আজ সেখানে এক এক মহাতীর্থ। তাদের মৃত্তিকার কণায় কণায় পুঞ্জীকৃত ধর্ম্মরাশি।

সাবিত্রী। এমন স্থানে এসেও যদি ধর্ম্মলোপ হয়, তা হ'লে ধর্ম্মের লোপই—আমার চক্ষে মহাধর্ম্ম।

মাণ্ডব্য। তা মা, সেই সতী জননী আছেন কোথায়?

সাবিত্রী। আমাকে দেখে তাঁর যে আনন্দ হয়েছে, তাই তাঁর পতিকে উৎসর্গ ক'র্‌তে, আমাকে এই স্থানে অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লে চ'লে গেছেন। কিঞ্চিৎ ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল ব'লে কোন বিরামস্থানের অনুসন্ধান ক'র্‌ছিলুম।

মাণ্ডব্য। আপাততঃ ওই অশোক-মূলে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম কর। তার পর মা সাবিত্রি!—ব'ল্‌তে পারি না—এই অত্যল্প সময় পূর্ব্বে তোমার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে এসেছি—সে রাজোচিত সেবা—আমি নিত্য ভিক্ষান্নভোজী ফলমূলাশী—সে ভোজনসুখ এক মুখে কেমন ক'রে বর্ণনা ক'র্‌ব মা! আমি তোমাকে কি ব'লে নিমন্ত্রণ ক'র্‌বো মা!—

সাবিত্রী। আমি যে দাসী প্রভু!

মাণ্ডব্য। বেশ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—অদ্যই তুমি সফলকামা হও। তার পর আমার আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। যথাআজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য—তপোবন।

অলিক্ষরা ও সনাতন।

সনা। বলি, আর কতদূর আমায় যেতে হবে?

অলি। আস্তে আস্তে। গোল ক'রো না। হয়ে এলো এলো হয়েছে।

সনা। হয়ে এলো এলো ক'রে ত একক্রোশ পথ নিয়ে এলে!

অলি। তাতে কি হয়েছে—অলিক্ষরাকে যখন চোখে দেখনি, তখন যে হাহুতাশে একদণ্ডে কত বিশক্রোশ মেরে দিয়েছ! এখন—এই সামান্য দেড়গজি ক্রোশ—এও তুমি স্ত্রীর হাত ধ'রে আসতে পার না!

সনা। আরে গেল, আমার যে ফল পাড়া হ'ল না।

অলি। তবে এতক্ষণ ধ'রে পম্পা-সরোবর-তীরে কি ক'রছিলে?

সনা। জল-হিল্লোলে নীলপদ্মের লীলা দেখ্‌ছিলুম।

অলি। কেন, নীলপদ্ম দেখে ত্রেতা যুগের কথা মনে প'ড়ে গেল নাকি? ওঃ! প্রভু একেবারে তন্ময়! চুল ধ'রে টানি, তবু প্রভুর সাড় নাই। একেবারে নিশ্চল—নিষ্কম্প! মাথা আর নড়ে না। যেন মাথায় গন্ধমাদনের ভার।

সনা। এ ত ভেলা বিপদ!—ফল আনি।

অলি। গোল ক'রো না—সঙ্গে চল—একেবারে পুণ্যফল পর্য্যন্ত তোমাকে পাইয়ে দিচ্ছি।

সনা। বল কি?

অলি। ও আর বলাবলি কি!—তোমরা মজা ক'রে খাটবে খুটবে, আর আমরা একটু কষ্ট ক'রে তোমাদের জন্য

একটু পুণ্যসঞ্চয়ও যদি না ক'র্‌তে পারব, তবে শাস্ত্রে আমাদের সহধর্ম্মিণী ব'ল্‌বে কেন? নাও—আর একটু-খানি পা চালিয়ে চল।

সনা। কোথায় যেতে হবে, না ব'ল্‌লে, সনাতন শর্ম্মা আর পাদমেকং ন গচ্ছতি।

অলি। যেতে হবে কেন? কোথাও যেতে হবে না। সঙ্গে যখন আমি রয়েছি, তখন আর যাওয়া হ'ল কোথায়? গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। আমার সঙ্গে পথে চল্‌ছ—সে ত ঘরেই আছ। প্রান্তরে তৃণশয্যায় আকাশ পানে চেয়ে গা ঢেলে প'ড়ে আছ—যেন স্বর্ণ অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় হাবুডুবু খাচ্ছ। গাছের ওপর তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফাচ্ছ—যেন নন্দনকাননের পারিজাত-কুঞ্জের দোদুল্য-মান ফল।

সনা। আর তুমি সেই বৃক্ষের তলদেশে ভ্রমণশীলা রম্ভা।

অলি। না—এই যে দে'খছি তোমার দিব্য জ্ঞান জন্মে গেছে! আমাকে একেবারে অপ্সরা ঠাউরে ফেল্লে। হোক না সে ভুবনমোহিনী—রম্ভা স্বর্ব্বেশ্যা—তুমি কিনা তার সঙ্গে আমার তুলনা ক'রলে!—তুমি কেন তার চেয়ে কোন পতিপরায়ণা চণ্ডালিনীর সঙ্গে আমার তুলনা ক'রলে না? যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

সনা। ক্রোধ করো না—ক্রোধ করো না—রূপে তুমি রম্ভা, হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরীর প্রাণ।

অলি। আবার রম্ভা—

সনা। মর্ত্তমান, মর্ত্তমান—রাগ কর কেন? আমি কোথায়

তোমার জন্য দূর বনে আহারের অন্বেষণে কত পরিশ্রম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কিনা পতিবিয়োগ-বিধুরা হ'য়ে মনের সাধে দেশবিদেশে পরিভ্রমণ কচ্ছ!

অলি। তবে কি তোমার প্রত্যাশায় ঘরের ভেতরে আশাপথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তে হবে?

সনা। থাকবে না?

অলি। কেমন ক'রে থাকব প্রাণেশ্বর!—আমি যে পুঁটে একছটাকে বিরহিণী। কাজেই একটুমাত্র বিরহ পেলেই—গণ্ডূষ-জলমাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে—অর্থাৎ চারিদিকে কিলির বিলির ক'রে ছুটে বেড়াই। গভীর বিরহের অগম জলের রুই কাৎলা বিরহিণী ত নই যে, কখনও কালে ভদ্রে—সরোবরের মাঝখান থেকে—হুড়ুম ক'রে একটা ঘাই মারবো।—নাও, চল—আর দূর নেই। যাক্‌, গল্প ক'র্‌তে ক'র্‌তে—কথায় কথায় অনেক দূরে এনে ফেলেছি। প্রভুর সখাটীকে অনেক-ক্ষণ সঙ্গীহারা ক'রেছি। দেখি সত্যবান্‌ সখার অদর্শনে কতক্ষণ পম্পা-সরোবর-তীরে ব'সে থাক্‌তে পারে! এখনি তাকে আসতে হবে। চির-সত্যাশ্রয়ী মহাত্মা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যপ্রিয় সত্যবান্‌ ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য স্বামী আর কে আছে? আমার প্রাণ ব'ল্‌ছে যোগ্য পাত্র। পিতাও এ শুভ মিলন কার্য্যে সাহায্য ক'র্‌তে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। প্রজাপতি! এ শুভকার্য্যে আমার সহায় হও। এ শিবপার্ব্বতী-মিলন দেখে আমি জীবনকে ধন্য করি।

সনা। তবে সত্য কথা বলি অলিক্ষরা! সখাকে একলা পম্পাতীরে রেখে এসে কাজ ভাল করিনি। তুমি এত দূর আন্‌বে জান্‌লে, তাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌তুম। জানইত, তার পিতা মাতা স্বল্পক্ষণ মাত্র তার অদর্শনেই কাতর হন। এই জন্য দূরদেশে ফল আহরণ ক'র্‌তে নিষেধ করেন।

অলি। তা জানি; কিন্তু পিতৃস্নেহই বল, আর মাতৃস্নেহই বল— কমলকহ্লারের লীলাস্থল—পম্পার তীর থেকে টেনে আনায়,—এ দুইটী যোগ্য আকর্ষণ নয়। তার শোভার প্রলোভন থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লে—একটী সখী চাই।

সনা। স্বস্থানচ্যুত—বনবাসী—অন্ধ রাজার পুত্রকে কোন্ রাজা কন্যা-দানে স্বীকৃত হবে অলিক্ষরা?

অলি। আর আমি যদি একটী পাত্রী জোগাড় ক'রে দিই?

সনা। অসম্ভব! তুমি বনবাসিনী—তুমি রাজাদের অভিমান বুঝবে কি?

অলি। যদি দিই?

সনা। তা হ'লে অলিক্ষরা! তোমাকে জটায় বেঁধে, মহেশ্বরের মতন আমি একবার ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই।

অলি। বস্, শুনে একেবারে অঙ্গ জল!

সনা। আহা! এ অঙ্গ কবে জল হবে অলিক্ষরা? তা হ'লে এ পুণ্য জলতরঙ্গ জটায় বেঁধে, ভাঙ্গড় ভোলানাথের মতন আমি চিরজীবন নেশায় বোঁদ হ'য়ে ব'সে থাকি।

অলি। নাও, তামাসা রাখ। রেখে, একবার ওদিক পানে

চেয়ে দেখ দেখি। দেখ দেখি ওখানে—ওই দূরে মাল্যবান্ পর্ব্বতের অধিত্যকায়,—কি একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী অবস্থান ক'র্‌ছে।

সনা। কই? কোথায় কি? কিছুই ত দে'খতে পাচ্ছি না।

অলি। দেখ্‌তে পাচ্ছ না! সেকি?—ওই অশোক-তরুচ্ছায়ায় অবস্থিতা। যেন মাল্যবানের গলদেশে নন্দনবিচ্যুতা সন্তানকের মালা! দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সনাতন—সনাতন—সখা! দেখেছ? এমন অদ্ভুত প্রকৃতিলীলা আর কখন কি দেখেছ?

সনা। কি সখা? কোথায় সখা?

সত্য। পম্পাতীরে। অদ্ভুত—অদ্ভুত!—শীঘ্র এস—দেখ্‌বে এস।

সনা। কি দেখ্‌বো?

সত্য। ব'ল্‌তে পার্‌ব না—কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ব না। ভাষায় সে সৌন্দর্য্যবর্ণনার সংস্থান নাই। ব'ল্লে বৈচিত্র্য ভেঙ্গে যাবে—শীঘ্র দেখ্‌বে এস।—কোথায় কিছু নেই—অকস্মাৎ পম্পা যেন এক নূতন প্রাণে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে! পম্পার সেই অগণ্য শ্বেত শতদল কে যেন সহসা সিন্দূররাগে রঞ্জিত ক'রে দিয়েছে। হিল্লোলে ঝঙ্কার—ভ্রমরে ঝঙ্কার—পম্পাতীরের তরুলতা সহসা ফলিত ও কুসুমিত হয়ে অগণ্য পক্ষীর ঝঙ্কারে মুখরিত!

অলি। শুধু এই! এ ত আমরা গেলেও দেখ্‌তে পাই। আমি মনে ক'র্‌লুম—না জানি আরও কত কি দেখেছ! শুধু এই দেখে উন্মাদের মত ছুটে এলে?

সত্য। আর দেখেছি—কিন্তু সে কি দেখলুম! সেই স্বচ্ছ পম্পা-হৃদয় আলো ক'রে গভীর জলাভ্যন্তরে, অশোকমূল-সিংহাসনে ধ্যানস্তিমিত নেত্রা—অলিক্ষরে! আমি কি দেখ্‌লুম!

অলি। বুঝি কোন দেবীমূর্ত্তির ছায়া!

সনা। এসব কি কথা সখা!—এসব কি কথা অলিক্ষরা!—একি! একি! সখা সত্যবান্ একি অদ্ভুত! দেখ দেখ সহসা অকালে অশোক তরুমঞ্জরিত হ'য়ে উঠলো!

সত্য। সেই সেই! যেন দেখা—কত দেখা! দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে—অবিচ্ছিন্ন মিলনে কত দেখা! কত মাখামাখি! দূরে—অতি দূরে—পৃথিবীর সীমার পারে—পূর্ব্বাচল-শিখরে কত দেখা! সেই চিরমধুময়ী দামিনীলতা—কত মাখামাখি! সনাতন—সনাতন—ভাই! কোথায় তুমি?

অলি। কি সখা! দিগ্‌ভ্রম হ'য়ে গেল নাকি?

সত্য। আমি কোথায়? এখানে—এতদূরে? কেন? তুমি কোথায়? এখানে—এতদূরে? কেন?

অলি। কাকে ব'লছ সখা?

সনা। একি! একি! এ তুমি কি ব'লছ সখা?

সত্য। মোহিনী—মোহিনী! কোন মহা প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে, সংসারের কঠিন মৃত্তিকায়, শশিকলা আবৃতা ক'রতে, এত দূরে চ'লে এসেছ?

[প্রস্থান।

সনা। ও সখা! ও সখা! কোথায় যাও? কি হ'ল! কি দেখ্‌লে?

অলি। এখানে দাঁড়িয়ে, সথা সথা ক'রে চিৎকার ক'রে হাত পা ছুঁড়লে কি হবে? সঙ্গে যাও—ছুটে যাও—ধর। ব্যাপার কি সংবাদ নাও, প্রতিকার কর।

[সনাতনের প্রস্থান।

[পট-পরিবর্ত্তন।]

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ

মাণ্ডব্য। অলিক্ষরা—মা আমার! দেখ্‌ছ কি?

আমূলতো বিক্রমরাগতাম্রং সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধৎ
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাং॥

মূল থেকে আরম্ভ ক'রে অকালে মুকুলিত অশোক কোন পুণ্যময়ী বরবর্ণিনীর শুভাগমন সূচিত ক'রেছে—একবার দর্শন কর। দেখ দেখ চারিদিক দেখ। করবীর-বন, জবা-বন, কুন্দ, মালতী, সেফালিকা নবপ্রফুল্ল পুষ্পভারে অবসন্না—যেন চারুরূপা বরাঙ্গনাগণ বরণ-ডালা মাথায় লয়ে, কোন নববধূর গৃহপ্রবেশপ্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! বিক্ষুব্ধ জলনিধির হৃদয়োচ্ছ্বাস, শুভ্রজলদমূর্ত্তিতে সমস্ত মাল্যবান্ শৈলকে আবৃত ক'রে, পর্ব্বতনন্দিনীর মস্তকে ছত্রস্বরূপ হয়ে অবস্থান ক'রছে! দেখ মা—চেয়ে দেখ।

অলি। পিতা! এ সমস্তই ত আপনার আনন্দময় বিশাল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব।

মাণ্ডব্য। যাও মা কল্যাণময়ি! চির-আকাঙ্ক্ষিতের ক্ষণিক দর্শনে অবসন্না মাকে আমার জাগরিত ক'রে আশ্রমে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

অলি। (অগ্রসর হইয়া) সাবিত্রি—সাবিত্রি! উঠ—বেলা হ'য়েছে—আশ্রমে চল।

সাবিত্রী। (উঠিয়া) চল ভগিনি—গুরুর পদারবিন্দে সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত ক'রে জীবন সার্থক করি।

পঞ্চম দৃশ্য—পথ।

নারদ ও মাণ্ডব্য।

নারদ। তাই ত বলি, সম্মুখে একটা অন্ধকারের জাল ফেলে কে আমার ভবিষ্যদৃষ্টি রোধ ক'রে ব'সে আছে! ভুবনপালিনী—ত্রিসন্ধ্যারূপিণী—তুমি? পতিব্রতা-মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য মা আমার ধরায় অবতীর্ণা—মদ্ররাজগৃহে প্রচ্ছন্নবেশে ষোল বৎসর কুমারী মূর্ত্তিতে অবস্থান ক'রছেন; এ ষোল বৎসরের ভিতর একটী দিনের জন্যও আমাকে কৃপা কর্‌বার অবকাশ পাননি। রাজা অশ্বপতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন। পাছে আমি ভুলে কোন দিন এ পথে পদার্পণ করি; পাছে কন্যাদায়গ্রস্ত রাজা, কন্যার পাত্রানুসন্ধানের জন্য আমাকে অনুরোধ ক'রে বসেন। এবারে তোমারই

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। মা এবারে পতিনির্ব্বাচনের ভার তোমারই ওপর প্রদান ক'রেছেন। মাণ্ডব্য! মায়ের চিরসেবক—গায়ত্রী-সাধক—তুমি আমার পরমাত্মীয়। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিতেই এ ভার সমর্পিত। আত্মীয়—প্রিয়—তপস্বি-প্রধান! তোমার এ সৌভাগ্য আমি নিজেরই সৌভাগ্য জ্ঞান করি। তাই বা কেন? আমি নিজে এ ভার প্রাপ্ত হ'লে যত না আনন্দিত হ'তুম, তোমার পাওয়ায় তা হ'তে শতগুণ আনন্দ লাভ করিছি। যাক্, এখানে আর বেটীর সঙ্গে দেখা ক'র্ব্ব না। দেখা, একেবারে তার পিতৃভবনে মদ্ররাজ সম্মুখেই করা যাবে। পথে আর তার গমনের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব না। বৎস, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সফলকাম হও।

মাণ্ডব্য। মায়ের কৃপায় আপনি একবার শিবশক্তি-মিলনের অধিকার পেয়েছিলেন। দক্ষমুখে পতিনিন্দা শুনে যে দিন সতী অভিমানে দেহত্যাগ করেন, সতীবিয়োগ-কাতর উন্মত্ত ভোলানাথকে প্রকিতিস্থ দেখ্‌বার জন্য, মায়ের অনুসন্ধানে আপনি একবার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ ক'রেছিলেন। সে দিন আপনার কি দিন!—যে দিন নগেন্দ্র-কন্দরে কুসুমিত কুঞ্জবন মধ্যে সখীগণ-পরিবৃতা শিবার্চ্চন-নিরতা আনন্দময়ীকে আপনি প্রথম দর্শন করেন,—প্রভু, সেদিন আপনার কি দিন! শৈলশিখরের সুধাহিল্লোলময় সরোবরতীরে অগণ্য-শ্বেত-শতদল-পরিমল-নিষেবিতা কমলেশ্বরী নগেন্দ্রনন্দিনী অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী যেদিন, দূর্ব্বা চন্দন বিল্বপত্র করপল্লবে—অর্ঘ্যগ্রহণ ক'রে

—নিমীলিত নয়নে শিব শিব শব্দে সমস্ত মেদিনী কল-ঝঙ্কারে মুখরিত ক'রেছিলেন, বীণাধর! তখন আপনি আত্মবিস্মৃতা জননীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত—চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল। স্মরণেই যে মহাভাগ, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে!

নারদ। ঋষিরাজ, তুমিই বা দেখ্‌তে বাকি রাখলে কই? অভাগ্য আমি অভিমানান্ধ চক্ষে মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়েও যা দেখ্‌তে পাইনি,—অতুল লাবণ্যময়ীর সে সময়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য এইমাত্র তোমার মানসচক্ষের আয়ত্তীভূত হয়েছে। আমি তোমার কৃপায় আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি—যা তখন দেখিনি, তাও দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেই বহু দূরের—যুগ যুগান্তরের—ভক্তিবিনম্রা উমাশশীর জলভারাক্রান্ত নয়ন যেদিন শৈলশিখরে অমিয়-নির্ঝরিণীর সৃষ্টি ক'রেছে—ঋষিরাজ, তোমার কৃপায় শতগুণ সৌন্দর্য্যে সে শোভা আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তুমি ধন্য! আবার বলি—তুমি ধন্য!!

মাণ্ডব্য। আমি আপনার শিষ্য—দাস! দেবর্ষি, যাঁর নাম-স্মরণে মানব হৃদয়ে ভক্তিরস প্রবাহিত হয়, আমি ভাগ্য-বশে আজ সেই আপনার শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত। যদি কিছু দেখ্‌তে পাই, সে আপনার ওই শ্রীচরণেরই কৃপায় বই ত নয়।

নারদ। ভাগ্যবান্, তুমি আজ প্রত্যক্ষে পরোক্ষে মায়ের চরণ দর্শন ক'র্‌ছ। শুধু তাই নয়,—আমি অষ্টমী গৌরীর ঘটকালী ক'রেছি,তুমি ষোড়শী অম্বিকার স্বামি-সম্মিলনের

ব্যবস্থা ক'র্‌ছ। আমার সময়ে বেটী কচি আট বছরের মেয়ে--চঞ্চলা—সংসারের কোন কথাই জানে না, বোঝে না; তোমার সময়ে বেটী ষোড়শী ধীরা গম্ভীরা জ্ঞানময়ী মাতৃরূপিণী। আমার সময়ে মা অফুটন্ত কমলকোরক; আর তোমার সময়ে মা আমার সহস্রদলে প্রস্ফুটিতা ভুবনব্যাপি-সৌরভময়ী। আমার সময়ে যোগেশ্বর মায়ের অনুসন্ধানে সহস্রক্রোশ দূরে যোগাসনে উপবিষ্ট; আর তোমার সময়ে যোগেশ্বরী নিজেই পতি-অন্বেষণে নিরতা। ঋষিরাজ, তবে আমাদের মধ্যে অধিক ভাগ্যবান্ কে?

মাণ্ডব্য। আমি কি এ শিবশক্তি-মিলনের যোগ্য ঘটক!

নারদ। নিশ্চয়; নইলে মা খুঁজে খুঁজে তোমাকেই বা এসে ধ'র্‌বেন কেন? ভক্তিরসের আধার—মায়ের প্রিয় সেবক—তুমি যোগ্য নও! তবে যোগ্য কে? তা হ'লে ঋষিরাজ, আমাকে অনুমতি কর, আমি বিদায় হই। যখন এতদূরে এসেছি, তখন আর মাকে না দেখে কেমন ক'রে ফির্‌ব! মাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ আমার বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মাণ্ডব্য। এ কথায় আমি আর কি ব'ল্‌ব! আপনার সঙ্গসুখ—স্বর্গসুখ হ'তেও মধুর। দেবর্ষে! সে যে চিরদিনের উপভোগ্য সামগ্রী! চিরদিন পাশে থাক্‌লেও যে, এ সুখসাধ মেটাবার নয়। আপনার ইচ্ছায় বাধা দিই, আমার এমন শক্তি কি! তা হ'লে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

(প্রস্থানোদ্যত নারদ-সম্মুখে তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ।)

তুম্বুরু। বস! এইবারে বেঁচে গেছিস, আর ভয় নেই। নে, এইবারে এই ঠাকুরকে মনোযোগ দিয়ে প্রণাম কর্। ঠাকুর দয়াময়,—তোকে এখনি এই গোলক-ধাঁধা থেকে বা'র ক'রে নিয়ে যাবে এখন।

মালিনী। বাবা ঠাকুর, প্রণাম হই।

[উভয়ের প্রণাম।

নারদ। কে তুমি ভদ্রে ?

মালিনী। না বাবা ঠাকুর, আমরা ভদ্রে নই—শূদ্রে।

নারদ। ভাল, তোমরা এখানে কি ক'র্‌তে এসেছ ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, আমরা ছুটোছুটি ক'র্‌তে এসেছি।

নারদ। ছুটোছুটি আমরা সবাই ক'র্‌তে এসেছি।

তুম্বুরু। য়্যাঁ—বল কি দেবতা! তুমি শুদ্ধু ছুটোছুটি ক'র্‌ছ!

নারদ। আমি শুধু কেন, সমস্ত সংসার ছুটোছুটি ক'র্‌ছে।

তুম্বুরু। য়্যাঁ—ও বউ!

মালিনী। তাই ত গো! তা হ'লে আমাদের সংসার ?

তুম্বুরু। আর সংসার! সে ত একখানা কুঁড়ে ঘর ; সে এতক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে, কার পাঁদাড়ে হয় ত হাড় গোড় মুচ্‌ড়ে প'ড়ে আছে।

নারদ। কোথায় যাবে ?

তুম্বুরু। আর কোথায় যাব! যে সংবাদ দিলে, তাতে ত যাবার দফা রফা।

নারদ। ভাল, কোথায় যেতে চাও বল। আমি তোমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

মালিনী। গিয়ে কি ক'র্‌ব দেবতা! আমি অবলা,—সংসারের সঙ্গে ছুট্‌তে পার্‌ব কেন?

নারদ। (স্বগত) হেঁয়ালিতে কথা কইতে গিয়ে দেখ্‌ছি বিপদ্ ক'রে ব'সেছি। (প্রকাশ্যে) তোমাদের যাতে না ছুট্‌তে হয়, তার উপায় ক'রে দেবো, এখন চল,—কোথায় যাবে বল, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই।

তুম্বুরু। তবে মনের দুঃখের কথা বলি শোন দেবতা!—এই যে এটীকে আমার সঙ্গে দেখ্‌ছো, এটী আমার চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডির হাঁড়ী।

নারদ। সে কি? এই না তুমি ওকে বধূ ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লে?

তুম্বুরু। সে ত চিরকালই ক'র্‌ব। তুমি ব'ল্লেও ক'র্‌ব আর না ব'ল্লেও ক'র্‌ব। বাবা আমাকে মৃত্যুকালে এই সামগ্রীটী শুধু দিয়ে গিছলো। ব'লে গিছলো—এটীতে বংশের পিণ্ডি রইলো; খুব সাবধানে যত্ন ক'রে রেখো—যেন ভেঙ্গে ফেলো না। কাজেই ওটীকে পুত্ পুত্ ক'রে—শিকেয় তোলার মতন ক'রে—তুলে রেখেছিলুম। এখন কোন কারণে এ দেশে এসে বড়ই বিপদে প'ড়ে গেছি দেবতা!

নারদ। বিপদ!—মাণ্ডব্যের আশ্রম,—এখানে বিপদ!

তুম্বুরু। ভয়ঙ্কর বিপদ দেবতা,—ভয়ঙ্কর বিপদ! আর ওই যে দেবতার নাম ক'র্‌লে, সেই দেবতাই যত নষ্টের মূল। সেই দেবতা কতকগুলো সম্পর্ক বউএর ঘাড়ে চাপিয়ে

দিয়েছে ;—কচি বউ সে ভারী ভারী সম্পর্কগুলো সামলে উঠ্‌তে পারছে না। বলে—'গর্ভ ভুত্বেহ মাতরা'—'দশমে মাসী'। আবার তার ব্যাকরণ-পড়া চেলাগুলো বউকে আমার ধ'রে—এই বিবাহ করে ত, এই বিবাহ করে !

নারদ। তা হ'লে বিপদের কথা বই কি !

তুম্বুরু। এত তুচ্ছ বিপদ। শেষকালে শুনি, আমি এখানে এসে অবধি বউএর প্রাণের সর হ'য়ে গেছি। আমি যখন সর হ'য়ে গেলুম, তখন বউএর প্রাণ ত নিশ্চয়ই দুধ হয়ে গেছে। চারিদিকে টকো কামরাঙ্গা গাছ—বউ কোন দিন তলায় যেতে যেতে জমে যদি দই হয়ে যায়, কিংবা আলগা প্রাণ—যদি বুনো বেরালে চক্ চক্ ক'রে কোন দিন মেরে দেয়, তা'হলে আমার দশা কি হবে দেবতা !

নারদ। ভয় নেই, তোমরা আমার সঙ্গে চল।

তুম্বুরু। আমি চ'ল্লে কি হবে দেবতা ! বউ কি আমার আর চল্‌তে পার্‌বে !

নারদ। আমি এমন ক'রে তোমার বউকে নিয়ে যাব যে, বউ তোমার পথের কোনও কষ্ট টের পাবে না।

মালিনী। তা হ'লে কি বাবা ঠাকুর তুমিও আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যাবে।

তুম্বুরু। বাবা ঠাকুর কেনরে পাগলী ! শুনলুম—বাবা ঠাকুরের এক ঢেঁকি আছে, সেই তোকে বিবাহ ক'র্‌বে।

নারদ। বিবাহ ক'র্‌ব কি ?

তুম্বুরু। তোমায় কি বিবাহ ক'র্‌তে ব'ল্‌তে পারি দেবতা !

আমার সতী লক্ষ্মী স্ত্রী তোমার কাঁধে চাপিয়ে কি মেরে ফেল্‌ব!

নারদ। ওঃ! বি—বাহ্।

তুম্বুরু। আজ্ঞে, বি—পূর্ব্বে দিয়ে বয়ের ধাতে ঘড়র্ ঘড়র্।

নারদ। ঘড়র্ ঘড়র্!

তুম্বুরু। আজ্ঞে, তারা ব'লেছিল ঘং; কিন্তু আমি এখন দেখ্‌ছি ঘড়র্ ঘড়র্।

মালিনী। আর ঘড়র্ ঘড়র্‌ও নেই দেবতা, এখন সাঁই সাঁই—ছুটোছুটি ক'রে এখন গলা সাঁই সাঁই ক'রছে।

নারদ। বি-বাহ! বিশেষ প্রকারে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া।

মালিনী। হাঁ দেবতা! তোমার ঢেঁকিকে হুকুম কর, সে আমাদের বিবাহ ক'রে নিয়ে যাক্।

নারদ। সে যা ভাল বিবেচনা হয়, করা যাবে এখন। এখন কোথায় যাবে বল?

তুম্বুরু। মদ্র দেশে।

নারদ। তোমরা কি রাজকুমারী সাবিত্রীর সঙ্গে এসেছিলে?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, সঙ্গে আসিনি। আমরা এসে দেখি রাজকুমারী এখানে! সেই বাবা ঠাকুর, রাজকুমারী আর তার বরকে দেখাবে ব'লে, আমাদের এখানে আস্‌তে বলেন।

মালিনী। এসে রাজকুমারীকেও দেখলুম, আর তার বরকেও দেখ্‌লুম। কিন্তু বে দেখলুম না। কেবল মালা গেঁথে ঘুরে বেড়ালুম।

নারদ। তোমরা মালাকার?

মালিনী। হাঁ দেবতা, আমি আর আমার স্বোয়ামী—দুজনে রাজকুমারীর শিবপুজোর ফুল যোগাতুম।

নারদ। বটে! তবে ত তোমরা ভাগ্যবতী ভাগ্যবান্।

তুম্বুরু। আজ্ঞে আগে বাণ ছিলুম, এখন দিদিরাণীর ব্যাপার দেখে তেউড়ে ধনুক হ'য়ে গেছি। বর দেখ্‌লে,আমাদেরও দেখ্‌লে; কিন্তু বে ক'র্‌লে না!

মালিনী। আমাদের মালাও নিলে না।

নারদ। বোধ হয়, এখনও সময় হয়নি।

তুম্বুরু। দেখ দেবতা, অভিমানে আর আমরা দিদিরাণীর সঙ্গে কথা কইনি।

মালিনী। দিদিরাণী সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছেল, আমরা যাইনি।

নারদ। মালা কি ক'র্‌লে?

মালিনী। দিদিরাণী যখন নিলে না, তখন করি কি, মালা সঙ্গে নিয়ে চ'লেছি।

নারদ। কই দেখি। (মালিনীর মালা প্রদর্শন) বাঃ বাঃ! এখনও ত অটুট রয়েছে মা!

তুম্বুরু। কি! এ মালা শুকুবে? দিদিরাণী আর বরের নামে গাঁথা মালা—এ মালা শুকুবে? তা হ'লে দিদিরাণীর মুখ দেখ্‌বো না।

মালিনী। কি! এ মালা শুকুবে? এ মালা শুকুলে আমরা দুজনে জলে ঝাঁপ দেবো না।

নারদ। না না, শুকুবে কি! সাগর শুষ্ক হবে, সহস্র সূর্য্য কিরণবিতরণে নিষ্প্রভ হবে, তথাপি তোমাদের রচিত

এ মালা শুকুবে না। দেথ মা, এখনও গলদেশে ধারণের সময় হয়নি ব'লে তোমাদের দিদিরাণী এ মালা গ্রহণ করেনি। এক বৎসর পরে সেই সময় আসবে, তথন চিরদিনের জন্য অটুট সৌরভে এই মালা তোমার দিদি-রাণী ও তার বরের গলদেশে আশ্রয় ক'র্বে। এখন আমার সঙ্গে চল।

[প্রস্থান।

(গীত।)

পিরীতি লাঞ্ছনা অতি মনোব্যথা কারে কই।
তার, কাছে রাখ। দূরে থাকা কিছু না যাতনা বই।
রও যদি প্রাণ দূরে দূরে প্রাণ জ্বলে বিরহ জ্বরে,
কাছে এনে রাখলে পরে হই তপ্ত খোলায় ভাজা খই।
মালঞ্চে কামিনী ফুল, দূরে থেকে হয় প্রাণাকুল
ছুঁতে গেলে বেজায় ভুল, যেন পাকা ধানে মই।
দেখ্তে যেন দুধের বাটী, সরপূরিয়া পরিপাটী,
হাতটী দিলে হওলো খাঁটি, বাঘ তাড়ান টকো দই।

ষষ্ঠ দৃশ্য—রাজবাটী।

নারদ ও অশ্বপতি।

নারদ। মহারাজ, তোমার গুণে দেব দানব গন্ধর্ব্ব সকলেই মুগ্ধ; আমিও যে তোমার ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে তোমাকে দেখতে এসেছি, এতে বিস্মিত হবার কি আছে! তুমি রাজর্ষি জনকের তুল্য নিষ্কাম সংসারী। রাজর্ষি

জনকের কাছে জ্ঞানশিক্ষার্থ আমি একদিন নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিলুম। সেই মহাত্মার কাছে আমি যে শিক্ষা লাভ ক'রেছিলুম, আমি এতদিনের যোগ-সাধনায় তার শতাংশের একাংশও শিক্ষা পাইনি। সুতরাং তোমার এখানে আগমনে আমরাও যে কিছু স্বার্থ নেই, এটা বোধ ক'রো না। মহারাজ! তুমি মহাপ্রাণ—যোগীরও পূজ্য। তোমার রাজ্য—ধর্ম্মরাজ্য, প্রজা—চিরসুখী, কালে পর্জ্জন্য বর্ষণশীল, পৃথিবী শস্যশালিনী—চির শ্যামলা। স্ত্রী মালবী—যেন স্বয়ং সতী জননী প্রসূতি। পুণ্য তীর্থের ন্যায়—তোমার রাজ্য-দর্শনেও পুণ্য সঞ্চিত হয়।

অশ্ব। বহু বৎসর আপনার এ দাসের গৃহে পদধূলি পড়েনি। নিজ গুণে আমাকে এই যে সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা পরিতুষ্ট ক'র্‌লেন, আমি যদি এ সমস্ত গুণের কণা মাত্রেরও অধিকারী হ'য়ে থাকি, তাও শুধু আপনার শ্রীচরণের কৃপায়। সুতরাং আমার গার্হস্থ্য জীবনে যদি কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত হ'য়ে থাকে সে সমস্তের অধিকারী আপনি। আমি আপনার চরণ ধ্যান ক'রে সে সমস্তই আপনাতেই সমর্পিত করি, আপনি গ্রহণ করুন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত গুরুদেব! যদি রাজবংশে কিছুমাত্রও অধর্ম্ম স্পর্শ করে, অনুমতি করুন, শুদ্ধমাত্র আমি যেন তার ফলভোগ করি। দয়াময়, এইটী ভিক্ষা—এইটী দেখ্‌বেন—যেন আমার পিতৃপুরুষকে সে পাপ স্পর্শ না করে।

নারদ। সে কি, তোমার বংশে পাপস্পর্শ! আবার সে পাপের

কিনা তোমা হ'তে উৎপত্তি হবে? এ যে অসম্ভব কথা মহারাজ!

অশ্ব। প্রভু, আপনাকে উপদেশচ্ছলে কোন কথা কওয়া ধৃষ্টতা। আপনি জানেন না,—এ কথা মনেও বিশ্বাস করা উন্মত্ততা। দয়াময়, মদ্রবংশে এক মহান্ অনর্থ সংঘটিত হবার উপক্রম হ'য়েছে। ত্রিরাত্র মধ্যে আমাকে এক দারুণ পাপ অধিকার ক'র্‌বে। এই আশঙ্কায় আমি বড় ভীত হ'য়ে আছি।

নারদ। ব'ল্‌তে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে কথাটা কি শুন্‌তে পাই না কি?

অশ্ব। কিন্তু ভয়—কেন ভয়? আমার এই সঙ্কট সময়ে ভবভয়-হারী স্বয়ং ভগবান্ আমার গৃহে। মোহান্ধ আমি, তাই ভীত হ'চ্ছি। এই ভীতিপ্রকাশেই আমাতে পাপস্পর্শ ক'র্‌ছে।

নারদ। এমনি ভক্তিমান্‌ই তুমি বটে! মহারাজ, তোমার পবিত্র হৃদয়ে যদি কখন পাপ স্পর্শ করে, আমার বিশ্বাস—সে পাপ স্পর্শমাত্র সহস্র তীর্থ ভ্রমণরূপ মহাপুণ্যে পরিণত হবে। কিন্তু মহারাজ! বিষয়টা কি, জান্‌বার ইচ্ছা হয়েছে যে।

(বেগে মালবীর প্রবেশ।)

মালবী। মহারাজ! মহারাজ! সাবিত্রী আমার ফিরে আসছে। কে ও—প্রভু!—দয়াময়!—আপনি? তাইত বলি, আমার এ সৌভাগ্য কে আন্‌লে? আমার নয়নের নিধি—আজ

আবার আমার সংসার আনন্দময় ক'র্‌তে ফিরে আসছে। আমার হারানিধিকে কে ফিরিয়ে এনে দেয়—কে তাকে ফিরিয়ে আনালে। তুমি—দয়াময়—তুমি না হ'লে এ অঘটন কে ঘটায়? আর ভয় কেন মহারাজ! স্বয়ং অভয়-দাতা নারায়ণ আপনার সম্মুখে। কৃপাসিন্ধু! কৃপা কর; এই দেখুন, আমার এই সুখের সংসার এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। যোগিরাজ তুল্য অটল অচল মহানুভাব হয়েও, স্বামী আমার কন্যা বিয়োগে বালকের ন্যায় দিবারাত্র অশ্রুজল বর্ষণ ক'র্‌ছিলেন। সেই আনন্দময়ী মা আমার, আবার আমার ঘর আলো ক'র্‌তে ফিরে আস্‌ছে। কৃপানিধান! দয়া ক'রে মদ্ররাজগৃহের চারিধারে তোমার চরণরেণুর একটা গণ্ডী দিয়ে যাও,—আর যেন কোনও ক্রমে আমার ঘরে নিরানন্দ না প্রবেশ করে!

নারদ। কন্যা, কি ব'ল্‌ছ? নিরানন্দের কথা কি ব'ল্‌ছ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

মালবী। কেন প্রভু! জ্ঞানের চাপে ভিমরতি হয়ে গেছেন নাকি? সে দিন এক প্রভু এলেন, তিনিও কিছু জানেন না; আপনি এলেন, আপনিও কিছু জানেন না। অথচ বিপদ বুঝে, একটী একটী ক'রে ধীরে ধীরে এসে এখানে পদধূলি দিচ্ছেন। বলি, সমস্ত জগতে জ্ঞান বিলিয়ে নিজের জ্ঞানের ঘর খালি ক'রে ফেলেছেন নাকি? তা বেশ,—বুঝতে পারুন আর নাই পারুন মন্ত্রীরূপে আমার স্বামীকে দুটো একটা সৎপরামর্শও ত দিতে পারেন। তাতে ত আর আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বোঝবার দরকার

হবে না! দয়াময়! রক্ষা করুন। মন্ত্রণায়, আশীর্ব্বাদে, দাস দাসীর হিতকর কার্য্যে মদ্রবংশের ধর্ম্ম রক্ষা করুন। কন্যা আমার ফিরে আসছে—ত্রিরাত্র অরণ্যবাস ক'রে আবার রাজধানীতে ফিরে আসছে। শুভ সংবাদ কি অশুভ সংবাদ লয়ে ফিরে আসছে, তা ব'ল্‌তে পারি না। প্রাণ কাঁপছে! একমাত্র নন্দিনী—কুলের প্রদীপ-স্বরূপা—তথাপি তাকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে আন্‌তেও প্রাণ কাঁপছে! ভবভয়হারী! ভয় দূর করুন—কিছুক্ষণের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের, সন্তানজনিত আশঙ্কা উদ্বেগের সহস্র তরঙ্গ, আপ-নার বিশাল হৃদয়ে ধারণ করুন—সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ কি করে বুঝুন,—বুঝে, অভাগিনী মাকে রক্ষা করুন। ভয় ক'র্‌ছে—আমার বড় ভয় ক'র্‌ছে—মাকে যে বক্ষে ধ'রে চুম্বন ক'র্‌ব, তা পরের কথা—মায়ের মুখের দিকে চাইতেও আমার সাহস হচ্ছে না।

নারদ। মা আস্‌ছেন—ওই সন্তানকে কৃপা ক'রে দেখা দিতে আসছেন। আহা কি রূপ! ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে সুধাময়ি! একি নিতুই-নব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছ! পাগল ভোলাকে ভোলাতে তোর এত রূপ কেন মা! তিনি যে তোর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখলেও প্রেমানন্দে ধরায় বিলুণ্ঠিত হন!

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মালবী। মা আমার! সম্মুখে তোমার মদ্রবংশের কুলগুরু—দেবর্ষি নারদ। অগ্রে তাঁকে প্রণাম কর।

(সাবিত্রীর প্রণাম।)

নারদ। কন্যাটীকে কুমারী দেখ্‌ছি না মহারাজ?

অশ্ব। হাঁ প্রভু! কন্যা আমার এখনও কুমারী।

নারদ। এ কন্যা কোথায় গিয়েছিলেন, কোথা হ'তেইবা আগমন ক'র্‌লেন? আর এমন যুবতী কন্যাকে তুমি স্বামী-হস্তে সম্প্রদান ক'র্‌ছ না কেন?

অশ্ব। ইনি এই কার্য্যের জন্যই প্রেরিতা হয়েছিলেন, সম্প্রতি এই আগমন ক'র্‌লেন। ইনি যে ভর্ত্তাকে বরণ ক'রেছেন, আপনি কন্যার কাছেই তার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মা আমার! কি ক'রে এলে না এলে, দেবর্ষির কাছে বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

সাবিত্রী। পিতৃবাক্য আর দেববাক্য উভয়ই তুল্য। সুতরাং প্রতিগ্রহ না ক'র্‌লে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয়। দেব! পিতৃ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আপনাকে নিবেদন করি, শ্রবণ করুন।—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। যে সময় এই ধীমান্ মহীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁর পুত্র নিতান্ত বালক। সুতরাং নিকটবর্ত্তী কোন রাজা—পূর্ব্ব-শত্রু—এই ছিদ্র পেয়ে তাঁর রাজ্য অপহরণ করে। রাজা দ্যুমৎসেন ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে সঙ্গে লয়ে বনে গমন করেন। এখন তিনি সেই মহাবনে অবস্থিত হয়ে মহাব্রত-নিষ্ঠ—তপশ্চারণ-পরায়ণ—রাজর্ষি। তাঁর পুত্র সত্যবান্, নগরে জন্মগ্রহণ ক'রেও তপোবনে ঋষিগণ মধ্যে তপস্যার আবরণে বর্দ্ধিত হয়েছেন; অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা জ্ঞানে আমি তাঁকে মনে মনে বরণ ক'রেছি।

মালবী। মা মঙ্গলচণ্ডী! ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দেবো মা! তুমি আজ মদ্ররাজের মুখ রক্ষা ক'রেছো।

নারদ। দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবান্! তাকে বরণ ক'রেছ! কি ক'র্‌লে সাবিত্রী! হায় হায় হায়! মহারাজ, সাবিত্রী না জেনে মহৎ পাপ ক'রেছেন!

মালবী। সে কি দয়াময়! সাবিত্রী কি করেছে! হা সাবিত্রি অভাগিনি! কি ক'রে এলি?

অশ্ব। কেন দেবর্ষে? সত্যবান্‌কে জামতা ক'র্‌লে আমার কৌলীন্যের কি হানি হবে?

নারদ। তা নয় মহারাজ,—দ্যুমৎসেনের তুল্য কুলীন রাজা আর কে আছে?

মালবী। তবে?

অশ্ব। সত্যবান্ কি গুণহীন?

নারদ। তাও নয় মহারাজ,—সত্যবানের তুল্য গুণবান্ যুবক আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও দেখ্‌তে পাই না।

মালবী। তবে? সত্যবান্ গুণবান্—কুলীন, তথাপি সাবিত্রীর বরণের কথা শুনে আপনি হায় হায় ক'রে উঠলেন কেন?

নারদ। সত্যবানের পিতা ও মাতা উভয়েই সত্য বলেন, পুত্রও সত্যাশ্রয়ী; এই জন্য ঋষিগণ তাঁর নাম রেখেছেন সত্যবান্।

মালবী। তবে প্রভু! তাঁর দোষ কি?

নারদ। সত্যবান্ মহেন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন, বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমান্বিত।

মালবী। এমন সদ্‌গুণযুক্ত স্বামী ত বহু তপস্যার ফলে পাওয়া

যায়, তবে মেয়ে আমার মহাপাপ ক'রেছে—একথা বল্‌লেন কেন ?

অশ্ব। রাজযোগ্য সমস্ত গুণই যখন তাতে বর্ত্তমান, তা হ'লে দেবর্ষে ! তার দোষ কি ?

নারদ। রাজকুমার দাতা, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, রূপবান্, মহানুভাব, প্রিয়দর্শন।

(অলিক্ষরার প্রবেশ।)

অলি। বস্ ! তবে সে কেমন ক'রে সাবিত্রীর বর হয় !

নারদ। তাতে সারল্য নিত্য-প্রতিষ্ঠিত ! মর্য্যাদাও নিশ্চলা।

অলি। সাবিত্রী ! ভগিনী ! বেচে বেচে এমন মহাপুরুষকেও আত্মসমর্পণ ক'রে এসেছ ! দেবর্ষি ঠাকুরকে এ কার্য্যের জন্য ঘটক নিযুক্ত ক'র্‌তে হয়। চিরদিন ওঁর যেমন ক'রে আসা অভ্যাস, এবারেও তাই ক'র্‌তেন—তোমাকে কোথা থেকে একটা ভস্মমাখা ভুতুড়ে বুড়ো বর যোগাড় ক'রে এনে দিতেন। এবারে ত আর সেটার সুবিধে হ'ল না—চখের ওপর সোণার বিজলী নবজলধরে সংলগ্ন হ'ল,—এও কি ওঁর প্রাণে সহ্য হয় !

অশ্ব। একি মা ! কে তুমি ?

মালবী। সাবিত্রী !—সাবিত্রী !—মা আমার ! এই অপরূপ তেজস্বিনী বালিকাটী কে ? মায়ের মধুর কথায় আমার হৃদয়ে আবার নববাৎসল্যের সঞ্চার হ'ল। সাবিত্রী ! আজ যেন আমি আর একটী নূতন সর্ব্বশোভাময়ী কন্যা লাভ ক'র্‌লুম। কে মা তুমি ?

সাবিত্রী। ওটী আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যার্জিতা ভগিনী।—

নারদ। উনি মাণ্ডব্য-নন্দিনী, ওঁর নাম অলিক্ষরা।

অলি। মা! নন্দিনী কাছে এসেছে—সুতরাং কন্যাই আমার পরিচয়। তারপর চুপ ক'রে রইলেন যে ঠাকুর? সাবিত্রীর সম্প্রদানে রাজাকে অনুমতি প্রদান করুন।

নারদ। কেমন ক'রে করি! একটী মাত্র মহৎদোষ সত্যবানের গুণরাশিকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। সত্যবান্ স্বল্লায়ু। সুতরাং এ সমস্ত গুণ এক ক্ষণস্থায়ী পাত্রে রক্ষিত হ'য়ে নিস্ফল। শুধু তাই নয়—দুঃখের কারণ হয়ে প'ড়েছে।

সকলে। স্বল্লায়ু! সেকি স্বল্লায়ু!

নারদ। আজ হ'তে ঠিক একবৎসর পরে সত্যবান্ সহসা শিরো রোগে আক্রান্ত হ'য়ে দেহত্যাগ ক'র্‌বে।

সকলে। বলেন কি?

নারদ। বিধিলিপি! এত সদ্‌গুণের আধার রাজকুমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে ও বৃদ্ধা জননীকে অকূল শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে প্রস্থান কর্‌বেন।

অলি। কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না?

নারদ। আজও পর্য্যন্ত ত কেউ পারেনি জননী!

অশ্ব। সাবিত্রী! সত্যবান্‌কে পতিত্বে স্বীকার করবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

মালবী। হা ভগবান্ পূর্ব্বজন্মে এত কি কঠোর পাপ ক'রে-ছিলুম যে, প্রতিদিন আমি এই কঠোর যন্ত্রণানলে দগ্ধ হচ্ছি। আর নয়—অসহ্য। নারী আমি কত সহ্য ক'র্‌ব। আমার সর্ব্বশরীর কেমন কচ্ছে। পারলুম না

আর বুঝি কিছু রাখ্‌তে পারলুম না। ধর্ম্ম গেল—কন্যা গেল—মায়া মমতা স্নেহ! তোরাই বা থাকিস কেন? সব যা—একেবারে যা—আর এ অভাগিনী রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় পীড়ন ক'র্‌তে আসিস নি।

অশ্ব। সাবিত্রী! অভাগ্য সত্যবানকে পতিত্বে স্বীকার কর্‌বার সঙ্কল্প জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

অলি। আপনারও কি এই মত প্রভু?

নারদ। জেনে শুনে একজন স্বাল্পায়ুর হস্তে কেমন ক'রে রাজাকে কন্যাদানের পরামর্শ দিই মা!

অলি। তা হ'লে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম? তা তো আর রক্ষা হয় না! তিন দিনের ভিতরে সাবিত্রীর কুমারী-কাল উর্ত্তীর্ণ হবে। ধর্ম্মলোপের কাছে কি সাবিত্রীর বৈধব্যের তুলনা হ'ল!

নারদ। ধর্ম্মলোপ হ'তে যাবে কেন? এখনও যে সময় আছে, তাতে সহস্র সহস্র সাবিত্রী-যোগ্য বর এই রাজ সভায় উপস্থিত করা যায়। সাবিত্রী স্বয়ম্বরা হোন। তাদের মধ্যে যোগ্য পাত্রকে মনোনীত ক'রে স্বামিত্বে বরণ করুন।

অলি। পৃথিবীর মধ্যে এক সত্যবান্ ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য বর আর দ্বিতীয় নাই।

নারদ। বেশ, পৃথিবীতে না থাকে, স্বর্গে ত আছে। ইচ্ছা কর, স্বর্গ থেকে সহস্র বর চক্ষের নিমেষে এখানে এনে উপস্থিত কর্‌ছি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কারে চাও?

অলি। তাদের একজনও সাবিত্রীর পদরেণু স্পর্শের যোগ্য নয়।

অশ্ব। কি কঠোর গর্ব্ববাক্য!—বল কি কল্যাণী!

অলি। দেবতার ভিতর নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র কে আছে? গুরুপত্নী-হারী ইন্দ্র চন্দ্র কি পবিত্রতাময়ী সাবিত্রীর সম্মুখে দাঁড়াতেও সাহস করে!

অশ্ব। সাবিত্রী! তুমি নীরব কেন? বক্তব্য যা থাকে বল। আমার আর চিন্তা কর্‌বারও অবকাশ নেই।

সাবিত্রী। ঠাকুর, সম্পত্তি-বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা একবার মাত্র ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়; লোকে কন্যাকে একবার মাত্র প্রদান করে; এবং দান ক'র্‌লুম্—একথাও লোকে একবার মাত্র ব'লে থাকে। অতএব আমি যাঁকে একবার পতি ব'লে বরণ ক'রেছি, তিনি দীর্ঘায়ুই হউন বা অল্পায়ুই হউন—গুণবান্‌ই বা নিগুর্ণই হউন—তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর আমি বরণ ক'র্‌তে পারি না।

অশ্ব। এ সঙ্কটে কি করি প্রভু?

সাবিত্রী। মন—মহারাজ,—মন। সাবিত্রীর মনের দিকে লক্ষ্য করুন। লোকে অগ্রে কোন বিষয় মনে নিশ্চিত ক'রে তবে কথায় তাকে প্রকাশ করে; অবশেষে কার্য্যে তাহা অনুষ্ঠিত হয়। কন্যার মন নিয়েই স্বয়ম্বর-প্রথার প্রতিষ্ঠা। কন্যা কর্তৃক মনোনীত, নিগুর্ণ কদাকার পাত্রকেও কোন রাজা কখন প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পারেন না।

অশ্ব। কি আদেশ দয়াময়?

নারদ। বড় বিষম সমস্যা! আদেশ—কি দেবো?

সাবিত্রী। কেন,—প্রশস্ত অসীম বিস্তৃত ধর্ম্মপথ আপনার চক্ষের উপর প'ড়ে রয়েছে। সে পথের কোথায় কি, আপনি নখদর্পণের ন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছেন। আমাকে সেই ধর্ম্ম-পথে অগ্রগামিনী দেখ্‌বার জন্য যা আদেশ ক'র্‌বেন, আমি তাই ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। আদেশ করুন।

নারদ। মহারাজ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা এই সতীত্ব-ধর্ম্ম হ'তে একে বিচলিত করি, আমার এমন সাধ্য নাই। এদিকে সত্যবানে যে গুণ আছে, অন্য কোন পুরুষে তা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অতএব আমি ইচ্ছা করি, তুমি সত্যবানকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়।

অশ্ব। আপনি গুরু, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা পাপ। এস মা অদ্যই তোমাকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে যাত্রা করি।

অলি। মা, আমি ব্রাহ্মণকন্যা—ব্রাহ্মণপত্নী, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার কন্যা সাবিত্রী যেন চিরায়ুষ্মতী হয়।

মালবী। কে তুমি মা, মঙ্গলচণ্ডিকার মূর্ত্তিধ'রে আমার গৃহে উদয় হ'য়েছ?

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য—আশ্রম।

অলিক্ষরা ও সাবিত্রী।

সাবিত্রী। সুখের সংসারে বাস ক'রেও স্বামীর পরিণাম চিন্তায় আমার মনে এক দণ্ডের জন্যও শান্তি নাই। দেবর্ষি নারদের সেই বজ্রনির্ঘোষ তুল্য কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী স্বপ্নে—জাগরণে—প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। "সত্যবান্ আজ হ'তে এক বৎসব পরে, করাল কালকবলে নিপতিত হবে"। এখনও যেন সে গম্ভীর স্বর বর্ণে বর্ণে আমি শুন্‌তে পাচ্ছি! শুনে আমি স্তম্ভিতা, জ্ঞানশূন্যা--এক মুহূর্ত্তের ভিতর সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখেছিলুম। হৃদয়ের শোণিততরঙ্গ যেন এক মুহূর্ত্তে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। সর্ব্বশরীরে কম্পন—কণ্ঠ অবরুদ্ধ—কিছুক্ষণের জন্য যেন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল, শুধু মা সরস্বতী কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে, আমার অজ্ঞাতসারে আমাব মনের কথা বার ক'রে, সে সঙ্কট সময়ে মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছিলেন। তার পর আজ এক বৎসর অতীতপ্রায়। আর চার দিন মাত্র অবশিষ্ট। সম্মুখে সেই ভীষণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।—মনে হচ্ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ছে—চার দিক আবার আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি। আমার অদৃষ্টে সে রাত্রি কি নির্ব্বিঘ্নে অতি-

[illegible]বাহিত হবে!—না,—মন ব'ল্ছে—'না'। আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ব'ল্ছে—'না'। দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা হবে! হরিনাম-উচ্চারণে চির-বিশুদ্ধ রসনা—সত্যের অধিষ্ঠান-ভূমি—সে রসনা থেকে মিথ্যাবাক্য নির্গত হবে! কেমন ক'রে বিশ্বাস করি!—অলিক্ষরে, বিশ্বাস করায় যে মহাপাপ! কেমন করে বিশ্বাস করি!

[illegible] কি এ কাল চতুর্দ্দশী রাত্রি কিছুতেই নির্ব্বিঘ্নে [illegible]তিবাহিত হবে না?

কিছুতেই হবে না।

অলি। এ নিয়তির গতি কি রোধ হয় না? বিধিলিপির কি খণ্ডন নেই?

সাবিত্রী। দেবর্ষি ব'লেছেন—গতায়ু ব্যক্তিকে কেউ কখন ফির্তে দেখেনি।

অলি। তুমিও কি তাই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্বে?

সাবিত্রী। কি ক'র্ব, আদেশ কর।

অলি। আমি আদেশ ক'র্ব কি! আমার হুকুমেই কি চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারা সকলে চলা ফেরা ক'চ্ছে যে, এই নিয়তির ভীষণ আক্রমণ থেকে তোমাকে আত্মরক্ষার উপায় ব'লে দেব?

সাবিত্রী। উপায়—আত্মরক্ষার উপায়। অকালমৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে নিস্তার দান!—সম্ভব!—অলিক্ষরে সই! এ কি সম্ভব? প্রকৃতির আক্রমণ—আমি অবলা—এ ভীষণ যুদ্ধে আমি কি তার যোগ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিনী?

অলি। শুধু দুটো হাত পা নাড়াতেই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক-

শেষ হ'ল! মানসিক বল কি বল নয়? মহিষাসুরের বিক্রমে যখন সমস্ত দেবতারা প্রাণ নিয়ে সুমেরু-কন্দরে গহ্বরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসেছিল, কে তাদের সে দারুণ বিপদ্ থেকে মুক্তি প্রদান ক'রে, আবার অমরাবতীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল?

সাবিত্রী। এ তুমি কি ব'ল্‌ছ?

অলি। শুম্ভ-নিশুম্ভ-দলনী অবলাটী তোমার চেয়ে কত বড়? সে ত তোমারই মতন একটী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমকলি। হিমালয়ের শীতল সমীরণে শুধু একটু রূপের লহর তোল্‌বার জন্য, আপনার মনে, বন্য কুসুমরাশির সঙ্গে খেলায় নিযুক্ত ছিল!

সাবিত্রী। তাই ত! ঠিক ব'ল্‌ছ ত সখি!

অলি। সেই জীবন্ত ফুলটীর সৌরভে আকুল হ'য়ে, দৈত্যরাজ শুম্ভ তাকে তুলে আন্‌তে সামান্য অনুচর প্রেরণ ক'রেছিল। ভেবেছিল—একটা ছোট মেয়ে—শুধু রূপ বই ত নয়—তার ওপর অসহায়া একাকিনী—সে শুধু দৈত্যরাজের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের শোভা-বর্দ্ধনের জন্যই জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। এই না ভেবে, সামান্য দুই একজন অনুচর দিয়ে মেয়েটীকে আস্‌তে আদেশ ক'রেছিল। কিন্তু সাবিত্রী, জাননা কি? কত দানব—কত দৈত্য—কত ধুম্রলোচন—কত রক্তবীজ—সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল, তবু সে অবলার কিছুমাত্র স্থানচ্যুতি হ'ল না! সে সর্ব্বনাশী যে হিমালয়-শিখরে, সেই হিমালয় শিখরে! তার পর কত চণ্ড গেল, মুণ্ড গেল, ইন্দ্রবিজয়ী—ধরণীর

অধীশ্বর—তপোবলে বলীয়ান্—দৈত্যপ্রধান শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই গেল, দৈত্যকুল একেবারে সবংশে নির্ম্মূল হ'ল, তথাপি ধরণীর কোন শক্তি সে অবলাকে স্থানচ্যুত ক'র্‌তে পার্‌লে না!

সাবিত্রী। এ তুমি কি ব'ল্‌ছ?—অলিক্ষরে ভগিনি! এ তুমি কি ব'ল্‌ছ!

অলি। ব'ল্‌ব কি—মাথা আর মুণ্ডু! সব বোঝ। বুঝে যে অজ্ঞান, তাকে বোঝায় কে? ঘুমন্তকে তুলতে পারি,—তুমি যে জেগে ঘুমুচ্ছো! দেবর্ষি ব'লেছেন—কেউ কখন দেখেনি, তাইতে তুমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছ। কেউ দেখেনি—কেউ কি দেখ্‌বেও না? দেবর্ষি ত এমন কথা বলেননি যে, কেউ দেখ্‌বেও না।

সাবিত্রী। কই—তা বলেননি।

অলি। তবে? দেবর্ষির বাক্যে বিশ্বাস কর—তাঁর ভবিষ্যদ্‌-বাণীতে বিশ্বাস কর, কেবল শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছ না! তবে আর ব্রত নিয়মাদি কেন—স্বস্ত্যয়ন শান্তি কেন? শাস্ত্রে ব'লেছে—কর্ম্মযোগে নিয়তির আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এই জন্যই ত দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

সাবিত্রী। দৈবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

অলি। হাঁ—যমের সঙ্গে লড়াই!

সাবিত্রী। তাও ত বটে! শাস্ত্রার্থদর্শিনী সতী, আজ তুমি আমার চোক ফুটিয়ে দিলে। সত্যই ত! যা ঘটবে, তা নিশ্চয়ই যদি সংঘটিত হয়, তবে তার জন্য শুধু শুধু চিন্তায় ফল

কি? অবশ্যম্ভাবী পরিণাম শুধু চক্ষু-জলে ত মুছে ফেলা যায় না।

অলি। চক্ষুজল!—চক্ষুজলে কি হয়! তাতে শুদ্ধমাত্র কাঁদবার অভিলাষ বৃদ্ধি করে। চক্ষুজলে, মসীবর্ণ অন্ধকারময় পরিণাম, আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়—বিধিলিপি উজ্জ্বলতর অক্ষরে মানুষের বিভীষিকা উৎপাদন করে। জেনে শুনে দেবর্ষির ভবিষ্যদ্ বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে, পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য ক'রে, সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ ক'রেছ—ইচ্ছাপুর্ব্বক অকালবৈধব্য শিয়রে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছ। এখন ভাবলে কি হবে ভাই?

সাবিত্রী। আর ভাব্‌ব না। জ্ঞানদাত্রী শিক্ষয়িত্রী সতী! অধমা ভগিনীকে পদধূলি প্রদান কর।

অলি। চিরায়ুষ্মতী হও।

সাবিত্রী। একদিকে নিয়তির আদেশ, অন্যদিকে সতীর আশী-র্ব্বাদ। দুই মহাশক্তির পরস্পরে জীবন-সংগ্রাম। মন ব'ল্‌ছে—বুঝি সতীর আশীর্ব্বাদেরই জয় হবে।

অলি। তোমার মন ব'লবেনা ত ব'লবে কার? তুমি যে ভগিনী—সতীকুলরাণী। তোমার কাছে এ কথা না শুন্‌লে তৃপ্তি পাব কেন? সতীত্ব—বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডারের মহামূল্য উজ্জ্বলতম রত্ন। ভাঙ্গ্‌লে আর গড়ে না। দেবত্ব হারালে দেবত্ব ফিরে পাওয়া যায়, ইন্দ্রত্ব গেলে আবার ইন্দ্রত্বেরও সৃষ্টি হয়; কিন্তু যে অমূল্য নিধি রমণী হৃদয়ের প্রিয়তম সম্পত্তি, সে সতীত্ব একবার গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-সমেত ব্রহ্মাণ্ড-বিনিময়েও আর

পাওয়া যায় না। এমন মহাশক্তির কাছে অন্য তুচ্ছ শক্তির তুলনা! কায়মনোবাক্যে সতী তুমি, তুমি কিনা অদৃষ্টের আক্রমণে চিন্তাকাতরা! মুছে ফেল—ললাট থেকে বিধিলিপি মুছে ফেল। স্বেচ্ছায় মনোমত অদৃষ্টের সৃষ্টি কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

অলি। এই—এই ত তোমার যোগ্য কথা। বৈধব্য—কে দেয়? আসুক দেখি বিধাতা—স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাকে আহ্বান করি। বৈধব্য গ্রহণ—সে ত রমণীর নিজের হাতে। পত্নী যদি নিজে ইচ্ছা না করে, তাহ'লে তাকে পতি-বিয়োগিনী করা বিধাতারও সাধ্য নাই।

সাবিত্রী। নিশ্চয়; তোমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গে বেঁধে কবচ ক'রেছি—প্রস্তুত হয়েছি। মনে মনে কার্য্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি—ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ ক'রেছি।

অলি। অগ্রসর হও—তোমার আদেশে মৃত্যু দ্বার থেকে এসে ফিরে যাক। বিশ্বজননীর আয়তি রক্ষা কর'বার জন্য, সমুদ্রমন্থনে আকণ্ঠ হলাহল পান ক'রেও বিশ্বেশ্বর মৃত্যুকে জয় ক'রেছিলেন। সেই অবধি নাম তাঁর মৃত্যুঞ্জয়। সখি! তুমিও সেই অলৌকিক কার্য্য নিষ্পন্ন কর। দেব দানব গন্ধর্ব্ব—সকলে সমস্বরে সতীর জয় গান করুক। সমস্ত জগৎ সাবিত্রীর জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হোক। (নেপথ্যে —সাবিত্রী!)। ওই ভাই, তোমার স্বামী আসছেন। তা হ'লে আমি আসি!—তোমায় আমি বোঝাব কি! তুমি জ্ঞানময়ী—তোমাকে বোঝাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা।

সাবিত্রী। তুমি আমার গুরু—তুমি আবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[অলিকয়ার প্রস্থান।

(নেপথ্যে—সাবিত্রী)

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। এই যে—এই যে। সাবিত্রী সাবিত্রী ক'রে আমি এত ডাকছি, আর তুমি নীরবে এস্থানে দাঁড়িয়ে আছ!

সাবিত্রী। কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

সত্য। প্রয়োজন—তোমাকে প্রয়োজন! কি প্রয়োজন, তা কি জান না। অন্ধরাজা একমুহূর্ত্ত তোমার কথা না শুন্‌লে কত কাতর হন তা কি জাননা প্রাণেশ্বরী? তার ওপর তুমি ব্রতচারিণী—উপবাসিনী।

সাবিত্রী। আমি ত তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছি।

সত্য। তোমাকে অদেয় তাঁর কি আছে! অনুমতি চেয়েছ—অনুমতি পেয়েছ; কিন্তু কত কষ্টে প্রাণ ধ'রে যে তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তা কি বুঝতে পার? তোমায় পাঠিয়ে তিনি পূজায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তুমি কাছে না থাকাতে পূজায় মনোনিবেশ ক'র্‌তে পার্‌ছেন না।

(শৈব্যার প্রবেশ।)

শৈব্যা। এই যে, এই যে। ওমা! কিক'রে এসেছ মা! একদণ্ড কাছে না থাকলে যার যুগ ব'লে জ্ঞান হয়, তাকে কিনা তুমি এতক্ষণ একাকী রেখে এসেছ! দেখ্‌বে এস বৃদ্ধরাজার ব্যাপার খানা দেখ্‌বে এস। ইষ্টদেবতার নাম

জপ কর্‌তে তিনি কেবল সাবিত্রী সাবিত্রী নাম মুখে উচ্চারণ ক'র্‌ছেন। দু-গণ্ড দিয়ে তাঁর দশ ধারা পড়ছে। কি ক'র্‌লে মা! বৃদ্ধ রাজর্ষি—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সংসারের সমস্ত সামগ্রীতে লোভ ত্যাগ ক'রে গাছের তলায় আশ্রম নিয়েছিলেন, তুমি কিনা শেষকালটা তাঁকে ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়ে দিলে!

সাবিত্রী। তাই ত—তাই ত—তা হ'লে কি হবে মা!

শৈব্যা। কি আর হবে! সোণার পুতুল সোণার সিংহাসন ছেড়ে বনে পড়েছ, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা ত্যাগ ক'রে আশ্রমের কঠোর মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খাচ্ছ। এ ননীর দেহে কি কষ্ট হচ্ছে, তিনি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। তাই দিবারাত্র তোমার কথাই চিন্তা করেন। চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তন্ময় হ'য়ে গিয়ে, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ক'র্‌তে তোমার নাম স্মরণ ক'রে বসেছেন!

সাবিত্রী। আমার যে বড় ভয় ক'র্‌ছে! পিতা যে আমার জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি, তিনি এমনটা ক'র্‌লেন কেন?

শৈব্যা। ভয় কিসের মা! স্বামী আমার অর্চ্চনার সময়েও যদি তোমাকে স্মরণ করেন, সে ত তোমাকে আশীর্ব্বাদ। মায়ার পুতুল—তুমি তার মায়ার ঘরটা দখল ক'রেছ। তোমাকে পেয়ে রাজা আবার সংসারী—বনে ব'সেও ভবিষ্যতের একটা সোণার সংসারের ছবি তাঁর মনের ভেতর জেগে উঠেছে। তুমি যে দয়া ক'রে শাল্বরাজের কুলরক্ষার জন্ম এসেছো মা! পিতৃপুরুষের জলগণ্ডূষের আশা তোমা হ'তে। তার ওপর তুমি ত্রিরাত্র-ব্রত গ্রহণ

ক'রেছ। তোমার বিষয় দিবারাত্র তিনি ভাব্‌বেন না ত, কার ভাবনা ভাব্‌বেন!

সত্য। নাও—চল—পিতাকে সান্ত্বনা ক'র্‌বে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পম্পা সরোবর।

মাণ্ডব্য ও সনাতন।

মাণ্ডব্য। সনাতন জান কি? কত অসংখ্য তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করে, এই মাল্যবানের তলদেশে যে এতকাল পড়ে আছি, তার কারণ জান কি?

সনা। কিছুইত জানিনা প্রভু! আমি মনে করি, বুঝি, মাল্যবানের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে আপনি এই স্থান যোগাসনের উপযোগী স্থানে অবস্থান করেন।

মাণ্ডব্য। সৌন্দর্য্যই বটে, তবে এ পবিত্র ভারততীর্থে বহিঃ-সৌন্দর্য্যে মাল্যবান অপেক্ষা যে রমণীয়তর স্থান নাই, একথা ব'ল্‌তে পারি না! তবে অন্তঃসৌন্দর্য্যে মাল্যবান আমার মনশ্চক্ষে যে মহতী শোভা ধারণ ক'রে আছে, সনাতন! মন্দাকিনীনিষেবিত নন্দনেও বুঝি সে শোভার অভাব। এস্থানের একটী ক্ষুদ্র করবী গন্ধাতিশয্যে দেব-কুসুম পারিজাতকেও পরাস্ত করে। কেন জান সনাতন?

মাণ্ডব্য। শোন তবে, মন দিয়া শোন। সহস্র পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ, গোকোটী দানের পুণ্য সঞ্চিত হবে। সনাতন! অবহিত

চিত্তে শ্রবণ কর। স্মরণেই আমার প্রাণ বিগলিত হ'য়ে আ'সছে!—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তি পাচ্ছি! সম্মুখে হংস-কারণ্ডব-সেবিতা কমলোৎপলশালিণী শুভজলা পম্পা। ঠিক ওইখানে—সনাতন! ঠিক ওই পম্পাহ্রদয়ের তরঙ্গ সিংহাসনে—যুগযুগান্ত চ'লে গেছে; স্বামী বিয়োগবিধুরা সতীর নয়ন কমল থেকে এক ফোঁটা জল পড়েছিল। সেই জলকণার লোভে দেবতারা চাতকমূর্ত্তিতে ওই সমীরণে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করেছিল।

সনা। কেমন ক'রে পড়ল, কোথা থেকে পড়ল! পিতা! পিতা! সে কোন দেবতার চক্ষের জল!

মাণ্ডব্য। এই যে ব'ল্‌লেম বাপ সতী-দেবতা। আমার এ পম্পা, আমার এই অরণ্যবেষ্টিত মাল্যবান, সতী দেবতার লীলা-ভূমি। মা আমার যখনই আসেন, তখনই এক আধ ফোঁটা চখের জল, এই দরিদ্র সন্তানের আশ্রমে নিক্ষেপ ক'রে যান। সেই জলসিক্ত মৃত্তিকায় এ স্থানের তরুলতা সমস্ত সৃষ্ট হ'য়েছে। সনাতন এ হ'তে পবিত্র স্থান কি আর জগতে আছে! আমি নিয়ে পম্পাতীরে ধ্যানমগ্ন, সহসা দূর আকাশে যেন ত্রিদিববাহিনী অলকনন্দার ক্রন্দনকল্লোল আমার কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌লে। হা রাম, কোথা রাম! মুহূর্ত্ত মধ্যে কাননে মাল্যবানে পম্পাজলে সেই অপূর্ব্ব শোকময় নাম অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদকর প্রতি-ধ্বনি তুলে মনের গতিতে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল। রাম রাম! কোথা রাম কোথা রাম! চেয়ে দেখি গগন-মার্গে মায়াময় রথে দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক কেশপাশে

নিগৃহিতা, রামহৃদয়-বিহারিণী জনকনন্দিণী বিচেতনা,—তথাপি পতিশোকে স্ফুরিতাধরা, রাম রাম ব'লে রোদন ক'র্‌ছেন। সনাতন চক্ষে দেখিছি, কর্ণে শুনেছি, সে তপস্বিনীর কাতর রোদন আজও পর্য্যন্ত পম্পা-জল-কল্লোল সপ্তস্বরে গান করে। যে একবার সে কাতর রোদন শুনেছে—সে হৃদয়ের গভীর যাতনায় উত্থিত রাম নাম একবার শুনেছে, সেকি আর আছে! তার পর এই সরোবর তীরে, সীতাহারা রাম—দুর্ভর নিরাশায় অবসন্ন নবজলধর—হা সীতা হা সীতা ক'রে কমল লোচন বিগলিত সুধায় যে সময় পম্পার কলেবর বৃদ্ধি করেন, সেদিনও আমি এই স্থানে। তারপর রাবণ সবংশে নিহত হ'ল, সীতার উদ্ধার হ'ল, কিন্তু শোকোচ্ছ্বাসময় সীতা রাম নাম আর ধরণী থেকে বিলুপ্ত হ'ল না।

সনা। পিতা জগতে এ স্থানের তুলনা কোথায়?

মাণ্ডব্য। আর একদিন, সনাতন আর একদিন। এই স্থানে, ঠিক এই স্থানে আমি ধ্যানমগ্ন। এক রমণী গলিতকুষ্ঠ-গ্রস্থ স্বামীকে স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামী মহাপাপী, এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে স্ত্রীকে তার গৃহে বহন ক'রে নিয়ে যেতে আদেশ করে। পতিপরায়ণা, স্বামীর আদেশ পালন ক'র্‌তে স্বামীকে স্কন্ধে ল'য়ে সেই পাপাত্মার অভিলষিত স্থানে গমন ক'রছিলেন। রাত্রি অন্ধকার—সুতরাং চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে পথভ্রান্তা রমণী আমার যোগাসন সমীপে উপস্থিত হ'ন। পাপাত্মার ক্ষত পদ কোনও প্রকারে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে। পাপস্পর্শে

মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার যোগভঙ্গ হয়। ক্রোধে, আমি সেই পাপিষ্ঠকে অভিশাপ প্রদান করি, যেন রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। স্বামীর অপমানে কুপিতা সতীও তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, আপনি ব্রাহ্মণ, তাতে ভগবানের অর্চ্চনায় নিযুক্ত সুতরাং আপনাকে প্রত্যভিশাপ প্রদান ক'র্‌লুম না। তবে যদি আমি সতী হই,তা'হলে আমিও বলি যেন রাত্রি আর প্রভাত না হয়।

সনা। তারপর?

মাণ্ডব্য। তারপর দণ্ডের পর দণ্ড গেল, দিন যায়, সূর্য্য আর উদয়াচল পরিত্যাগ ক'র্‌বার অবকাশ পান না। সৃষ্টিলোপ পায়। সমস্ত দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলে এই স্থানে সমবেত হ'লেন। সবার অনুরোধে আমাকেই পরাভব স্বীকার ক'র্‌তে হ'ল। সূর্য্য উঠ্‌লো। সতীর কৃপায় নরাধম স্বামী পাপমুক্ত রোগমুক্ত দিব্যদেহ ধারণ ক'রে, সতী সঙ্গে স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হ'ল। সনাতন, সতী ধর্ম্মেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিষ্ঠা; আর্য্যাবর্ত্তেই সতীর আশ্রয় স্থান; আর্য্যাবর্ত্তই লীলা। এই মাল্যবানের উপত্যকায়ই আবার সেই লীলাভূমির হৃদয়—আমার তীর্থ, আমার স্বর্গ, আমার সর্ব্বস্ব। যতদিন এ দেবরাজ্যে সতীর অধিষ্ঠান, ততদিন সহস্র কোটী রাক্ষসের অত্যাচারেও এ ভারতের কোনও অনিষ্ট হ'তে পা'র্‌বে না।—নাও সনাতন, এই চিরপবিত্রা পম্পার জল গ্রহণ কর। আর এক সতী ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ ক'রে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্টা আছেন। আমি এই মহাব্রতের হোতা—

হোমানলে পূর্ণাহুতি প্রদান ক'রে এসেছি। এই পম্পা-জল শান্তিরূপে তাঁর মস্তকে প্রদান ক'র্‌লে তবে মা আমার জল গ্রহণ ক'র্‌বেন।

সনা। যথা আজ্ঞা—

(অলিক্ষয়ার প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। অলিক্ষরে! আর বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন মা? তোমার সখী যে তিন দিন নিরম্বু উপবাসে অর্দ্ধমৃতা। যাও মা শীঘ্র যাও, এই জল গ্রহণ কর। এই সপ্তসতী-গৃহীত জলে অভিষিক্ত ক'রে শীঘ্র মাকে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য—আশ্রম।

দ্যুমৎসেন, শৈব্যা ও সাবিত্রী।

দ্যুমৎ। কেমন ক'রে যে প্রাণধ'রে তোমাকে এই ব্রত গ্রহণে অনুমতি দিয়েছি, তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব মা। তুমি স্বামীর মঙ্গলার্থে ব্রত গ্রহণ ক'রেছ, "ব্রতভঙ্গ কর" এমন কথা বলা আমার মত লোকের কোন ক্রমেই ত যুক্তিযুক্ত নয়, তাই 'ব্রত সমাপ্তি কর,' এই কথা আমাকে ব'ল্‌তে হ'য়েছে। কি কঠোর ব্রত! তিনদিন নিরম্বু উপবাস!

শৈব্যা। তিন দিন কই মহারাজ! চতুর্থ দিনেরও তৃতীয় প্রহর যায় যায় হ'য়েছে! সোণার প্রতিমা কাঠের পুতুল হ'য়ে গেছে!—মা উঠ; গাত্রোত্থান কর। ভবানীর কৃপায় তুমি যে জীবনে ব্রত উদ্‌যাপন ক'রেছো এই আমাদের বড় সৌভাগ্য। তোমার মুখের দিকে একবার ক'রে

চেয়েছি, আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপেছি। আর কেবল মাকে ডেকেছি, যে মা, সতীরাণী, সতীর মর্য্যাদা তুমি রক্ষা কর। সাবিত্রীকে আমার প্রাণে বাঁচিয়ে রে'খ।

দ্যুমৎ। ভগবান্ আমাকে অন্ধ ক'রেছেন—জগতের কোনও কিছু দেখার অধিকারে বঞ্চিত। তথাপি মা আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি; তোমার দেহের কি অবস্থা হ'য়েছে। যে দিন সর্ব্ব প্রথম মা লক্ষ্মী, পূর্ণশশীকলা মূর্ত্তিতে আমার গৃহে অবতীর্ণা হ'য়ে, আমাকে প্রণাম ক'রেছিলে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে গিয়ে মস্তকে হস্তার্পণ ক'রে, স্পর্শমাত্রেই এক অপূর্ব্বরূপ রাশির আভাস অনুভব ক'রেছিলুম। আর আজ মা আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে গিয়ে সর্ব্বশরীর আমার আতঙ্কে শি'হরে উঠেছে। মনে হ'য়েছে যেন সে পূর্ণিমার পূর্ণগগনের গলিত-সুবর্ণ-ধারারূপিণী-কৌমুদী, দ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র-লেখায় পরিণত হ'য়েছে। কেন মা, এমন কঠোর ব্রতে তোমার অভিরুচি হ'ল?

সাবিত্রী। পিতা সন্তাপ ক'র্‌বেন না। ব্রত সমাপ্তির একমাত্র কারণ নিশ্চল উৎসাহ। আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন ক'রেছি। বাবা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি উপবাসের যৎসামান্য কষ্টও অনুভব করিনি।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

শৈব্যা। আ! বাঁচ্‌লুম্! ঠাকুর আস্‌ছেন। আসুন প্রভু, মাকে আমার শান্তিজলে অভিষিক্ত করুন।

মাণ্ডব্য। আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্ধু-ভৈরব-শোণাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবণেক্ষু-সুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ-জলাত্মকাঃ।
সপ্তৈতে সাগরাঃ সর্ব্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

সমস্ত বসুন্ধরার মধ্যে,—আকাশে পাতালে—দেবলোকে—সপ্তর্ষিমণ্ডলে—ব্রহ্মাণ্ডের যে যে স্থলে শান্তি-দায়িনী শক্তি আছ, সকলে আজ সাবিত্রীর শুভপ্রদানের জন্য শান্তি জলরূপে অবতীর্ণা হও। সকলে সুমনা হ'য়ে সাবিত্রীকে নারীর চিরসৌভাগ্য—অবৈধব্য প্রদান কর।

(অলিক্ষরা ও সতীগণের প্রবেশ)

সাবিত্রী-মস্তকে জল সেচন।

(গীত)

এস শুভদায়িনী গঙ্গে।
উথলি আকাশ তটে, পশ ঘটে সংঘট তরল তরঙ্গে॥
এস চির শুভকারী বারি—
যমুনা বরুণা উছলিত করুণা
নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী ;
মানস সরোবর পুষ্ট জলধর—
শুভ ঝর্ স্থধাধার সঙ্গে।
শুভ গ্রহ তারা শশাঙ্ক ধারা ঝর ঝর শুভ সতী অঙ্গে।

চতুর্থ অঙ্ক।

আশ্রম সম্মুখ।

সত্যবান্।

সত্য। প্রভাতে যে সমস্ত ফল সংগ্রহ ক'রেছিলুম, সাবিত্রী ব্রাহ্মণ ভোজনে সমস্তই নিঃশেষিত ক'রেছে। ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্ট যা কিছু আছে, তাতে বালিকা আজকের মতন কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ ক'র্‌তে পা'র্‌বে। তার পর কা'ল!— কা'লকে না খেতে পেলে সাবিত্রী কেমন ক'রে বাঁচবে! প্রাণময়ী সর্ব্বস্ব আমার, স্বামীর জন্য দেহত্যাগ ক'র্‌তেও কুণ্ঠিতা নয়। উপবাসক্লিষ্টা পতিপরায়ণার যে মুখ দেখে এসেছি, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে! এমন অপূর্ব্ব রত্ন লাভ ক'রে, বনবাসী ভিখারী হ'য়েও আমি মহেশ্বরের ভাগ্যে ভাগ্যবান্! এ রত্ন পেয়ে, অবহেলায় কিনা হারিয়ে ফেল্‌ব! এ দিকে অগ্নিরক্ষার কাষ্ঠের পর্য্যন্ত অভাব। সমস্ত কাষ্ঠ হোমানলে দগ্ধ হ'য়ে গেছে যাই—বেলা অবসান প্রায়—আর বিলম্ব করা উচিত নয়

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

একি সাবিত্রী, উঠে এলে যে!

সাবিত্রী। বাবা ও মাকে আহার করিয়ে এসেছি।

সত্য। আর তুমি?

সাবিত্রী। আমার এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

সত্য। সে কি সাবিত্রি!

সাবিত্রী। আর যখন তিন দিন কেটে গেল—তখন আর একটু সময়ের জন্য মনে খুঁত রাখ্‌ব কেন?

সত্য। স্বামীর মঙ্গলের জন্য কার্য্য ক'র্‌ছ, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপরীত ক'র্‌ছ সাবিত্রী! তোমার কিছু অমঙ্গল হ'লে কি আমি প্রাণধারণ ক'র্‌ব, মনে ক'রেছ!

সাবিত্রী। ভয় নেই, আমি ম'র্‌ব না।

সত্য। আর আমাকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ো না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার মঙ্গলের জন্য নয়—আমাকে চিরজীবন যন্ত্রণানলে দগ্ধ কর্‌বার জন্য তুমি আমার ঘরে উদয় হ'য়েছ!

সাবিত্রী। ভয় নেই আমি মর্‌ব না। আপনার শ্রীচরণের শীতল ছায়ায় যে আশ্রয় পেয়েছে, সে কখনও কি ম'র্‌তে চায়! বিশেষতঃ এখনও আমার শ্বশুর শাশুড়ীর সেবার আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। তাঁরা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তা যা হোক, এমন অসময়ে কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?

সত্য। অগ্নিহোত্র কার্য্যের জন্য কাষ্ঠের অভাব।

সাবিত্রী। তা হ'লেত নিশ্চয়ই যেতে হবে।—তা হ'লে আমিও সঙ্গে যাব।

সত্য। সে কি!

সাবিত্রী। আজ একলা ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

সত্য। সে কি! তুমি ইতিপূর্ব্বে কখনও বনে যাওনি। পথ অতি ক্লেশকর। বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে তুমি কৃশ হয়েছ, সুতরাং পদব্রজে কেমন ক'রে যাবে?

সাবিত্রী। 'কেমন ক'রে যাবে'---দেখ্‌তেই পাবে এখন—চল না।

সত্য। এ কি বিপদ! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়।

সাবিত্রী। তা হ'লে আর দেরি করা কেন? একেবারে দুর্গা ব'লে যাত্রা কর। কুড়ুল আমার কাঁধে দাও।* মুখপানে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? আমার উপবাস জন্য পরিশ্রম কিম্বা গ্লানি কিছুই নাই। তার ওপর তোমার সঙ্গে যাবার আমার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে, সুতরাং আমাকে বাধা দিও না।

সত্য। ভাল, বন-গমনে যদি তোমার একান্তই উৎসাহ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমিও তোমার এই প্রিয়কার্য্য ক'র্‌ব। কিন্তু এই দোষ আমাকে স্পর্শ না ক'র্‌তে পারে, এজন্য তুমি জনক জননীর নিকট অনুমতি গ্রহণ কর।

(দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার প্রবেশ)

দ্যুমৎ। কে কথা কয়?

সাবিত্রী। পিতা, আমি।

দ্যুমৎ। আমি!

শৈব্যা। আপনার পুত্রবধূ।

দ্যুমৎ। আহা মা! এত দুর্ব্বলা হয়েছ যে, তোমার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনেও আমি অনুভব ক'র্‌তে পারিনি। এখানে কি ক'র্‌ছ মা?

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বন-গমন ক'র্‌ছেন।

দ্যুমৎ। এই অপরাহ্ণ সময়ে ?

সত্য। সমস্ত কাষ্ঠ হোমের জন্য ব্যবহৃত হয়ে গেছে। সমস্ত রাত্রি অগ্নিপ্রজ্জলিত থাক্‌বে, এমন কাষ্ঠও নাই।

দ্যুমৎ। তা হ'লে অধিক দূর বনে যেন গমন ক'রো না। আজকে রাত্রের মতন যা প্রয়োজন, তাই আন। তার পর কাল প্রাতঃকালে গেলেই চ'ল্‌বে।

সাবিত্রী। পিতা, কন্যার একটা প্রার্থনা আছে।

দ্যুমৎ। প্রার্থনা—কি প্রার্থনা মা! এসে অবধি একদিনের জন্যও কখন কিছু প্রার্থনা করনি। কি প্রার্থনা মা!

শৈব্যা। আর প্রার্থনা ক'র্‌লেই বা দেব কি মা? শুধু আমরা আশীর্ব্বাদ দিতে পারি।

দ্যুমৎ। কি প্রার্থনা মা?

সাবিত্রী। দেখুন পিতৃগৃহ থেকে আসা অবধি প্রায় এক বৎসর আমি আশ্রম থেকে বহির্গতা হই নাই, সুতরাং কুসুমিত কানন দেখ্‌তে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে। পিতা! অনুমতি করুন, স্বামীর সঙ্গে যাই। কেননা, অদ্য ব্রতউদ্‌যাপনের দিন। পতি-বিরহ আমার কোনমতেই উপযুক্ত নয়।

দ্যুমৎ। রাণী! সাবিত্রী পিতৃগৃহ থেকে এখানে এসে কখন যে কিছু চেয়েছেন, তা ত আমার স্মরণ হয় না।

শৈব্যা। কৈ? আমারও ত স্মরণ হয় না।

দ্যুমৎ। তা' হ'লে কি কর্ত্তব্য?

শৈব্যা। যে নাছোড়বান্দা মেয়ে—ওকি অনুমতি না নিয়ে ছাড়্‌বে। এখনি কত শাস্ত্রের দোহাই দেবে। অত

শাস্ত্র বুঝিও না ছাই। কাজেই জবাবও দিতে পারি না।

সাবিত্রী। শাস্ত্রে ব'লেছে—

শৈব্যা। আর শাস্ত্রে কাজ নেই মা। যেতে ইচ্ছা হয়েছে, যাও। শাস্ত্র আবার কি? পতিপরায়ণা সাধ্বী তুমি, তুমি যে বাক্য মুখে উচ্চারণ ক'র্‌বে, তাই শাস্ত্র। মহারাজ বউমাকে অনুমতি দিন।

দ্যুমৎ। মা সাবিত্রী! সন্তুষ্ট মনে অনুমতি ক'র্‌ছি—তুমি স্বামীর অনুগমন কর। চল মহিষী, আর বিলম্ব ক'রো না। আমাকেও পম্পাতীরে নিয়ে চল। সন্ধ্যার সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন।

কাঠুরিয়াগণ।

১ম। আজকে এবনে সমস্ত শুকনো কাঠ নির্ম্মূল ক'রে ফেলা গেছে। কি বলিস্ দাদা?

২য়। আজকে আর যে কেউ এখানে এসে কাঠের কুঁচিটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন, এমন অবস্থা রাখিনি।

৩য়। না দাদা, অমন কথাটা বলোনা। এবনের গুণ তোমরা কেউ জান না। এ বনে শুকনো কাঠ গজায়।

১ম। বলিস্ কি!

৩য়। আমি স্বচক্ষে দেখিছি দাদা—স্বচক্ষে দেখিছি।—পাহাড়ের তলায় সেই যে একটা অশোক গাছ দেখেছিলি, যেটার

ডাল পালা সব শুকিয়ে গিয়েছিল—কতকালের বুড়ো গাছ—মাথায় কেবল একটু শিখের মতন দু'চারটে পাতা। একদিন মনে ক'র্‌লুম—শরীরটে সেদিন ভাই ম্যাজমেজে ছিল—তাইতে মনে ক'র্‌লুম—বেশি দূর আর যাব না, ওই শুক্‌নো গাছ থেকে খানকতক কাঠ কেটে নিয়ে আসি। এই না মনে করেরে ভাই! কুড়ুলটী না কাঁধে ক'রে টুকটুক ক'র্‌তে ক'র্‌তে গাছের কাছে যাচ্ছি!—কাছ বরাবর গেছি!—ওই ওখানে গাছ আর আমি এখানে!—এমন সময় বল্‌বকি রে ভাই! একটী ফ্যাঁস করে শব্দ হ'ল!

সকলে। সেকিরে! সেকিরে!—শব্দ কি!

৩য়। ভয় নেইরে ভাই—বলি শোন্‌না—ভয়ের কথা হ'লে কি এই বনের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলি! এ দেবতার বন এখানে ভয় কি।

২য়। ভয় নেই—একথা আগে বল্‌তে হয়। তা হ'লে ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বল্‌।

সকলে। আমরা আগাগোড়া শুন্‌বো।

২য়। তার পর আবার একটী ফ্যাঁস।

সকলে। আবার ফ্যাঁস!

৩য়। প্রথম প্রথম মনটায় একটু ভয় হ'ল। এই চেনা যায়গা—দুবেলা যাতায়াত ক'র্‌ছি, এখানে ফ্যাঁস করে কি!—এই না ভেবে রে ভাই! একটু থম্‌কে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় চারিদিক থেকেই ঐ শব্দ—যেদিকে চাই, সেই দিকেই শব্দ।

সকলে ! ওই ফ্যাঁস ?

৩য় । হাঁ দাদা ! ওই ফ্যাঁস—যত সব শুক্‌নো কাঠে ডাল গজাতে লাগল । একটা ক'রে ফ্যাঁস ক'রে শব্দ হয়, আর একটা ক'রে ফ্যাঁকড়া বেরোয় । সে অশোক গাছটায় হ'ল কি জানিসরে ভাই—একেবারে হাড়ে হাড়ে ফুল গজিয়ে গেল ।—আমি ত অবাক ! তার পর যেদিকে চাই, সেই দিকেই গজায় ।

সকলে । বলিস্ কি !

১ম । হাঁ হাঁ—এঘটনাটা ঘটেছিল, শুনেছিলুম ।

৩য় । সে আজ একবছরের কথা হ'ল ।

সকলে । তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্ ?

৩য় । স্বচক্ষে দাদা—স্বচক্ষে ।

২য় । তাহ'লে ত বড় আশ্চর্য্যের কথা দাদা !

সকলে । আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য !

৩য় । শুনলুম—একটা বেদের বউ নাকি সেই বনের ভেতরদে যাচ্ছিল । সে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছে ।

সকলে । কেন, কেন ?—

৩য় । তার মাথায় ছিল তাল পাতার চ্যাঙড়া—তাতে ক'রে সে শুক্‌নো পাতা কুড়ুতে এসেছিল ।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাতে পাতা বেরুতে সুরু ক'র্‌লে !

সকলে । তার পর, তার পর ?

৩য় । তার পর—এই এত বড় গুঁড়ি ।

সকলে । বউএর মাথায় ।

৩য় । দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই গুঁড়ি বাড়তে লাগিল ।—যায় যায়

এমন সুময় কে কোথা থেকে এসে বউএর চুলের গোছা না ধ'রে তড়াক ক'রে সেই গাছের ওপর উঠে—হাতে দা ছিল, তাই দিয়ে গাছের মাথাটা কেটে ফেল্‌লে। নইলে কাঁদি গজালে বউটো ত একেবারে গেছেলো।

১ম। আর ভাদ্র মাসে সেই বউ-গাছের তলা দে গেলে কি হ'ত!

সকলে। বেহ্মরন্ধ্র ভেদ।

৩য়। তাই বলি এ বনের মর্ম্ম কিছু বোঝা যায় না দাদা, কিছুই বোঝা যায় না—এবনে মানুষ পুত্‌লে গাছ হয়। এই রে বউ আস্‌ছে, তা হ'লে কি একটা কাণ্ড ঘটেছে!

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। ওগো, তুমি কোথায় গো?

৩য়। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ!

স্ত্রী। আছ—এখানে আছ গা?

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ?

স্ত্রী। ওগো ঠাকুরপো! পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো। আবার তাই!

সকলে। আবার গজান?

স্ত্রী। এবারে যেমন তেমন গজান নয় গো—যেমন তেমন গজান নয়। শুন্‌লুম—ধনা বাগদীর বউ একটা কাঁটাল কাটের পিঁড়ির ওপর ব'সে ভাত খাচ্ছিল। তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই পিঁড়ি—গুঁড়ি ডাল পালা নিয়ে—একেবারে এক বিরোদ্ গাছ!

৩য়। ওই শোন ভাই।

সকলে। আর, বউ?

স্ত্রী। সে এচোঁড় হ'য়ে ঝুল্‌ছে গো—এচোঁড় হয়ে ঝুল্‌ছে। আহা কচি বউ—সে আর কত বাড়্‌বে—হতুম আমরা,ত একেবারে থাজা কাঁটাল হ'য়ে যেতুম! এমন অদৃষ্ট কি ক'রেছি যে, কাঁটাল-কাটের পিঁড়িতে ব'সে ভাত খাব। চেটাইএর ওপর ব'সে কোন্ দিন কি ছাই তালের আঁটি হ'য়ে যাব। শেষকালে বরাতে কি এই আছে। নাও—কাঠ কাটা রেখে অন্য দেশে যাই চল—এ ভূতের দেশে থাকে না।

সকলে। ও দাদা, ঘাড়ের কাঠ যে খড়্ খড়্ কর্‌ছে!

স্ত্রী। চারিদিক থেকে যে আবার ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁসের শব্দ হয়! ওই বুঝি গজালো—ওই বুঝি গজালো!

সকলে। ওই বুঝি গজালো দাদা—হাতে পাতা ঠেক্‌ছে।

স্ত্রী। ওরে মিন্‌সে পালিয়ে আয়—ওরে পালিয়ে আয়—শেষকালে কি গজিয়ে উঠে ফল হয়ে ঝুল্‌বি। কোন্‌দিন অন্যমনস্কে পেটে পুরে ফেল্‌ব! পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। কি হ'ল সাবিত্রী! সমস্ত বন অনুসন্ধান ক'র্‌লুম, তবু ত কোথাও শুক্‌নো কাঠ দেখ্‌তে পেলুম না।

সাবিত্রী। তাই ত—বড়ই ত বিস্ময়ের কথা!

সত্য। এতটা পরিশ্রম ক'রে কি শুধু হাতে ফির্‌তে হবে!

সাবিত্রী। তাও কি হয়,—দেবগুরুর কার্য্য—শুধু হাতে ফেরা কি চলে!

সত্য। তা হ'লে ত দূরবনে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে?

সাবিত্রী। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখ্‌তে পাই না।

সত্য। কিন্তু সাবিত্রি! এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এলো।

সাবিত্রী। বনে প্রবেশ ক'র্‌তে কি ভয় ক'র্‌ছ?

সত্য। রাজ্যহারা হয়ে আছি ব'লে কি, সাবিত্রি! ক্ষত্রিয়ের জীবন পর্য্যন্ত হারিয়ে ব'সে আছি!—ভয় নয়। তবে তুমি সঙ্গে আছ—তার ওপর কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি—সম্মুখে ঘোর অন্ধকার।

সাবিত্রী। তুমি যে আমার সঙ্গে আছ—এটা কি ভুলে গেছ? আমি যে পূর্ণিমার চাঁদ ললাটে বেঁধে চ'লেছি, তা কি তুমি জান না?

সত্য। বেশ, তবে এস—দুর্গা স্মরণ ক'রে এই সম্মুখস্থ গভীর বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

তৃতীয় দৃশ্য—বন।

সত্যবান্ ও সাবিত্রী।

সত্য। কি গভীর অন্ধকার! আর ত কিছু দেখা যায় না সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কেন, আমি ত এখনও বেশ তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

সত্য। কই না—কিছু না!—কেমন যেন একটা

কি হ'ল প্রাণেশ্বরী! সহসা দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হ'ল কেন?

সাবিত্রী। এক দৃষ্টে অবিশ্রাম কাষ্ঠের সন্ধানে প্রতি বৃক্ষ পানে চেয়ে আস্‌ছ, তাই বোধ হয়, চোখে বাধা ঠেক্‌ছে। চোখটা মুছিয়ে দি। এইবারে দেখ দেখি।

সত্য। হাঁ, আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি—বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।—ওই যে সম্মুখের গাছে একটা নীরস শাখা দেখা যাচ্ছে।

সাবিত্রী। বোধ হচ্ছে।

সত্য। বোধ হচ্ছে কেন—ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার পবিত্র করকমল-স্পর্শে আমার চক্ষু এক নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তুমি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর, আমি কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আনি।

সাবিত্রী। কি ব'ল্‌ব?—না ছাড়লে নয়, তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়্‌তে আমার মন সরছে না। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাবা ও মা হয় ত এতক্ষণ আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

সত্য। যখন দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন আর ভাবনা কি। যাব' আর ডাল্‌টা কেটে নিয়ে আস্‌বো।

সাবিত্রী। দেখ স্থান ভাল নয়, সময় ভাল নয়—রাক্ষসী বেলা। একটু সাবধানে পথ চ'লো। আর গাছেই যদি উঠ্‌তে হয়, অতি সাবধানে উঠো। (স্বগত) স্বামীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে আস্‌ছে! যেন ঘন অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস সন্ধ্যার ধূসর ছায়া—

সত্য। ভাল সাবিত্রী! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—

বহুক্ষণ ধ'রে ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব মনে ক'র্‌ছি, কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ছে ব'লে ব'লতে পার্‌ছি না।

সাবিত্রী। কি ব'ল্‌বে, ব'লেই ফেল না। আমাকে ব'ল্‌বে, তার আবার লজ্জা কি!

সত্য। সমস্ত পথটা তুমি কেবল আমার মুখের দিকে চেয়ে এসেছ।

সাবিত্রী। এই কথা!

সত্য। কথাটা বড় এই নয়। বাড়ীতে তুমি ব'ল্‌লে যে, আমার কানন-শোভা দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছে। পথে আস্‌তে আস্‌তে, তোমাকে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখালুম—পুণ্যজননী নদী দেখালুম, পুষ্পিত তরুলতা দেখালুম, অমন শৈলোত্তম মাল্যবানের সর্ব্বশোভাধার উপত্যকা দেখালুম। সেই অশোক—মাণ্ডব্য-আশ্রম-প্রবেশ-মুখে যার তলদেশে তুমি পথশ্রম-কাতরা হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রেছিলে—অপূর্ব্ব ফুলভারে যে তোমার পবিত্র সমাগম আজও পর্য্যন্ত সকলকে জ্ঞাত ক'র্‌ছে—তাও দেখালুম, কিন্তু দুই একটা প্রশ্ন ক'রেই, তোমার উত্তরের ভাবে বুঝ্‌লুম, তুমি কিছুই দেখনি। সমস্ত পথ কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে চ'লেছ। কেন বল দেখি সাবিত্রী?

সাবিত্রী। কেন?—কি ব'ল্‌ব?—একদিন বৈশাখের এক নব জলধর একটা চাতকীকে এই রকম একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। ব'লেছিল—"পৃথিবীতে অনেক নদ নদী, হ্রদ সরোবর, এমন কি স্বচ্ছজলা গিরিপ্রস্রবিণী থাকৃতে—হাঁ চাতকী! তুমি আমার মুখ পানে চেয়ে থাক কেন?"

চাতকী কি উত্তর দিয়াছিল জানি না। কি ব'লেছিল —তুমি জান কি প্রাণেশ্বর? তুমি ত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ— আমি শিষ্যা—আমায় ব'লে দাও না। কেন—কেন? কি ব'ল্‌ব প্রভু! হতে পারে সমস্তই সুন্দর; কিন্তু—

অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা।
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা॥

তোমার রূপ দেখে যে তৃপ্তি লাভ ক'রেছে সে কি আর অন্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়।

সত্য। মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে দিলে সাবিত্রী! ভাল, আগে কাঠ কেটে নিয়ে আসি।—তুমি এই স্থানেই অপেক্ষা কর।

[সত্যবানের প্রস্থান।

সাবিত্রী। দুর্গা দুর্গা! বুক কাঁপ্‌ছে,—প্রাণ কেমন কচ্ছে! সেই কাল সময় উপস্থিত। চক্ষে দেখ্‌লুম—কে যেন কোথা থেকে ঘন ঘোর অন্ধকারের জাল ধীরে ধীরে আমার স্বামীর জীবনের চারিদিকে বেষ্টিত কচ্ছে। কি হবে! ও মা! মঙ্গলচণ্ডী কি হবে মা! দুর্গে শিবে জগজ্জননি ভবানি! তোমার নামস্মরণে শুনেছি সকল ভয় দূর হয় মা! শুনেছি—স্বামীর মর্য্যাদা-নাশ দেখে, অনিমন্ত্রিতা হয়েও তুমি একদিন পাগলিনীর মত পিতৃগৃহে ছুটে গিছ্‌লে। সেখানে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে অসহ্য যন্ত্রণায় মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলে। মরণেও সে জ্বালার নিবৃত্তি হয়নি। তাই দেহাবসানে উত্তপ্ত প্রাণের শান্তির সন্ধানে, তুষারে প্রাণ আবৃত ক'র্‌তে হিমালয়ের ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা ক'রেছিলে। এমন

পবিত্রতাময় সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বদেবতাময় পতি আমার বিপন্ন। ঈশানি! এ দাসীর মনের অবস্থা তুমি না বুঝ্‌লে কে বুঝ্‌বে মা? এ সঙ্কট-সময়ে তুমি ভিন্ন দাসীকে রক্ষা ক'র্‌তে আর কে আছে! করাল কাল আমার চখের সাম্‌নে আমার স্বামীকে গ্রাস ক'র্‌তে ছুটে আসছে, শক্তিস্বরূপিণী! এ দারুণ সঙ্কটে আমি তোমার শরণাপন্ন হ'লেম। দাসীকে রক্ষা কর—মা, দাসীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্।

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সাবিত্রী,—সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কি প্রভু?

সত্য। কোথায় তুমি?

সাবিত্রী। এই যে প্রভু!

সত্য। আমি যাই—দারুণ শিরঃপীড়া! ধর—আমায় ধর—প্রেমময়ী! শেষ মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে একবার দেখাদাও, আশ্রয় দাও। দেখতে পাচ্ছি না—সাধ মেটেনি। সোণার সংসার—বাবা—মা—তুমি। (ভূমিতে পতন। সাবিত্রী কর্ত্তৃক সত্যবানের মস্তক অঙ্কে রক্ষণ) কারে রেখে গেলুম! সাবিত্রী—সাবিত্রী—উঃ!—

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, প্রাণেশ্বর!—সব শেষ! দেবর্ষির বাক্য—সেই দিন, সেই বেলা, সেইক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত। সব'শেষ। কি হ'ল! কি হ'ল! কি ক'র্‌লুম! রাখ্‌তে পারলুম না—কিছুতেই তোমাকে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। চ'লে গেলে, দাসীকে বনে একা ফেলে চলে গেলে! আর্য্যপুত্র—জীবিতেশ্বর! কথা কও ওঠ। রাজা

ও রাণী তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় পথ পানে চেয়ে ব'সে আছেন। তাঁরা যে তোমাকে এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল ক'র্‌তে কাতর হন! মা যে তোমাকে সন্ধ্যা না হ'তেই ঘরে রুদ্ধ ক'রে রাখেন। জেনে শুনে সম্মুখে রাত্রি দেখেও, তুমি এখানে শয়ন ক'র্‌লে কেন? এই দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত। নিশাচরগণ নিষ্ঠুর নিনাদ আরম্ভ ক'রেছে, বন্যজন্তু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ক'র্‌ছে। চতুর্দ্দিকে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনে আমার বুক কাঁপছে। ওগো! ওঠ—ওঠ—জাগো—আমার ভয় দূর কর! আমায় একবার সাবিত্রী ব'লে ডাক! আমাকে নির্জ্জনে পেলে, কত মধুর বাক্যে—কত সোহাগ আদরে—আমার প্রাণে কত যে নূতন নূতন সাধ জাগিয়ে তুলতে! আমাকে কত কি চাইতে যে অনুরোধ ক'রতে! আমি না চাইলে যে, বিমর্ষ-মুখে ফিরে যেতে! তাই কি আমার পূর্ব্বাচরণের প্রতিশোধ নিচ্ছ? প্রাণেশ্বর! ক্ষমা কর। চরণাশ্রিতা দাসী কাতর প্রাণে তোমায় অনুরোধ ক'র্‌ছে, আজ একটী বার আমাকে সাবিত্রী ব'লে ডাক।

(গীত)

অন্ধের নয়ন তুমি এ কথা কি নাই মনে।
তাই কি হে যোগীবর আছ চলে যোগাসনে॥
ভুলেছ কি একেবারে তোমারে ক্ষণ না হেরে,
আকুলা জননী তব আঁধার হেরে নয়নে।
এস নাথ এস ফিরে, ভুলনা হে অধিনীরে,
গলহার দামিনীরে কভু কি ছাড়েহে ঘনে॥

ওগো! আমার শোন্‌বার সাধ যে কিছুই মেটেনি। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! অপূর্ণ সাধে আমাকে অনাথিনী ক'রে যেয়ো না। তবু শুন্‌ছো না—তবু ফি'র্‌ছো না! হে জনার্দ্দন! স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও। আজীবন তপস্যায় তোমাতে আত্মসমর্পণ ক'রে এতকাল স্বামী আমার, তোমারই সেবা ক'রে এসেছেন। তাঁকে এ অকাল-মৃত্যু দিও না। রক্ষা কর—ফিরিয়ে দাও। হে জনার্দ্দন! হে শঙ্কর! হে ধর্ম্ম! এ সঙ্কটে আমি তোমা-দের আশ্রয় ভিক্ষা করি, আশ্রয় দাও—অনাথিনীকে আশ্রয় দাও।

(যমের প্রবেশ)

একি! রক্তবস্ত্র-পরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যাম গৌরবর্ণ, লোহিত-লোচন কে ইনি মহাপুরুষ পাশ-হস্তে আমার স্বামীকে নিরীক্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আগমন ক'র্‌ছেন। ভয়ে সর্ব্ব শরীর কাঁপছে। মা শক্তিরূপা সনাতনি! শক্তি দাও—সাহস দাও। (যমের প্রতি) বোধ হচ্ছে, আপনি কোন দেবতা। কেন না, আপনার শরীর অলৌকিক। হে দেব, যদি ইচ্ছা হয়, বলুন—আপনি কে এবং কি নিমিত্তই বা হেথা আগমন ক'রেছেন।

যম। সাবিত্রী! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান-সমন্বিতা, এই জন্য তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ ক'র্‌ছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়েছে, তাই তাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।

সাবিত্রী। ভগবন্! শুন্‌তে পাই—আপনার দূতেরাই মানুষকে নিতে আসে, তা ঠাকুর! আপনি এসেছেন কেন?

যম। সত্যবান্ ধর্ম্মাত্মা, রূপবান্ ও গুণসাগর। এরূপ লোককে নিয়ে যেতে আমি নিজেই আসি। তার ওপর তুমি তাকে স্পর্শ ক'রে র'য়েছ। এইজন্য আমি নিজেই এসেছি।

সাবিত্রী। দয়াময়! যদি দাসীকে কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছেন, তা হ'লে আপনার কৃপা অসম্পূর্ণ রাথবেন না। আপনার নিকটে আমি স্বামীর জীবন ভিক্ষা করি:

(গীত।)

দয়া ক'রে দেছ দেথা সে দয়া নিয়োনা তুলে।
অধিনী হৃদয়-মণি ভিক্ষা চায় পদমূলে॥
সকল সংসার ঘুরে, এসে কানন ভিতরে,
পেয়েছি হৃদয় ভরে হৃদয় রতন;
দিওনা হে ডুবাইয়ে সে মণি অতল জলে॥

যম। তা যে হ'তেপারে না সাবিত্রী! মৃত কথনও ত পুনর্জ্জীবিত হয় না।

সাবিত্রী। ধর্ম্মের করুণায় কি না হ'তে পারে দয়াময়?

যম। এ নিয়তির ক্রিয়া—করুণার কথা নয় বালিকা! তুমি সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ কর। আমি তার প্রাণ গ্রহণ করি।

সাবিত্রী। আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, জীবন—সমস্ত গ্রহণ করুন্।

যম। তোমার ধর্ম্ম তোমারই সহায়—জীবন-পথে তোমারই সহচর, অপরে তার ফলভাগী হতে পারে না। যাও সত্যবানের জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আর আমার ঘর কোথায়?—আপনি আমার ঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন। আবার ব'ল্‌ছি—প্রভু! দেবতা! ধর্ম্ম! দয়া করুন—আমাকে অকালে পতিহীনা ক'র্‌বেন না।

যম। অন্যায় উপরোধ ক'রো না সাবিত্রী! স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। কেমন্ ক'রে ফিরব? বৃদ্ধ অন্ধ বনবাসী রাজার যষ্টি নিয়ে বনে এসেছি—আশাপথ চেয়ে অন্ধ ব'সে আছেন। একা সেথানে কেমন ক'রে ফির্‌বো! প্রতি পদশব্দে রাজর্ষি আমার স্বামীর আগমন প্রশ্ন ক'র্‌ছেন, সেথানে একা কেমন ক'রে ফির্‌বো! আমায় যথন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন—সাবিত্রী! কই—কই আমার জীবন কই? অন্ধের সর্ব্বস্ব ধন—আমার চক্ষুরত্ন—আমার সত্যবান্ কই?-ধর্ম্মরাজ! তুমিই আমায় শিথিয়ে দাও—আমি কি ব'ল্‌ব? কোন্ প্রাণে ব'ল্‌ব যে, মহারাজ! তোমার পুত্রকে আমি যমের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছি। ধর্ম্মরাজ! চরণে ধরি—ভিক্ষা দাও। আমাকে দয়া প্রকাশ ক'র্‌তে যদি আপনি অশক্ত, বৃদ্ধ পরম ধার্ম্মিক রাজার প্রতি কৃপা করুন। এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে পুত্র-বিয়োগী কর্‌বেন না। তাঁর কেউ নেই—কিছু নেই—চক্ষুরত্ন, তাও নেই। দয়া করুন। আবার ভিক্ষা ক'র্‌ছি স্বামীর জন্য নিজের জীবন প্রদান ক'র্‌ছি—ক্রীতদাসী হ'তে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি। স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও।

যম। সাবিত্রী! অন্যায় উপরোধে আমার সময় নষ্ট ক'রো

না। এই দণ্ডেই স্বামীকে পরিত্যাগ কর। আমি সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করি। আমি বিধির আদেশ পালন ক'রতে এসেছি। বিধিলিপির খণ্ডন নেই।

সাবিত্রী। বেশ, তবে, গ্রহণ করুন! (সত্যবানের মস্তক ভূতলে রক্ষা, সাবিত্রী দণ্ডায়মানা, যম কর্ত্তৃক সত্যবানের বক্ষে হস্তক্ষেপ, প্রাণ গ্রহণের অভিনয় ও গমনোদ্‌যোগ এবং সাবিত্রীর পশ্চাদনুসরণ)

যম। তুমি আর আমার সঙ্গে আস্‌ছ কেন? প্রতিনিবৃত্তা হও, সত্যবানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। যতদূর পর্য্যন্ত তোমার আসা সম্ভব, তুমি ততদূর এসেছ। যাও—স্বামীর নিকটে তোমার কোনও ঋণ নাই।

সাবিত্রী। জীবনে মরণে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। যেহেতু এই হ'চ্ছে সনাতন ধর্ম্ম।

যম। আমার সঙ্গে যাওয়া ত তোমার সম্ভব নয়।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যখন যাচ্ছেন, তখন আমিই বা যেতে পার্‌ব না কেন?

যম। তোমার স্বামী সূক্ষ্ম দেহে পাশবদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। ঐ দেখ—তাঁর স্থূল দেহ—পক্ষি-হীন পিঞ্জরের ন্যায়—ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প'ড়ে আছে। দেহীর এ পথে গমন অসম্ভব। ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যেথায় যাচ্ছেন, আপনিও যেথানে যাচ্ছেন, আমারও সেথানে যাওয়া কর্ত্তব্য যে হেতু এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ ব্রত ও আপনার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হোক।

অন্য কোন দেবতা হ'লে আমার গমনে বাধা দিলেও দিতে পার্'তেন, কিন্তু আপনি পারেন না।

যম। আমি পারি না! এ তুমি কি ব'লছ ?

সাবিত্রী। আমি ঠিকই ব'ল্ছি, শাস্ত্র যা বলে,—তাই ব'ল্ছি আপনি পারেন না। আর সেইজন্য কার্যতঃ অপর কেউও পারেন না। অর্থাৎ আমি যদি ইচ্ছা না করি, তেত্রিশ কোটী দেবতা একত্র হয়েও আমার গতিরোধ ক'র্‌তে পারেন না।

যম। ক্ষুদ্র বালিকা! এ তুমি কি বল্‌ছ।

সাবিত্রী। আপনি যেমন আমার প্রিয়তম বস্তুটীকে পাশে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, আমিও তদ্রূপ আপনাকে কঠিন পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি।—কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন ক'র্‌বার জন্য আমার স্বামী যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণ ক'র্‌ছেন, আর তাঁর সহধর্ম্মিণী হ'য়ে আমার আয়তি রক্ষার জন্য আমিও যে সমস্ত কার্য্য ক'রেছি তাতে অপনার এ রজ্জু সম্পূর্ণ ছিন্ন না হোক্, বহুস্থানে দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমি যে পাশে আপনাকে আবদ্ধ রেখেছি, ধর্ম্মরাজ, তা আজও পর্য্যন্ত অটুট। তবে শুনুন।—তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন,—সপ্তপদ মাত্র ভূমি একত্র সঞ্চরণ ক'র্‌লেই মিত্রতা হয়। আমিও আপনার সঙ্গে সাত পা চ'লেছি। অতএব মিত্রতাকে অগ্রবর্ত্তিনী ক'রে আমি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ ক'র্‌ব, আপনি স্থির হ'য়ে শুনুন।

যম। এ কি!—এক কথায় আমার গতি রুদ্ধ!—শক্তিময়ী—এ তেজস্বিনী কে ?

সাবিত্রী। দেখুন, সাধুরা সর্ব্বদেবতার মধ্যে ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান ক'রেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও ধর্ম্মহীন হ'লে, নিজ নিজ আসন হ'তে বিচ্যুত হন। শাস্ত্রের বচন—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়। ধর্ম্মের সঙ্গে জয়ের নিত্য সম্বন্ধ। বৃত্রাদি অসুরগণও ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে স্বর্গ পর্যন্ত জয় ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছিলেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বনিয়ন্তা—সেই নারায়ণকেও একমাত্র ধর্ম্মবলে দৈত্যরাজ বলি, নিজ অট্টালিকার্ দ্বারদেশে দ্বারীরূপে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সুতরাং ধর্ম্মই এক-মাত্র বলবান্। এদিকে আবার সংসারীর ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অবশ্য—ধর্ম্ম না হ'লে চিরব্রহ্মচর্য্যও হয় না, সন্ন্যাসও হয় না। কিন্তু অতি জিতেন্দ্রিয় না হ'লে সংসারধর্ম্ম করা যায় না। সংসারে এত বাধা—এত প্রলোভন! এইজন্য ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে জনকরাজর্ষির শ্রেষ্ঠ স্থান। ধার্ম্মিক গৃহস্থের আশ্রম—ঋষি-তপস্বিগণের তীর্থ। আমি সেই গৃহস্থাশ্রমের সন্ন্যাসিনী। আপনি দণ্ডায়মান হ'ন।

যম। (স্বগত) একি! এযে আমি ক্রমেই শক্তিহীন হ'য়ে প'ড়্‌ছি! আমার সর্ব্বশরীর যে কম্পিত হ'য়ে উঠছে। কি ক'রে এ বালিকার হাত থেকে নিস্তার পাই! প্রলোভন দেখান ভিন্ন দে'থ্‌ছি অন্য উপায় নাই। (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী! তোমার যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি পরম পরিতুষ্ট হ'য়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর—আমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমাকে আর যে কোনও বর দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত ও অন্ধ হয়ে আছেন। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে তিনি নয়ন লাভ করুন।

যম। তথাস্তু। যাও এইবারে ফিরে যাও। একি—তথাপি অনুসরণ ক'র্‌ছ যে! বর দান ক'র্‌লুম, আবার কেন?

সাবিত্রী। স্বামীর যে গতি, আমারও তাই। আপনি যেখানে ওঁকে নিয়ে যাবেন আমিও সেইখানে যাব। সম্প্রতি যেতে যেতে আমার আর একটা কথা শুনুন। পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন, যে সাধুদের সঙ্গে একবার মাত্র সঙ্গ হওয়াও প্রার্থনীয়, তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা—তার তুল্য বাঞ্ছনীয় বিষয় ত জগতে আর নেই। সৎপুরুষের সমাগম কখনও নিষ্ফল হয় না।

যম। এ তুমি কি ব'ল্‌ছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আপনি আবার সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি—সুতরাং নিষ্পাপ। আপনার সংসর্গে বাস করাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং আমি যদি কোন ফল পাই, তা কেবল শাস্ত্রের আদেশে।

যম। সাবিত্রী! তোমার ইষ্টসাধনবিষয়িণী বাণী আমাকে আজ যথেষ্ট জ্ঞান দান ক'র্‌লে। এরূপ তেজোময় বাক্য আমি আর কখনও শুনিনি। হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ! মা! সত্বর এ আনন্দের ফলভোগ কর। সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে, তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর যেন আবার নিজের রাজ্যলাভ করেন, আর তিনি যেন স্বধর্ম্ম হ'তে পরিভ্রষ্ট না হন।

যম। তথাস্তু। এইবারে যাও মা, তোমার ত কামনা পূর্ণ ক'রে দিলুম।

সাবিত্রী। তা দিয়েছেন—এবং এই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, এবং হৃদয়ের আনন্দে মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়েছে, আপনাকে নিবেদন করি, শুনুন—যেহেতু আত্মতৃপ্তি দেবতাকে নিবেদন ক'রতে হয়। আপনি যে কার্য্যই করুন না কেন, চিরদিন নিয়মের বশীভূত হ'য়ে করেন,—নিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক করেন না। এইজন্যই আপনার নাম যম। সর্ব্বভূতে ভালবাসা, অনুগ্রহ ও দান—ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। মানুষে শক্তি অনুসারে কোমল হয়, সৎপুরুষেরা শত্রুকেও দয়া করেন।—সুতরাং আপনার দয়া—এ নূতন কথা নয়।

যম। তৃষ্ণার্ত্ত লোকের পক্ষে জল যেমন, আমার পক্ষে তোমার মধুর অথচ জ্ঞানপূর্ণ কথা সেই রকম বোধ হচ্ছে। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার পিতা—রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন। অতএব কুলোজ্জ্বলকর, তাঁর একশত পুত্র হউক—এই তৃতীয় বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

যম। তথাস্তু—তোমার পিতার কুলসন্তানকারী তেজস্বী একশত পুত্র হোক্। আর নয়—তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে, এই বার ফিরে যাও।

সাবিত্রী। স্বামীর সঙ্গে থাকায় এ আমার দূর ব'লে বোধ হচ্ছে

না। বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। সৎপুরুষের প্রতি লোকে যত বিশ্বাস করে, নিজের আত্মার প্রতিও তত করে না। এইজন্য লোকে সৎপুরুষের প্রণয় প্রার্থনা করেন,—আপনিও সৎপুরুষ। তার ওপর বহুক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, আপনিও ক'রেছেন। সুতরাং শাস্ত্রাদেশে আপনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই আমার অনিচ্ছায় আপনি আমাকে নিবৃত্তা ক'র্‌তে পারেন না।

যম। না,—দেখ্‌ছি এ বালিকার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন কথা। একে নিরস্ত করি আমার এমন শক্তি নাই। অবলা—তীব্র দৃষ্টির আঘাত সহ্য ক'র্‌তে অসমর্থ—সে কিনা যুক্তিতর্কে, জ্ঞানে, মধুর বচন বিন্যাসে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ক'র্‌লে! এই অবলার কথায় আমাকে পরিচালিত হতে হচ্ছে!—এযে ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি বালিকা যেন নিঃশেষে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছে,—আমি জ্ঞানশূন্য! বাহিরে স্থিরা, শান্তিময়ী, নতমুখী—কিন্তু বাক্যে বিশ্ব-বিমোহিনীর ভুবন-বশীকরণের শক্তি! কে এ তেজস্বিনী? সাবিত্রী! এই শেষ বক্তব্য—তোমার প্রতি স্নেহে আমি আরও এক বর প্রদান ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। সুতরাং সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি চতুর্থ বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। বেশ, এতই যদি ভাগ্যবতী আমি যে, আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত জ্ঞানে, আপনি আমাকে স্বেচ্ছায় বর প্রদানে উদ্যত হয়েছেন, তবে এই প্রার্থনা করি—যেন

মর্ত্তে এসে আমি নিষ্ফলা নামে জগতে না পরিচিতা হই। কেননা, গৃহস্থ-কন্যা নিষ্ফলা—এ হ'তে বুঝি অপবাদ আর নাই!

যম। বেশ, এই কথা! তা হ'লে যদি আমি তোমাকে শত পুত্রের বর দান করি, তা হ'লে ত আমাকে নিষ্কৃতি দাও?

সাবিত্রী। তদ্দণ্ডেই।

যম। সাবিত্রী, তুমি সূর্য্যসদৃশ, তেজস্বী শত পুত্র লাভ কর।

সাবিত্রী। আপনি পুনরায় আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)।

যম। তোমার মঙ্গল হোক।

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য—বনপথ।

(মাণ্ডব্য ও সনাতনের প্রবেশ)।

সনা। বৃথা অন্বেষণ,—এত বন ঘুরেও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন আর কি তাদের পাব?

মাণ্ডব্য। পাব না—সেকি সনাতন! পাব না কি? আজই যে আমি যুবকদম্পতীর মাথায় শান্তিজল ঢেলেছি—সাবিত্রীকে অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ প্রদান ক'রেছি, তার ফল কি এই হ'ল! আশীর্ব্বাদের পর মুহূর্ত্তেই কিনা বৃদ্ধ রাজা ও

রাণীর সর্ব্বনাশ হবে! পাব না—কি ব'লছ সনাতন—পাব না কি! যদি ধরণী নিজ বক্ষে লুকিয়ে রাখে, ধরণী-বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে তাদের খুঁজে আন্‌ব। সাগর যদি গ্রাস করে, অগস্ত্যের ন্যায় গণ্ডূষে সাগর উদরগত ক'র্‌ব। যম কর্ত্তৃক যদি অকালে নিষ্পীড়িত হয়, যম মন্দির চূর্ণ কর্‌বো—আর না যাতে লোককে যমভবন যেতে হয়, তার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। পাব না!—পাব না কি!

সনা। প্রভু! শুধু না ফির্‌তে হয়, তার উপায় করুন। অন্ধ রাজা ও বৃদ্ধা রাণী যখন আমাদের প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শুনে, ছুটে এসে জিজ্ঞাসা ক'রবে—সনাতন, আমার পুত্র ও পুত্রবধূ? পিতা! তাদের কেমন ক'রে বল্‌ব যে, রিক্তহস্তে ফিরে এসেছি।

মাণ্ডব্য। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে না নিয়ে ফির্‌ব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। প্রয়োজন হয়, যম-ভবনে প্রবেশ ক'র্‌ব। একবার নিজের জন্য প্রবেশ ক'রেছিলুম—নিরপরাধে শূলদণ্ড বিধান ক'রেছিল ব'লে, আমিও তাকে দাসীপুত্র হবার শাপ দিয়েছিলুম। আমি আবার সাবিত্রীর অবৈধব্যের জন্য প্রবেশ কর্‌ব।

সনা। পিতা—পিতা!

মাণ্ডব্য। কি সনাতন?

সনা। আর নয়—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। সব শেষ!

মাণ্ডব্য। সব শেষ?

সনা। সখার প্রাণহীন দেহ ধূলি-বিলুণ্ঠিত!

মাণ্ডব্য। হুঁ!——আর সাবিত্রী?

সনাতন। তাঁকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না প্রভু! বুঝি অভাগিনী স্বামীবিয়োগে উন্মাদিনী হ'য়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে। সখা! সখা! কি ক'র্‌লে! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

মাণ্ডব্য। সনাতন! ঋষিকুমার হয়ে এ তুমি কি অজ্ঞোচিত কার্য্য ক'র্‌ছ? ঋষিগণ শোক ক'র্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। এস আমরা সাবিত্রীর অনুসন্ধান করি। সাবিত্রী কই? সতীরাণী, নিজের অবৈধব্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে, তিন দিনের নিরম্বু উপবাসের ব্রত উদ্‌যাপন করেছে। সে সাবিত্রী কই? পিঞ্জর পড়ে আছে, নিশ্চয় সে তেজস্বিনী এ পিঞ্জরের পাখীকে ফিরিয়ে আন্‌তে, ভীষণ ব্যাধের অনুসরণ ক'রেছে। সাবিত্রী—সাবিত্রী—মা আমার! কোথায় তুমি?—কতদূরে? মা, মা, সন্তান আমি—এ অপূর্ব্ব জীবন প্রতিষ্ঠা দেখ্‌বার আমার বড় সাধ হয়েছে। দেখাদাও।—চিরদিন যে মৃত-সঞ্জীবনী সুধার সন্ধানে উন্মত্তের মত ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিছি, সেই সুধাভাণ্ড, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নাধার সতীর হৃদয়—আমাকে একবার দেখাও।

সনা। পিতা! সত্যবানের দেহ সম্বন্ধে কি ক'র্‌ব, আদেশ করুন।

মাণ্ডব্য। আমি দেহ রক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। দেহের চতুর্দ্দিকে গণ্ডী দিচ্চি। ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষসাদি পিশিতাশী জীব দূর হও, সত্যবানের প্রাণহীন দেহ-সমীপে কেউ এসোনা। সাবধান, এই গণ্ডীস্পর্শ মাত্রেই সকলে চক্ষুর নিমেষে ভস্মীভূত হবে।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—আশ্রম সম্মুখ।

শৈব্যা ও দ্যুমৎসেন।

দ্যুমৎ। কি ক'র্‌লুম শৈব্যা! কেন অসময়ে পুত্রকে বনে পাঠালুম! রাজ্য গেছে, চক্ষু গেছে, অন্ধের যষ্টি পুত্ররত্ন অবশিষ্ট ছিল, তাও গেল! ও শৈব্যা! কি ক'র্‌লুম, কেন অসময়ে তাকে বনে যেতে আদেশ ক'র্‌লুম। তুচ্ছ কাঠ—একরাত্রের জন্য ঋষিদের ঘর থেকে ভিক্ষা ক'রে আন্‌লুম না কেন?

শৈব্যা। মহারাজ, উতলা হবেন না। আপনি উতলা হ'লে এ অভাগিনীর উপায় কি—আমি যে দশদিক অন্ধকার দেখছি।

দ্যুমৎ। আর অন্ধকার—আমি চক্ষুহীন হয়েও দেখ্‌বার সমস্ত সুখ অনুভব ক'রেছি।—ভগবান্ যে এ অন্ধ বৃদ্ধকে সাবিত্রী সত্যবানরূপ দুটী প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রদান ক'রেছিলেন। আমি দু-জনের মাথায় হাত দিলেই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ সৌন্দর্য্যে যে আমার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হ'ত! রাণী, ইচ্ছা ক'রে সেই তারকাযুগল স্বহস্তে উৎপাটিত ক'রে বনে নিক্ষেপ ক'র্‌লুম! না না—ওই আস্‌ছে। ওই যে

কার পদ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি না? কেও—কেও—সত্যবান্‌ এলি!

শৈব্যা। কেও—সাবিত্রী আমার আস্‌ছ?

(অলিক্ষরার প্রবেশ।)

অলি। না, মা—আমি অলিক্ষরা।

শৈব্যা। কি ক'র্‌লুম মা অলিক্ষরা!—আমি যে হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দময়ীকে স্বামীর অনুগমন ক'র্‌তে অনুমতি ক'রেছি। পম্পা সরোবরের তীর ধ'রে, আমার হর গৌরী যে, সমস্ত বন আলো ক'র্‌তে ক'র্‌তে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষু অন্ধ ক'রে মিলিয়ে গেছে! এ চক্ষু কি আর মিল্‌বে না অলিক্ষরা?

দ্যুমৎ। যা ঘটেছে, আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—সব দিব্য চক্ষে দেখ্‌তি পাচ্ছি। মা আমার চারদিন উপবাসিনী—অর্দ্ধ-মৃতা! সতী মনের উৎসাহে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বল দেহ, পরিশ্রমের ভার সহ্য ক'র্‌তে পারেনি। দেখ্‌তে পাচ্ছি—রাণী রাণী, ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি চোখের সাম্‌নে, সে সোণার লতা কঠিন বনপথে ধূল্যবলুণ্ঠিতা। মা আমার স্বামীর পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে চলে গেছেন।

অলি। স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই যদি সাবিত্রীর মৃত্যু হয়, তা হ'লে মহারাজ, তার তুল্য ভাগ্যবতী আর কে আছে? এমন দেবতারও বাঞ্ছনীয় তীর্থ মৃত্যু যার তার জন্য আর দুঃখ কি? পুত্র আপনার সুস্থ শরীরে ফিরে আসুন—এই আমাদের একমাত্র কামনা।

দ্যুমৎ। অলিক্ষয়া, সত্যবান্ আমার সাবিত্রী বিহনে বেঁচে আছে —এটা কি বিশ্বাস কর?—মাধবী শুকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সহকারও শুকিয়েছে।—আমার সাধের বাগান আবার যে মরুভূমি, সেই মরুভূমিতেই পরিণত হয়েছে।

অলি। আমার পিতা ও স্বামী তাঁদের অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ ক'রেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁরা ফিরে আসেন, আমার অনুরোধ—অন্ততঃ ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করুন।

শৈব্যা। তোমরাই এতকাল অন্ধরাজাকে রক্ষা ক'রে এসেছ। তোমরা এখন এ বিপদে তাঁকে রক্ষা না ক'র্‌লে, কে ক'র্‌বে মা!

দ্যুমৎ। অন্ধ হয়ে, রাজ্যহারা হয়ে, বালবৎসা স্ত্রী নিয়ে তোমার পিতার আশ্রমে এসেছিলুম; নিজ তপস্যার আশ্রয়ে স্থান দিয়ে, তিনি আমাকে সন্ন্যাসী ক'রেছিলেন। তুমি আবার কোথা থেকে এক সোণার প্রতিমা এনে আমার পুত্রকে উপহার দিয়ে, আমাকে ভবিষ্যতের এক অপূর্ব্ব ছবি দেখিয়ে, এই বৃদ্ধ বয়সে আবার সংসারী ক'রেছ। সে অপূর্ব্ব ছবি যে, দূর থেকেই মিলিয়ে যায় মা!

অলি। ভয় নেই মহারাজ!—আমার মন নিরাতঙ্ক।

শৈব্যা। দাও মা সতী লক্ষ্মী,—অভয় দাও মা,—অভয় দাও।

অলি। সাবিত্রীর ত্রিরাত্র ব্রত—আমার পিতা আবার সে যজ্ঞের হোতা—সাধুত্তম ঋষিগণও পিতার সঙ্গে এ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। যজ্ঞ নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হয়েছে। ঋষিগণ আপনাদের পুত্রবধূকে অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন।

এমন শুভদিনে কখনও কি অমঙ্গল হ'তে পারে? যম-বিজয়ী পিতা—তাঁর আশীর্ব্বাদ—সে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে? তা আবার কিনা—যে দিনে ব্রত উদ্‌যাপন, সেই দিনে! আমরা সাত এয়োতে পিতার আজ্ঞায় সাবিত্রীর মাথায় জল ঢেলেছি। তোমার পুত্রবধূর কেশকলাপ এখনও যে, সে জলে সিক্ত হয়ে আছে মহারাজ! যম এসে কিনা সেই সিক্ত কেশে হস্তার্পণ ক'র্‌বে!

(ঋষিগণের প্রবেশ।)

শৈব্যা। মহারাজ, ঠাকুরেরা সব এখানে আস্‌ছেন।

দ্যুমৎ। ঠাকুর, রাজ্যচ্যুত অন্ধ ভৃত্যকে এতকাল শ্রীচরণের আশ্রয়ে রেখে এসেছেন, আজকে এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে আশ্রয়চ্যুত কর্‌বেন না।

সকলে। ভয় কি—ভয় কি!

১ম ঋষি। তোমার পুত্র পুত্রবধূর কোন অমঙ্গল হবে না মহারাজ!

সকলে। এ আমরা দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

১ম ঋষি। এই আমরা সবাই মিলে অগ্নিতে আহুতি ঢেলে, তোমার পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এলুম—

২য় ঋষি। অগ্নি অমনি প্রত্যক্ষবৎ লহ লহ জিহ্বা বা'র ক'রে, সেই সমস্ত ঘৃত পান কর্‌লে—

৩য় ঋষি। কাষ্ঠখণ্ড সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে অঙ্গারবৎ হয়ে গেল—

১ম ঋষি। প্রশান্ত দিঙ্‌মণ্ডল মৃগ-পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

২য় ঋষি। বৃক্ষলতার পত্র সমস্ত সর্‌সর্‌ শব্দে দিগন্ত মধুময় ক'রে তুল্‌লে—

৩য় ঋষি। আর লাজগুচ্ছের ন্যায়—কুন্দ, মালতী, শেফালিকা, মধুপবনে আন্দোলিত হয়ে, ঝর্‌ঝর্‌ ঝ'রে গেল—

১ম ঋষি। এমন সময়ে আপনার পুত্র—পুত্রবধূর অমঙ্গল হবে!

সকলে। কখনই নয়—কোন প্রকারে নয়।

২য় ঋষি! বোধ হয়, পতি-পরায়ণা পতি-সঙ্গে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কথঞ্চিৎ ক্লান্তা হয়েছেন।

৩য় ঋষি। অথবা ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বহুদূরগতা হয়ে, পথ হারিয়েছেন।

১ম ঋষি। তাই রাত্রের জন্য, হয় ত উভয়ে বনমধ্যে কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন:

সকলে। মহারাজ, ভয় ক'র্‌বেন না।

১ম ঋষি। অলিক্ষরে, তোমার পিতা কোথায়?

অলি। তিনি রাজকুমারের অনুসন্ধানে গমন ক'রেছেন।

সকলে। তবে আর কি!—যমবিজয়ী মাণ্ডব্য যখন অনুসন্ধানে গেছেন, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। আমরাও সকলে অনুসন্ধানে যাচ্ছি।

সকলে। অবশ্য—অবশ্য।

২য়। অনুসন্ধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি যম-ভবনে গমন ক'র্‌তে হয়, আমরা তাতেও প্রস্তুত আছি।

৩য়। চল, চল—আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অলি। আসুন মহারাজ,—আমরাও এই সব মহাপুরুষদের অনুগমন করি।

দ্যুমৎ। একি হ'ল—একি হ'ল!—দয়াময়, দয়াময়—এ আমার কি হ'ল!

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল মহারাজ!

দ্যুমৎ। সহসা আমার দৃষ্টিশক্তি কে ফিরিয়ে দিলে? আমি আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি—সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—এই আপনাদের চরণ দর্শন ক'র্‌ছি।

শৈব্যা। মহারাজ, মহারাজ! এ আপনি কি ব'ল্‌ছেন।

ঋষিগণ। অপূর্ব্ব দৈবশক্তি!

অলি। সতী—সতী—মহারাজ, সতী আপনার গৃহে অবতীর্ণা—ত্রিরাত্র-ব্রতে উপবাসিনী সতী আপনার গৃহে শান্তিময়ী-রূপে অবস্থিতা। মহারাজ—আপনাকে দর্শন ক'র্‌লে ভয় দূরে পলায়ন ক'র্‌বে সেখানে কিনা আপনার ভয়!

দ্যুমৎ। কি সুন্দর! চরিদিক কি সুন্দর! রাণী! এই তুমি। অলিক্ষরা! এই তুমি—এই তুমি—আহা তুমি এই অলিক্ষরা! দয়াময়! এই চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। এই আপনাদের দেববাঞ্ছিত মূর্ত্তি। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে মনোমোহিনী প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখে দেখেও আমি তৃপ্তি পাইনি, এই সেই শৈব্যা রাণীর ছায়া। যে অলিক্ষরার মিষ্ট বাক্য কর্ণে প্রবেশ ক'রে, আমার হৃদয়ে এক মধুময় রূপের আভাস দেখাত, এই সেই আরও সুন্দর—কত সুন্দর এক মুখে বল্‌তে পাচ্ছি না—কত সুন্দর অলিক্ষরা।

অলি। আর আপনার পুত্রবধূ! শত অলিক্ষরার একত্র সমাবেশে সে সর্ব্বনাশীর রূপের একাংশ প্রস্তুত হয়।

মহারাজ! চক্ষু পেয়েছেন। যৌবনে আপনার পুত্র কত সুন্দর হয়েছে দর্শন ক'রবেন চলুন। আর তার পাশে শোভাময়ী ভুবনমোহিনী সাবিত্রী—মহারাজ, হরগৌরী—হরগৌরী।

শৈব্যা। ঠাকুর! স্বামীকে চক্ষু দিয়েছেন এখন তাঁকে চক্ষের তারা দিন। দেখ্‌বেন দয়াময়! যেন স্বামীর আমার হর্ষে বিষাদ না হয়।

সকলে। কখনই নয়। শুভলক্ষণ—দৈবশক্তি!

অলি। সতী—সতী—

সকলে। এস মহারাজ, চক্ষু পেয়েছ, আর কেন? এস সকলে সন্ধান করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

যম ও তৎপশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দূরে সাবিত্রী।

যম। সে সর্ব্বনাশীর হাত থেকে যে নিস্তার পাব, এ আমার বিশ্বাস ছিল না। বাপ্‌—কি বিপদেই পড়েছিলুম!—আর একটু পীড়ন ক'র্‌লেই সত্যবানের প্রাণ হস্তচ্যুত হ'য়েছিল আর কি! বালিকাকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। কিন্তু কি ক'র্‌ব, নিয়মের বশীভূত হয়ে অমন সাধ্বীকেও আমাকে পতি হ'তে বিচ্ছিন্না ক'র্‌তে হ'য়েছে। সন্তান-প্রলোভনে মুগ্ধা হ'য়ে সর্ব্বনাশী মুহূর্ত্তের জন্য জননীরূপিণী স্বামীকে বিস্মৃতা হ'য়েছিল; আমিও সেই অবকাশে পালিয়ে এসেছি।

সাবিত্রী। প্রভু, এস্থানের নাম কি ?

যম। যঁ্যা!

সাবিত্রী। এস্থানের রমণীয়তা আমাকে বড়ই মুগ্ধ ক'রেছে। আমি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দের আভাস পাচ্ছি, যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব মধুময় প্রদেশের সন্নিকটবর্ত্তিনী হ'য়েছি। পবনে মধু, ঋতু মধুময়, ওষধী সকল মধুপূর্ণ। বৃক্ষে বৃক্ষে মধুসঞ্চার! এমন কি, পথের ধূলায় মধু মাখা। এ কোথায় এসে উপস্থিত হলুম দয়াময় ?

যম। তুমি এখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ ক'রেছ! এস্থান যে মনুষ্যের অগম্য।

সাবিত্রী। ধর্ম্ম যার সহায় ও জীবন-পথের সঙ্গী, ত্রিভুবনে তার অগম্য স্থান কোথায় প্রভু।

যম। তুমি যে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আমি ত দিয়েছি, কিন্তু আপনি নিজেই যে নিষ্কৃতি গ্রহণ ক'র্‌ছেন না প্রভু! হে দেব! আপনি প্রজ্ঞাচক্ষু— আপনিই বলুন, আমার গতি কোথায়!

যম। নৃপনন্দিনি! আর অগ্রসর হয়োনা—নিবৃত্তা হও। মুহূর্ত্তে তোমার চক্ষে এক মহা অন্ধকারের আবরণ পড়বে। আর আমাকেও দেখ্‌তে পাবেনা, আপনাকেও দেখ্‌তে পাবে না। অগ্রপশ্চাৎ গতিরুদ্ধ হয়ে বিষম সঙ্কটে পতিতা হবে। ফিরে যাও—ফিরে যাও। তোমাতে পরম প্রীতি প্রযুক্তই এই কথা ব'ল্‌ছি। নতুবা আমার কথা পর্য্যন্ত আর তুমি শুন্‌তে পেতে না। ফিরে যাও—আর মুহূর্ত্ত-মাত্রও বিলম্ব ক'রো না।

সাবিত্রী। আপনি যম; কিন্তু নিজে নিয়ম ভঙ্গ ক'রে নামের সার্থকতা নষ্ট করছেন! ধর্ম্মরাজ! এবারে নিজের জন্য নয়—জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে চ'লেছি। যেহেতু জগতের ভিত্তিস্বরূপ যে ধর্ম্ম, তিনি যদি চঞ্চল হন, তা হ'লে সমস্ত জগৎ এক মুহূর্ত্তে ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে। তাই আমি আপনাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে এতদূরে এসেছি।

যম। ম্যাঁ! সে কি ব'লছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আপনি আমাকে শতপুত্রের জননী হবার বর প্রদান ক'রেছেন, অথচ আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যকরে নিজেই সে সত্যপালনের অন্তরায় হচ্ছেন। আপনি যম,—চিরদিন নিয়মাধীন। মায়াবশে আপনি আমাকে বরপ্রদান করেন নি। আমার পুণ্যবল আপনাকে আকৃষ্ট ক'রে বরপ্রদানে বাধ্য ক'রেছে। সুতরাং মিত্ররূপে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনি স্বধর্ম্ম পালনের জন্য আমাকে পঞ্চম বর প্রদান করুন। আমি নিজে ব'লছি—সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে আপনি পুরীপ্রবেশ করুন। নতুবা সেখানে আপনার আর প্রবেশাধিকার নাই।

যম। ম্যাঁ! তুমি কে? কে তুমি? কোন্ ভুবনপালিনী শক্তি ধর্ম্মকে আজ জ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য স্বেচ্ছায় আপনাকে পতিবিয়োগিনী ক'রেছ? মা—মা! উজ্জ্বলতর আলোক সন্নিহিত হ'লে, স্বল্পালোক যেমন অন্ধকারময় হয়, জ্ঞান-ময়ি! তদ্রূপ তোমার সমীপস্থ হয়ে আমার সমস্ত জ্ঞান

বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে! ধর্ম্মকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে, কে তুমি করুণাময়ী! তার পুরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েছ?

সাবিত্রী। আমি সত্যবানের প্রিয়তমা ভার্য্যা—শাস্ত্রে আমার নাম সতী। আমার অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব। ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রাদেশে আমি তোমাকে আদেশ ক'র্‌ছি—আমার পদ গৌরব রক্ষা ক'রে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হও।

যম। মা! এই নাও—সতী! জগতে মহিমা প্রচার কর্‌বার জন্য—পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে সৃষ্টিরক্ষার জন্য—তোমার চিরন্তন সামগ্রী পতিধন গ্রহণ কর। আর সেই সঙ্গে আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর। আমি ধন্য—আমার পুরী ধন্য—আর এই অপূর্ব্ব পতিব্রতার মাহাত্ম্যে এই আর্য্যাধিষ্ঠিত যে ভারতভূমি, তিনিও ধন্য।

সাবিত্রী। কতদূরে এসেছি ধর্ম্মরাজ?

যম। মা, আমার প্রিয়তমা দয়িতা! মৃতসঞ্জীবনী পুরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছ। যদিই মা, কৃপা ক'রে এতদূর এসেছ, তা হ'লে একবার [illegible]

সাবিত্রী। কি [illegible] অদ্ভুত!—এ কি দেখলুম ধর্ম্মরাজ!

যম। সম্মুখে উত্তপ্তজলা বৈতরণী, তার উপরে ওই মায়া-সেতু। দেখ্‌ছ মা—কি অপূর্ব্ব বিবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত!

পুণ্যাত্মা যখন এই স্থানে উপস্থিত হন, তখন এই সেতু কুসুমাচ্ছন্ন পবিত্র পথ। পাপাত্মারা যখন উপস্থিত হয়, তখন এই সেতু পাপভেদে বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে। ওই দেখ মা—ওই দেখ কাঞ্চনময়। ওই দেখ—ওই দেখ—আবার বিবিধবর্ণ কুসুম-সমাকীর্ণ। ওই দেখ, আবার ভীষণ অগ্নিময়—সঙ্কর্ষণের মুখানলের ন্যায় নীল জিহ্বা বিস্তার ক'রে পাপীকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে। দেখ মা—আবার দেখ—প্রবেশ-পথে অগ্নি-অক্ষরে কি লেখা আছে দেখ—"জীব! এখানে চিন্তা ক'র্‌বার অবসর নাই।" পাপী, সম্মুখে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে যেতে সাহস না ক'রে, নদীতে ঝম্প প্রদান করে। আর অমনি উত্তপ্ত জলে দগ্ধ হ'তে হ'তে, জলস্রোতে অন্ধকারময় নরক-কুণ্ডে নিপতিত হয়। মা! এই বারে আমাকে অনুমতি কর। রাত্রি প্রহরাবশেষা—অনুমতি কর মা—পুরী প্রবেশ করি।

সাবিত্রী। করুন।—(যমের প্রস্থান)—তার পর? জ্ঞানশূন্য হয়ে যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে এসেছি। কোন্ পথে এসেছি, কিছুই ত জানি না! এখন কেমন ক'রে ফিরি!—গুরুদেব! কোথায় তুমি? এ সঙ্কটে তুমি ভিন্ন রক্ষা কর্‌বার যে আর কেউ নাই। এ প্রাণ-পুষ্পাধার মলিন না হ'তে হ'তে আমাকে ফির্‌তে হবে—কোথায় আছ দয়াময়?—অভাগিনী নন্দিনীকে রক্ষা কর—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর কর। পথ দেখাও—পথ দেখাও।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। মা, মা—কই তুমি ?

সাবিত্রী। এসেছ—এসেছ—পিতা এসেছ ?—কই তুমি ? আর যে আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

মাণ্ডব্য। ভয় কি মা, এই যে আমি—এই যে আমি। কই—আমার প্রাণ কই—সাবিত্রী! আমার প্রাণ কই! আমার প্রাণ কই ?

সাবিত্রী। এই নাও—শীঘ্র নাও—অঞ্জলি নাও—তব দত্ত সামগ্রী তুমি গ্রহণ কর

(গীত।)

জীবন-তটিনী-কূলে এসে আবার পাছে ভেসে যাই।
ভয়ে ভয়ে আসি, চরণে দাসী, রাখিল জীবন-কুসুম তাই॥
মুছে নিয়ে গিয়েছিল শমন অকালে ললাট-বিন্দু,
চকিতে চাহিতে, দেখি চারিভিতে, অপার আঁধার সিন্ধু,
দূর কর ভয় দয়াময়, আর না হারাই—না হারাই—
অভয় চরণে রাখিনু যতনে, তুলে লও কোলে হে গোঁসাই॥

চতুর্থ দৃশ্য।

অশ্বপতি ও মালবী।

মালবী। কই মহারাজ, সাবিত্রী কই ? আমার জামাতা কই ? বৃদ্ধ অন্ধ রাজা, আর বৃদ্ধা মহিষী শৈব্যা—তারাই বা কই ? ঋষিগণ—তাঁরাই বা কোথায় ? সব অন্ধকার!

আশ্রম শূন্য। কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব—কাকে আমার জামাতার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব? কে ব'ল্‌বে—সত্যবান্ বেঁচে আছে, আমার মেয়ে বেঁচে আছে। মহারাজ—মহারাজ! কোথায় যাই? কি করি? সম্মুখে গভীর বন—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার—কাল আবরণে যেন আমাদের গন্তব্য পথ রোধ ক'রে ব'সে আছে। কি হবে মহারাজ—কি হবে!

অশ্ব। উতলা হয়োনা মহিষী! এক বৎসর থেকে বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। বিপদের সম্মুখে এসে আত্মহারা হয়োনা।

মালবী। ওগো অমন কথা ব'লোনা—দোহাই মহারাজ, আশ্বাস দাও। বল, আমার জামাতা বেঁচে আছে—সাবিত্রীর সিঁথের সিদূর অটুট আছে।

অশ্ব। কেমন ক'রে থাক্‌বে মহিষী! দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা নয়।

(তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ।)

তুম্বুরু। কখনই নয়, দেবর্ষি ঠাকুরের বাক্য—সেকি মিথ্যে হবার যো আছে! কি বলিস বউ!

মালিনী। ও বাবা—ঢেঁকি ঠাকুরের কথা মিথ্যা হবে! যেমনি একটা বছর গেছে, অমনি মালার ফুল আবার চন্‌চন্ ক'রে ফুটে উঠেছে।

তুম্বুরু। বাতাস অমনি ফুলের গন্ধ মাথায় ক'রে রন্‌রন্ ক'রে দিদিরাণীর কাছে ছুটে গেছে।

মালিনী। ভোমরা পুটলীর ধারে বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুর্‌ছে।

তুম্বুরু। আর বউএর প্রাণ ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রছে—দেবর্ষি ঠাকুরের কথা কি কখন মিথ্যে হয়!

অশ্ব। কিরে তুম্বুরু, কি ব'ল্‌ছিস?

তুম্বুরু। আর বলাবলির সময় নেই মহারাজ! এখন থেকে গলাগলি। দিদিরাণী আর তার বরকে গলায় গলায় মালা দিয়ে বাঁধব, তবে আমরা ঠাণ্ডা হব।

অশ্ব। আ, হতভাগ্য অজ্ঞান! কে তোদের এ বৃথা আশ্বাস দিয়েছে?

উভয়ে। ঢেঁকি ঠাকুর।

মালবী। ঢেঁকি ঠাকুর কি ব'লেছে?

মালিনী। দিদিরাণী আর বরের জন্য মালা গেঁথেছিলুম। ঠাকুর ব'লেছিল—এক বৎসর পরে মালা এখানে নিয়ে আস্‌তে।

তুম্বুরু। দিদিরাণীর বরের নাকি আজ যমের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে! নেমন্তন্ন সেরে ফিরে আস্‌বে, দিদিরাণীর পাশে ব'স্‌বে, আর আমরাও অমনি মালা নিয়ে হাজির হব।

মালবী। এসব কি ব'ল্‌ছিস! তুম্বুরু—তুম্বুরু, স্পষ্ট ক'রে বল্‌—মহামূল্য পুরস্কার দেবো। সত্য ক'রে বল্‌—দেবর্ষি কি ব'লেছেন। সাবিত্রীর বর কি বেঁচে আছে?

তুম্বুরু। বেঁচে আছে—তবে এখনও যমের বাড়ী আছে, কি গাছতলায় ফিরে এসেছে, সেটা ব'ল্‌তে পার্‌ছি না। ওই বাবাঠাকুর আসছে—ওঁর কাছে খবর নাও মহারাজ।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

মালবী। দয়াময়—দয়াময়, কোথায় ছিলে? তোমার দাস-দাসী যে অভয়পদ দেখ্‌তে না পেয়ে জগৎ অন্ধকার দেখ্‌ছিল!

অশ্ব! দয়াময়, দাসের প্রণাম্ গ্রহণ করুন।

মাণ্ডব্য। কে ও—মহারাজ! কন্যাকে দেখ্‌তে এসেছ? জামাতাকে দেখ্‌তে এসেছ? এস মহারাজ, এস রাণী, দেখ্‌বে এস। তোমার নন্দিনী ধর্ম্মরাজকে পরাস্ত ক'রে, তার হাত থেকে স্বামীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে। দেখ্‌বে এস—স্বর্গীয় আলোকে উজ্জ্বলাঙ্গ পতির পাশে সতীরাণীর কি অপূর্ব্ব শোভা!

মালবী। প্রভু—প্রভু, ব'ল্‌ছেন কি! বুঝ্‌তে পা'র্‌ছিনা। আমার মাথা ঘুর্‌ছে। নন্দিনী জ্ঞানশূন্যা, তাকে রক্ষা করুন।

অশ্ব। ধন্য আমি, এমন কন্যাকে লাভ ক'রেছি। রাণী! ধন্য তুমি, সাবিত্রীকে গর্ভে ধারণ ক'রেছ। প্রভু! সে শোভা দেখ্‌বার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছি।

মাণ্ডব্য। আসুন মহারাজ! তুম্বুরু, তুমি নীরব কেন? মালা কই? মালার অপেক্ষায় তোমার দিদিরাণী যে ব'সে আছে। মালিনী, তুমিও নীরব কেন মা!

মালিনী। হাঁ দেবতা—কিছু নীরব আছি। যখন যমের বাড়ী থেকে বর আস্‌ছে, তখন যমদূত গুলো ত বরযাত্র হয়ে এসেছে!

ক্রোড় অঙ্ক

—— * ——

(আসনোপরি উপবিষ্ট সাবিত্রী সত্যবান্।
সম্মুখে মাণ্ডব্য ; উভয়পার্শ্বে অশ্বপতি, মালবী,
দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, অলিক্ষরা, তুম্বুরু ও
মালিনী)

অলি। কেমন সাবিত্রী—কেমন ভগিনী! যমের সঙ্গে কে যুদ্ধে জিত্‌লে? তবে নাকি বিধিলিপির খণ্ডন নেই? তবে কর্ম্ম কেন? ব্রত-নিয়মাদি কেন? ভগবান্ নিজমুখে কর্ম্মের অজস্র প্রশংসা ক'রেছেন। এ জগতে কর্ম্মই বলবান্।—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥

সাবিত্রী। ভগিনি! এ সমস্তই ত তোমার আশীর্ব্বাদ।

অলি। সাবিত্রি! অসাধারণ অধ্যবসায়, অবিচলিত উৎসাহ, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ ও ব্রত-নিয়মাদি দ্বারা তুমি যে অলৌকিক কার্য্য সাধন ক'রেছ, অনন্তকাল ধ'রে তুমি

সেই কর্ম্মফল ভোগ কর। স্বরচিত এই পবিত্র সংসার-উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'য়ে সমস্ত সংসারে আলোক বিকীর্ণ কর। শতভ্রাতার ভগিনী হও, শতপুত্রের জননী হও। অ . দেখাও—যেখানে, যে সময়ে, তুমি যে ভাবেই অবস্থিতি কর না কেন, তুমিই গীতা, তুমিই গায়ত্রী, তুমিই ভগবতী। তুমিই জননী, তুমিই কন্যা, তুমিই ভগিনী। সহধর্ম্মিণীরূপে ধর্ম্মরক্ষার জন্য তুমি গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী হও। পৃথিবীতে সোণার সংসারের প্রতিষ্ঠা হোক। সুধার লহরে ধরণী ভেসে যাক্।

(গীত।)

তারে তারে বাঁধা প্রাণ।
মিলনে মিলনে তোলে জীবনে ললিত গান॥
সোণার সুখের প্রাতে,
আঁধারে আবরিতে,
কাল নিশি করে অভিযান ;—
জাগো সতী জাগো সতী,
ঘুচাও তামসী-রাতি,
দাও জ্ঞান রাখ মান, আকুলে কূল কর দান॥

মাণ্ডব্য। তুম্বুরু, নীরব কেন? আনন্দ কর।

তুম্বুরু। আমি যে মুরুব্বু' দেবতা!

মাণ্ডব্য। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার কণ্ঠে সরস্বতী নৃত্য করুন।

তুম্বুরু। (গীত)

প্রভাত অরুণকণ রঞ্জিত কানন,

বিকসিত কমল পলাশে।

মত্ত মলয়ানিল সেবিত সরোবর

শীকর নিকর অভিলাষে॥

কোকিল পঞ্চম মুখরিত কুঞ্জে, মধুকর চুম্বিত সুমনস পুঞ্জে,

বিহরতি মদন বিলাসে।

ত্যজ আলস, কুরু লালস জাগৃহি জাগৃহি পীতবাসে?

যবনিকা পতন।